প্রসিদ্ধ
দেশ-পর্য্যটকদিগের
আবিষ্কার-কথা

কলাম্বাস

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি. এ., বি. টি.

প্রণীত

অনুরূপ গ্রন্থাবলী

(১)

মার্কো পোলোর জীবন-কথা

১২ খানি ছবি, তার ৪ খানি তিন রঙের

(২)

ক্যাপ্‌টেন্ কুক্

১২ খানি ছবি, তার ৪ খানি তিন রঙের



Rischgitz Collection.

কলম্বাস

In the Metropolitan Museum of Art, New York; the gift of Mr. Pierpont Morgan.
Signed "Sebastian Venetus fecit 1519."

প্রসিদ্ধ দেশ-পর্য্যটকদিগের আবিষ্কার-কথা

কলাম্বাস

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত, বি.এ., বি.টি.

ম্যাক্‌মিলান্‌ এণ্ড কোং লিমিটেড
২৯৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৯২৯

Printed by N. Mukherjee, at the Basanti Press,
71, Sashi Bhusan Dey Street, Calcutta.

ভূমিকা

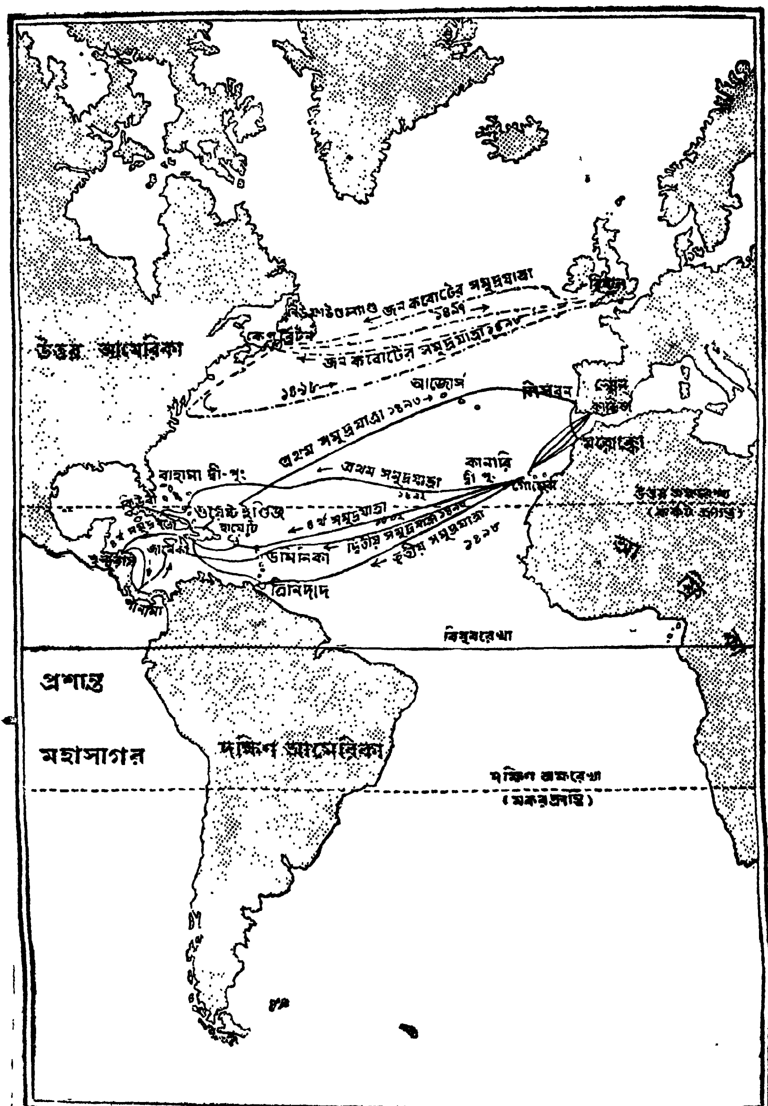
পাঁচশো বছর আগে পৃথিবীর অবস্থা কি ছিল কল্পনা করা বড়ো সহজ নয়। তখন যাঁরা নতুন দেশের খোঁজে বেরিয়ে নতুন নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন তাঁদের কত সাহস, কত ধৈর্য্য ছিল, তার ধারণা করা যায় না। এই পাঁচশো বছরের সভ্যতার ফলে যা আমরা খুব সোজা মনে করছি, তা তখনকার দিনে লোকেরা কল্পনাতেও আনতে পারত না।

এই বইখানিতে এমন একটি বীরের কথা বলা হয়েছে যিনি তখনকার মূর্খতার বাঁধন কেটে, জীবনের মায়া ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েছিলেন—নতুন দেশের টানে। তিনি যা আবিষ্কার করেছেন—যে নতুন জগতের দিকে লোকের চোখ খু'লে দিয়েছেন—তার ফলে আজ আমেরিকা এত বড় !

এই ছোট বইখানি প'ড়ে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা যদি বুঝতে পারে কলাম্বাসের জীবন কত বড় ছিল, তাঁর মত সাহস, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা নিয়ে যদি তারা পৃথিবীর নানাদিকে বেরিয়ে পড়ে তবে মনে করবো আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

সূচী

ছবির সূচী



কলাম্বাসের সমুদ্র যাত্রার মানচিত্র

কলম্বাস

১

সোনার দেশের খোঁজে

প্রায় ৫৩০ বৎসর আগে মধ্য-এসিয়া হ'তে ঝড়ের মতো ছু'টে এসে যখন খোঁড়া তৈমুর লং দিল্লীর পুতুলরাজার সিংহাসন কেড়ে নিলে, যখন সে পঞ্চাশ হাজার হিন্দুমুসলমানের রক্তে এ দেশ রাঙিয়ে দিয়ে, খিজির খাঁকে দিল্লীর রাজতক্তে বসিয়ে, তার রাজধানী সমরকন্দে ফি'রে গেল, ঠিক সেই সময় ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পর্ত্তুগাল রাজ্যের লোকেরা সোনার দেশের স্বপ্নে উতলা হ'য়ে উঠেছিল। তোমরা মানচিত্র খুললে দেখতে পাবে, ঐ রাজ্যের পশ্চিমে আর দক্ষিণে আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর; তার হাজার হাজার ঢেউ, আর ঝড়ো হাওয়া দিনরাত ওদেশকে মুখর ক'রে রেখেছে।

পর্ত্তুগালের রাজা ছিলেন তখন প্রথম জন। তাঁর মতো বড় রাজা সে দেশে আর হয়নি। যেমন রাজা, তেমনি তাঁর ছেলে যুবরাজ হেন্‌রী। বুদ্ধিতে, সাহসে, ধৈর্য্যে আর দৃঢ়তায় তিনি তাঁর বাপের চেয়েও বড় ছিলেন। তাঁর বয়স যখন সবে মাত্র বিশ, তিনি জাহাজে চেপে আফ্রিকার উপকূলে গিয়ে মূরদের খুব বড় একটি সহর জয় করেন। তাতে তাঁর নাম সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেন্‌রী তাঁকে ব'লে পাঠালেন,—"তুমি আমার সেনাপতি হও।" জর্ম্মান্ সম্রাট্ তাঁকে মন্ত্রীর পদ দিতে চাইলেন। যুবরাজ হেন্‌রী কিছুই নিলেন না।

তাঁর মন তখন কেবল সোনার দেশের স্বপ্ন দেখছিল। মার্কোপোলো প্রভৃতি তাঁর অনেক আগেকার লোকেরা চীন, পারস্য, ভারত প্রভৃতি দেশে স্থলপথে গিয়ে পূব দেশের ধনরত্নের যে সব কাহিনী ইউরোপে প্রচার করেছিলেন, তাতে হেন্‌রীর মন মুগ্ধ হ'য়ে যায়। ঐ সব সোনার দেশে জলপথে কি ক'রে যাওয়া যাবে, তিনি কেবল তাই ভাবতেন। তাঁর দৃষ্টি তখন সাগরের দিকে। ঐ সাগরের বুকের ওপর দিয়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধ'রে সেই সব সোনার দেশে পৌঁছান যায় কিনা,—এই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা।

পর্ত্তুগালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেণ্ট্ ভিন্‌সেণ্ট্ অন্তরীপ। ওখানে জমি ক্রমশঃ সরু হ'য়ে আট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগরের দিকে এগিয়ে গেছে। ঐখানে সাগরের ঝড়ো, কনকনে হিম হাওয়া দিনরাত হু হু ক'রে ছোটে, তাতে গাছপালা কিছুই জন্মাতে পারে না;

যতদূর চোখ যায়,—কেবলি ধূ ধূ ধূ বালি। এই বালির ঢেউ আর সমুদ্রের অশান্ত ডাকাডাকি, মাতামাতির মধ্যে হেন্‌রী তাঁর নতুন সহর বসালেন। এই খানেই তাঁর নৌবহরের আড্ডা হ'ল।

তখনকার দিনে আট্‌লান্টিক্ মহাসাগরের উপর দিয়ে পশ্চিম বা দক্ষিণ মুখে যাবার কথা কেউ মনে আনতে পারতো না। লোকদের ধারণা ছিল, ওসাগরের তল নেই, কূল নেই;—তার বুকের ওপর কেবল ঝড়ের দাপট আর ঢেউয়ের মাতামাতি, কুয়াসা আর মেঘের গুমোট; তার পরপারে প্রেতলোকের মত সীমাহীন, নিরেট অন্ধকার!

বিপুল সাহস ছিল হেন্‌রীর। সাগর পারের এই জমাট আঁধার ভেদ করতেই হবে,—এ'ছিল তাঁর সংকল্প। সোনার ভারতের খোঁজে বেরতেই হবে। তাই তিনি গণিত, জ্যোতিষ শিখতে লাগলেন। অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিতে হ'লে ওসব জানতে হয়। দেশের পণ্ডিতদের ডেকে এনে তিনি কাছে রাখলেন,—তাঁর আশা ছিল, এঁদের কাছ থেকে অনেক খবর মিলবে। তিনি ভূগোল শিক্ষার এক স্কুল বসায়ে পর্ত্তুগাল আর ইতালীর অনেক সাহসী যুবকদের এনে নৌ-বিদ্যা শেখাতে লাগলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই তিনি জাহাজের বহর তৈরী ক'রে আফ্রিকার উপকূল ধ'রে দক্ষিণ মুখে তাঁর শিষ্যদের পাঠাতে সুরু করলেন। তাদের একজন সায়েরা লিওন্ পর্য্যন্ত পৌঁছে যখন খানিকটা সোনার রেণু আর ত্রিশটি নিগ্রো নিয়ে পর্ত্তুগালের রাজধানী লিস্‌বনে ফিরল, তখন সকলের মনে নতুন ভরসা

জাগল,—ওপথে যেতে যেতে সোনার ভারতে পৌঁছান যাবেই যাবে।

ইতালীর নাবিকরা এসব খবর শু'নে দলে দলে এসে হেন্‌রীর অধীনে চাকরী নিলে। ইতালীর তিন দিকে সমুদ্র; উহার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে জেনোয়া নগরী; উত্তর-পূব কোণেতে ভিনিস্ বন্দর। প্রথম থেকেই জেনোয়া, ভিনিসের নাবিকরাই পর্ত্তুগালে আসতে লাগল। যারা নতুন নতুন দেশ দেখে তার খবর হেন্‌রীকে দিত, তিনি তাদের খুব পুরস্কার দিতেন।

হেন্‌রীর শিষ্যদের একজন—নাম মোনীস্ পেরেষ্ট্রেলো—পোর্টো শান্তো নামে এক দ্বীপ আবিষ্কার করেন। হেন্‌রী তাঁকে সে দ্বীপের গভর্ণার করেন। এঁর মেয়েই কলাম্বাসের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝখানে হেন্‌রী দেহত্যাগ করেন,—তাঁর সেই নতুন সহরে। কিন্তু আট্‌লান্টিক্ মহাসাগরের উপর দিয়ে যাত্রা ক'রে নতুন দেশ খোঁজবার যে উৎসাহ তিনি জাগিয়েছিলেন, দেখতে দেখতে তা পর্ত্তুগাল, স্পেন, ইতালী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

হেন্‌রীর মৃত্যুর ২৬ বৎসর পরে আর একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক—বার্থলোমিউ দায়াজ—সোনার দেশের খোঁজে বেরিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘু'রে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছিলেন। আর কিছু দূর পূবে আসতে পারলেই তিনি ভারতে এসে পড়তেন।

তখনকার দিনে সমুদ্রযাত্রা যে কত বিপদের ছিল আজকাল

লোকেরা তার ধারণাই করতে পারে না। না ছিল তখন ষ্টীমার, না ছিল কোন যন্ত্রপাতি, না ছিল সমুদ্রের কোনো মানচিত্র! কাঠের বড় বড় জাহাজ তৈরী ক'রে, লম্বা লম্বা মাস্তুলে ছোট বড় বহু পাল তু'লে, কেবল হাওয়ার জোরে জাহাজ চালাতে হ'ত। উল্‌টা হাওয়ার ঠেলায় কোথাকার জাহাজ কোথায় গিয়ে ঠেকত, তার ঠিক ঠিকানা ছিল না। যন্ত্রের মধ্যে ছিল মাত্র দুইটী,—দিগ্‌দর্শন যন্ত্র—যাকে কম্পাস বলা হয়, আর সূর্য্য-যন্ত্র (Quadrant); একটি দিয়ে মোটামুটি দিক ঠিক করা হ'ত; অপরটি দিয়ে দুপুর বেলায় সূর্য্য আকাশে কতখানি উঠেছে তা' মাপা যেত। এই মাপের ফল নিয়ে নানা আঁক ক'ষে জাহাজ সমুদ্রের কোন জায়গায় রয়েছে তা নির্ণয় করা হ'ত।

তখনকার জাহাজও ছিল খুব ছোট; যাতে দু'তিন হাজার মণ জিনিষ ধরত,—সে হচ্ছে তখনকার খুব বড় জাহাজ। আজকাল সমুদ্রে যে সব ষ্টীমার বাণিজ্য করতে যায় তার অনেক জাহাজেই চার পাঁচ লাখ মণ জিনিষ বোঝাই হ'তে পারে।

আজকাল সমুদ্রযাত্রা খুব সহজ, আর খুব আরামের হ'য়ে পড়েছে। এক একখানি বড় ষ্টীমার যেন সুন্দর সাজানো, ছোট খাটো এক একটি সহর; তার দোতালা, তেতালায় অসংখ্য ঘর, তার মাঝে বিজলী বাতি, পাখা প্রভৃতি বিলাসের কত আসবাব সাজানো; তাতে খেলবার আঙিনা আছে, লাইব্রেরী, হাঁসপাতাল, ক্লাব, টেলিফোন, রেডিও, বেতার টেলিগ্রাফের যন্ত্র, আরো কত কিছু রয়েছে! তা ছাড়া কত কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি, আর সমুদ্রের নিখুঁত

মানচিত্র আছে,—জাহাজ ঠিক পথে চালাবার জন্য। কোথায় ডুবো-পাহাড়, কোথায় বা ঘূর্ণিবায়ু, কোন্ মাসে কোন্ দিকে বাতাস বইবে, সব নির্দ্দিষ্ট করা মানচিত্র রয়েছে! আজকাল নাবিকদের এ সব ভাল মতেই জানতে হয়।

কিন্তু আমরা যখনকার কথা বলতে যাচ্ছি, তখন এসব কিছুই লোকে জানতো না। সেই সময় যিনি অসীম সাহসে ভর ক'রে আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর পার হ'য়ে নতুন জগত আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর নাম খ্রীষ্টোপার কলাম্বাস। তাঁর অসাধারণ জীবনের কথাই এই বইতে বলা যাচ্ছে।

২

অসাধারণ সংকল্প

ইতালীর উত্তর-পশ্চিম কোণে জেনোয়া উপসাগর। এই সাগরের তীরে জেনোয়া সহর। নেপল্‌স্‌ সহরের মতো উহা সমুদ্রের উপকূলে একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর দাঁড়ানো। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় রাস্তার তু'ধারে সারি সারি অসংখ্য দালান কোঠা,—তিন, চার, পাঁচ তলা। দূর সমুদ্র হ'তে সুন্দর সুন্দর বাগানের মধ্যে এই সব প্রাসাদ ছবির মতো সুন্দর দেখতে।

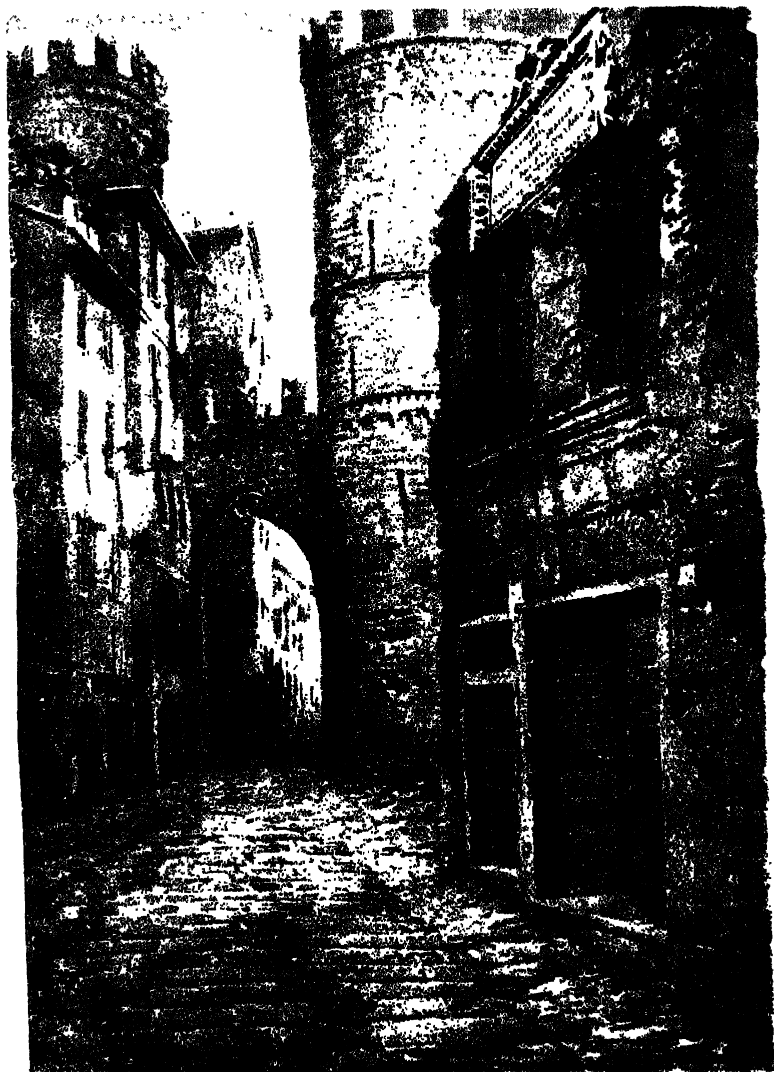
চমৎকার সুন্দর সহর জেনোয়া,—অতি পুরানো; যাতুঘর, টাউনহল, মিউনিসিপাল আফিস, চিত্রশালা, স্কুল, ব্যাঙ্ক, বড় বড় লোকের প্রাসাদ,—সব মর্ম্মর পাথরে গড়া;—এক একটি এ দেশের বড় বড় রাজা মহারাজার বাড়ীর মতো অপরূপ, সুন্দর! এই সব বাড়ীর ভিতর ঢুকলেই দেখতে পাবে কত রকমের ছবি আর পাথরের পুতুল দিয়ে এক একটি ঘর সাজানো,—দরজা জানলায় সুন্দর কারুকাজে ভরা নানা রঙের পর্দ্দা ঝুলানো।

এক সময়ে ধনসম্পদে, ব্যবসাবাণিজ্যে জেনোয়ার খুব নাম ছিল,—লোকে এই সহরটিকে "ভূমধ্যসাগরের রাণী" বলত। ভিনিস্‌ নগরীর মতো এই সহরের লোকদের হাতে এসিয়ার, মিশরের প্রায় সমস্ত বাণিজ্য ছিল। অনেক পুরানো হ'লেও আজকালও জেনোয়ার ব্যবসাবাণিজ্য বড় কম নয়। সমুদ্রের খানিকটা অর্দ্ধ-

চন্দ্রের মতো এই বন্দরের কাছ দিয়ে ঘি'রে রয়েছে। এখানে সেই প্রাচীনকাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত কত হাজার হাজার জাহাজ-নৌকা আশ্রয় নেয় তার সংখ্যা নেই। হাজার হাজার লোক আজও এই বন্দরে এসে সহরটিকে সরগরম ক'রে রেখেছে।

সমুদ্রের উপকূলের কাছ দিয়ে ছোট একটি রাস্তা ঘু'রে ঘু'রে গিয়েছে,—তা থেকে অনেক গলি বেরিয়েছে,—কোনটা সহরের দিকে, কোনটা বা সমুদ্রের দিকে। ঐ সব সরু গলিতে প্রাচীন কালের মতো অনেক নাবিক, বণিক তোমরা দেখতে পাবে ;—কেহ পূবদেশ হ'তে রেশমের কাপড়, কেহ মখমল, কেহ জরীর ফিতে, কেহ বা সোনারূপার বহু কারুদ্রব্যের ব্যবসা চালাচ্ছে। সেখানকার গৃহস্থ যারা, তাদের কাউকে দেখতে পাবে ঘরের দুয়ারে ব'সে ফলের দোকান পেতেছে, কেউ বা দুয়ারে আতা-তরমুজের খোসার মধ্যে ব'সে ব'সে গল্প-তামাসা জু'ড়ে দিয়েছে। এরূপ ছোট বড় নানা রকমের দৃশ্য তোমাদের চোখে পড়বে ;—মর্ম্মর পাথরের প্রাসাদ আর কাদার দেওয়ালঘেরা কুঁড়ে ঘর, সুন্দর সাজানো বাগান আর আবর্জ্জনা ভরা আঙিনা ;—কিন্তু এসব দালান-বাগান-কুঁড়ে ঘরের উপর দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া শোঁ শোঁ ক'রে ছুটেছে দিনরাত। এই হাওয়ার ডাকে সেই উদার ঘন-নীল সাগরের বুকে মনপ্রাণ উতলা হ'য়ে ছুটতে চায়!

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝখানে এই জেনোয়া সহরে একজন তাঁতি থাকতেন,—তাঁর নাম ডোমিনিকো কলাম্বো ; তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল,—সুসান্না। তাঁরা থাকতেন তাঁতিদের পাড়ায় ; সেই পুরানো



জেনোয়াতে এইখানে কলম্বাস জন্মেছিলেন

সহরের সদর দরজা, 'সাঁ আঁন্দ্রিয়া'র বাহিরে। তখনকার দিনে বড় বড় সহরের চারধারে উঁচু দেওয়াল এবং তার গায়ে বড় বড় ফটক থাকত; 'সাঁ আঁন্দ্রিয়া' ওরকমের একটি ফটক।

১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের প্রথম ছেলের জন্ম হয়। এই ছেলের নাম খ্রীষ্টোপার কলাম্বাস। তাঁর তিন ভাই ও এক বোন ছিল। ভাই তিনটির মধ্যে কলাম্বাসের ছোট ভাই অল্প বয়সেই মারা যায়; অপর দুইটির একটি কলাম্বাসের চেয়ে বয়সে ৩ বৎসর ছোট, নাম বার্থোলোমিউ; সকলের ছোট্টটির নাম ছিল জিয়াকোমো বা জেম্‌স্‌, তিনি কলাম্বাসের চেয়ে ২১ বৎসর ছোট। বার্থোলোমিউ তাঁর দাদার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন; জিয়াকোমো ছোট হ'লেও কলাম্বাসের শেষ জীবনে তাঁর খুব সেবা করেছিলেন।

চৌদ্দ বছর বয়সের সময় হ'তে কলাম্বাস নাবিকের কাজ সুরু করেন। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে তিনি অনেক স্থানে যেতেন এবং ফাঁকে ফাঁকে বাড়ী এসে তাঁর বাবার কাজে সাহায্য করতেন। তা ছাড়া তিনি খুব পড়াশোনা করতেন;—ইতিহাস, ভুগোল, ভ্রমণকাহিনী যখন যা পেতেন প'ড়ে ফেলতেন। স্মরণশক্তি তাঁর অসাধারণ ছিল, যা একবার পড়তেন সহজে ভুলতেন না। ক্রমে ক্রমে তিনি জাহাজ চালাবার কাজে খুব নিপুণ হ'য়ে সুন্দর সুন্দর মানচিত্র, নক্‌সা তৈয়ার করতে পারতেন। প্রায় ৫০ বৎসর পরে তিনি তাঁর এই সময়কার কথা নিজেই এরূপ লি'খে গেছেন :—

"ছেলে বয়স থেকে নাবিকের কাজ ধরেছি; এই কাজে যারা ঢোকে, তাদের মনে পৃথিবীর নানা রহস্য জানবার খুব ঝোঁক হয়।

এই ৪০ বছর ঘু'রে ঘু'রে আমি গ্রীক, ফরাসী, মূর, ইংরেজ প্রভৃতি ছোট বড় অনেক জাতের লোকের সঙ্গে মিশেছি, তাদের অনেক বিষয় জেনেছি, বুঝতে পেরেছি। জ্যোতিষ, জ্যামিতি, গণিতের জ্ঞান লাভ ক'রে নৌবিদ্যাতেও বিশেষ নিপুণতা লাভ করেছি। ভগবানের দয়াতে এমন বুদ্ধি ও লিপি-কৌশল আমার হয়েছে যা দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্র এঁকে তার মধ্যে নদী-নগর, দ্বীপবন্দর যথাস্থানে বসাতে পারি। এই কয় বৎসরে ইতিহাস, দর্শন, ভূতত্ত্ব ও অনেক জ্ঞানবিজ্ঞানের বই, যা হাতে এসেছে তার কিছুই আমার বাদ যায় নি।"

কলাম্বাস অনেক সময় জেনোয়ার পোতাশ্রয়ে যেতেন। সেখানে শুঁড়িখানাতে অনেক নাবিক, খালাসী, পোতাধ্যক্ষ এসে জুটত। তাদের মুখে নানা দেশের কাহিনী, নানারকম গুজব শু'নে তাঁর কল্পনা জেগে উঠত। কেউ বলত,—আয়ার্লণ্ডের পশ্চিমে ব্রাজিল নামে এক দ্বীপ আছে। কারো মুখে শোনা যেত,—সেণ্ট্-ভিন্সেণ্ট্ অন্তরীপের কিছু পশ্চিমে এমন সব খোদাই করা কাঠ পশ্চিম সমুদ্র হ'তে ভেসে আসতে দেখেছি, যা নিশ্চয়ই মানুষের হাতে গড়া। কেউ বা বলত,—পর্ত্তুগালের রাজার মুখে শুনতে পেয়েছি,—খুব বড় বড় ঘাসের মতো একরকম গাছড়া পশ্চিম থেকে ঐ সব দ্বীপে ভেসে আসে। কেউ বা ব'লে ফেল্ত,—এমন দুটো লোকের মৃতদেহ পশ্চিম হ'তে ভেসে ভেসে ফ্লোরেস্ দ্বীপে এসে পড়েছিল, যাদের চেহারা তখনকার জানা কোনো দেশের লোকের মতো নয়!

কলাম্বাস এ সব শুনতেন, আর তাঁর কল্পনাতে কত কিছু জাগত। তিনি ভাবতেন,—ঐ যে বড় বড় ঘাস, ও হচ্ছে বাঁশের টুক্‌রা, যাঁর কথা টলেমি তাঁর বইতে লিখেছেন,—ভারতবর্ষেই ওরূপ বাঁশ জন্মে। ঐ যে মরা লোক দু'টি, ওরাও হয়ত ভারতের লোক হবে। হয়ত ভারত আট্‌লান্টিক্ মহাসাগরের ওপারে,—বেশী দূরে নয়।

কিন্তু তখনকার দিনে খুব সাহসী নাবিকরাও পর্ত্তুগালের উপকূল হ'তে পশ্চিম মুখে বেশী দূর যেতে সাহস করেনি। অনেকেই ওসব দ্বীপের গুজব শু'নে মনে করত, সেগুলো নাবিকদের দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র, দিগন্তের মেঘ ছাড়া ও আর কিছুই নয়।

কলাম্বাস কিন্তু জানতেন পর্ত্তুগালের প্রায় ৮০০ মাইল পশ্চিমে আঝোর্‌স্ দ্বীপ;—১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে একজন পর্ত্তুগালের নাবিক,—গঞ্জালো ক্যাব্রেল তাঁর নাম,—উহা আবিষ্কার করেন। চার বৎসর পরে পৃথিবীর মানচিত্রে ওদ্বীপ দেখানো হয়। কলাম্বাস ঐ মানচিত্র দেখে ছেলে বেলা হ'তে ঠিক করেছিলেন,—"ঐ আঝোর্‌স্ দ্বীপ তখনকার জানা পৃথিবীর পশ্চিম সীমা।" তাঁর মনে হ'ত,—আঝোর্‌স্ দ্বীপে যারা রয়েছে, তারা ঠিক অজানা জগতের তীরে দাঁড়িয়ে;—তিনি ওখান থেকেই অজানা পশ্চিম দিকে পাড়ি দেবেন। তাঁর অটল বিশ্বাস হয়েছিল, তিনি এই পশ্চিম দিগন্তের দিকে ছুটে গেলে ভারতে নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারবেন!

তখন তিনি দিন রাত ব'সে ব'সে কেবলি ভাবতেন,—"পৃথিবী যে একটি গোলক তাতে তো কোন সন্দেহ নেই; তা হলে একজন লোক

যদি ঠিক পূবমুখে, আর একজন পশ্চিম মুখে একই স্থান থেকে যাত্রা করে, তারা দু'জনে পৃথিবীর ওপিঠে গিয়ে মুখোমুখী হবেই। তখনকার জানা পৃথিবীর পশ্চিম সীমা আঝোর্‌স্ দ্বীপ। পূব সীমাতে থিনী * সহর; এ দু' জায়গার সময়ের ব্যবধান ১৬ ঘণ্টা ব'লে প্রাচীনেরা হিসাব করেছেন; পৃথিবী যখন ২৪ ঘণ্টাতে নিজ অক্ষ-রেখার ওপর একবার ঘু'রে আসে, তা হ'লে পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ তো জানা হ'য়ে গেছে, বাকী এক ভাগ মাত্র অজানা। এই এক তৃতীয়াংশ পশ্চিম সমুদ্রের উপর দিয়ে যেতে পারলেই তো ভারতে গিয়ে পৌঁছান যাবে।"

এরূপ তিনি কত কথাই ভাবতেন! চীন, জাপান, ভারত যে সোনার দেশ!—সে সব দেশের ঐশ্বর্য্যের কত স্বপ্ন তাঁর মনপ্রাণকে মুগ্ধ ক'রে রাখত! তাঁর প্রায় দু'শো বছর আগে মার্কোপোলো ভারত, চীন প্রভৃতি এসিয়ার ওসব দেশে এসেছিলেন; সে সব বর্ণনা প'ড়ে প'ড়ে তাঁর মনে জাগত, চীনের সম্রাট্ কুবলাই খাঁএর ধন-দৌলত, প্রতাপের কথা, চীনের নিকটে জিপাঙ্গু (জাপান) দ্বীপের সোনার পাতমোড়া রাজবাড়ীর কাহিনী! তা ছাড়া ষ্ট্রাবো, এরিষ্টোটল্, বেকন প্রভৃতি বিজ্ঞলোকদের নানা বর্ণনা প'ড়ে প'ড়ে পশ্চিম মুখে সাগর পারে সে সব সোনার দেশে যাবার জন্য তাঁর মন আকুল হ'য়ে উঠেছিল।

কলাম্বাসের মনে হ'ত,—মার্কোপোলো পূবমুখে স্থলপথে ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে গিয়ে যেমন তাঁর মাতৃভূমি ভিনিস্ নগরীর

* থিনী (Thinae বা Sinae) চীনদেশের প্রাচীন নাম।

গৌরব বাড়িয়েছেন, তিনিও পশ্চিম মুখে সমুদ্রপথে ভারতে যাবার রাস্তা বে'র করে তাঁর মাতৃভূমি জেনোয়ার মুখ উজ্জ্বল করবেন। আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর পার হ'লেই তিনি ভারতে পৌঁছবেন, এ ধারণা তাঁর দিন দিন দৃঢ় হচ্ছিল। তিনি প্রাচীন গ্রীকলেখক প্লিনির (Pliny) কথা,—"পৃথিবীর চারিদিকে ঘু'রে আসা সহজ"—"ভারত পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ স্থান যু'ড়ে রয়েছে"—এসব মনে মনে আলোচনা করতেন, আর ভাবতেন,—"হয়ত এ সত্যি হবে,—ভারত ইউরোপের অদূর পশ্চিমে হয়ত অনেকখানি জায়গা যু'ড়ে আছে।" এই ধারাতে সব সময় চিন্তা করতে করতে তাঁর সেই পশ্চিম-মুখে ভারত যাবার সংকল্প অটল হ'য়ে উঠল। আর তাঁর মনের চোখে তখনকার জানা পৃথিবীর এই ছায়াচিত্র ভেসে উঠত;—তাঁর মনে হ'ত অন্ধকারের মেঘের ভিতর থেকে এক একটি দেশ, মহাদেশের আকার যেন স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিচ্ছে!

তিনি খুব সংযমী ছিলেন; মনের দৃঢ়তাও ছিল তাঁর খুব; লোকজনকে বশে রেখে কাজ করার কৌশলও তাঁর বেশ ছিল। সমুদ্রের ও নৌ-বিদ্যার অসাধারণ জ্ঞানও ছিল তাঁর ঢের। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তাঁর প্রাণের অদম্য সংকল্প ছিল, যার বলে তিনি অজানা, অচেনা দেশের সকল বিপদ-বিপর্য্যয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অন্ধকারের কবল হ'তে নূতন দেশ বে'র করতে পারতেন।

সংকল্প করা সহজ। সংকল্প সাধনের জন্য মন, প্রাণ প্রস্তুত করাও খুব শক্ত নয়। কিন্তু অত বড় কাজে নাবতে হ'লে তো অর্থ চাই। তিনি ছিলেন নিজে গরিব; পরিশ্রম ক'রেই তাঁকে জীবিকা উপার্জ্জন

করতে হ'ত ; দূর সমুদ্রে যাবার মতো জাহাজের বহর তৈরী করা তাঁর সাধ্য ছিল না। তখনকার দিনে কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি দূরদেশে পর্য্যটনে,—যে কোন দিকে একটি বড় কাজ করতে হ'লে দেশের ধনী লোক কিংবা উচ্চ রাজপুরুষদের আশ্রয় নেওয়া দরকার হ'ত।

চল্‌তি কথা আছে,—সময়ে সব হয়,—মানুষের বুদ্ধি খোলে, অনুকূল অবস্থার সমাবেশ হয় ; নতুন নতুন দিকে মানুষের মনের গতিও ছোটে। কলাম্বাসের বেলাও তা হয়েছিল। পৃথিবী যে কত বড় তা জানবার যেন তখন সময় উপস্থিত হয়েছিল। তখন ইউরোপ মধ্যযুগের ঘুম হ'তে সবে মাত্র জাগছিল ; যেমন একদিকে গ্রীস-রোমের সাহিত্য-দর্শনের এক নতুন মনো-জগতের দিকে একদল লোকের দৃষ্টি যাচ্ছিল, তেমনি অন্য দিকে আর একদল লোকের মন পৃথিবীর অজানা দেশের খোঁজে ছু'টে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। ইউরোপের নানা দেশের লোকের এই মনের গতি যেন কলাম্বাসের চিন্তা, চেষ্টা ও সংকল্পকে চালিত করেছিল।

জেনোয়াতে এমন কেউ তখন ছিল না যার কাছে কলাম্বাস সাহায্য পেতে পারতেন। আগেই বলা হয়েছে, তখন নৌ-যাত্রায় পর্ত্তুগালের খুব নাম। জেনোয়া হ'তে গিয়ে অনেক সাহসী, দক্ষ নাবিক যুবরাজ হেন্‌রীর নেতৃত্বে অনেক দেশ আবিষ্কার করেছে ; হেন্‌রীর মৃত্যুর সময় কলাম্বাসের বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। বালক-কাল হ'তে হেন্‌রীর বিপুল চেষ্টার কথা শু'নে শু'নে কলাম্বাসের মন পর্ত্তুগালের দিকে খুব আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই তিনি পর্ত্তুগালে গিয়ে

তাঁর সংকল্প সাধনের উপায় খুঁজবেন এই স্থির ক'রে পর্ত্তুগালের দিকে যাত্রা করলেন।

তখন তাঁর বয়স সাতাশ কি আটাশের বেশী নয়। এই সময়কার একটি গল্প আছে। তিনি একটি বিদেশী জাহাজে চ'ড়ে যখন পর্ত্তুগালে যাচ্ছিলেন, ভিনিসের চারখানি ছোট জাহাজের সঙ্গে তাঁর জাহাজের লড়াই হয়। সে যুদ্ধে কলাম্বাস যোগ দেন। দু'পক্ষের জাহাজ হাত-বোমার আগুনে পু'ড়ে যায়। কলাম্বাস এক খানি কাঠে ভর দিয়ে ভেসে ভেসে পর্ত্তুগালের তীরে গিয়ে পৌঁছেন।

তখন ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ। তাঁর বাপ-মা তখন জেনোয়াতে। এই সময়েই তাঁর ছোট ভাই জিওভ্যানি মারা যায়। পর্ত্তুগালে গিয়ে তিনি দশ বছর ধ'রে চেষ্টা করতে লাগলেন কি ক'রে তাঁর সেই অসাধারণ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করবেন।



পর্ত্তুগালে—কলাম্বাস

কলাম্বাসের তখন পূর্ণ যৌবন। তাঁর চেহারা ছিল খুব সুন্দর। রঙ খুব ফর্সা—তার ওপর একটু লাল আভা খেলত; শরীর দীর্ঘ, বলিষ্ঠ; চোখ দুটি উজ্জ্বল সাদা, চোখের তারা একটু পিঙ্গল; তাঁর চাহনির মধ্যে এক অপূর্ব্ব মহিমা ছিল—যেমন উদার, তেমনি মধুর! মুখের গড়ন ঈষৎ লম্বা ধরণের; গালের হাড় দু'টো একটু উঁচু; নাক দীর্ঘ, উন্নত, অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র। মুখে, কপালে আনন্দের দীপ্তি সর্ব্বদাই লেগে থাকত। চুলগুলি হাল্‌কা সোনালি রঙের ছিল,—কিন্তু নানা চিন্তায়, অভাবে, কষ্টে তাঁর ত্রিশ বছর বয়সেই সব চুল রূপোর মত সাদা হ'য়ে গিয়েছিল।

তিনি আহার বিহারে খুব মিতাচারী ছিলেন; পোষাক-পরিচ্ছদ তাঁর খুব সাদাসিদে ছিল। কথাবার্ত্তায় তিনি সহজেই লোকের মন ভোলাতে পারতেন,—তাঁর কথা বলার ভঙ্গী অত সরল, অত মধুর ছিল: অজানা লোকও তাঁর নির্ম্মল ব্যবহারে মুগ্ধ হ'ত। তাঁর প্রাণভরা ভালবাসায় বাড়ীর সব লোক তাঁর অনুরক্ত ছিল। মেজাজ একটু কড়া হ'লেও তাঁর উদারতা ও বিনয়ে লোকে তা ভুলে যেত। তাঁর মুখ হ'তে কখনও নিন্দা বা গালি বে'র হ'ত না। ধর্ম্মভাব তাঁর খুব গভীর ছিল; ধর্ম্মজীবনের সরল উৎসাহ তাঁর সকল কাজে ফু'টে উঠত।

পর্ত্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন্। সেখানে "অল্-সেইন্ট্‌স্-আশ্রমের" এক গির্জ্জাতে তিনি উপাসনা করতে যেতেন; এই আশ্রমের একটি যুবতীর সহিত এ সময় কলাম্বাসের পরিচয় হয়। তাঁর নাম "ফিলিপা মোনিজ।" আগেই বলা হয়েছে, ইনি যুবরাজ হেন্‌রীর একজন বিখ্যাত নাবিক পেরেষ্ট্রেলোর মেয়ে। কলাম্বাস কিছুদিন পরে এঁকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিছুদিন আগেই পেরেষ্ট্রেলো মারা যান।

বিবাহের কিছুদিন পরে কলাম্বাস স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর শাশুড়ীর কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পেরেষ্ট্রেলোর অনেক বই, নক্‌সা, সমুদ্রযাত্রার বিবরণ পড়তে পান; তা প'ড়ে তখনকার দিনে পর্ত্তুগীজরা যে সব সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেছিল, তার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন।

এ সময়ে তিনি মানচিত্র, নক্‌সা তৈয়ারী ক'রে যা উপার্জ্জন করতেন তা দিয়ে তাঁর নিজের আর ভাইদের পড়ার খরচ তাঁকে চালাতে হ'ত। জেনোয়াতে বুড়ো বাপ ছিলেন, তাঁকেও তাঁর দেখতে হ'ত। পোর্টো শান্তো দ্বীপে তাঁর শ্বশুরের কিছু বিষয় ছিল; সেখানে তিনি গিয়ে কিছুদিন ছিলেন। সে সময় তাঁর ছেলে জেম্‌সের জন্ম হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পর্ত্তুগালে ফি'রে আসেন। তখন দ্বিতীয় জন পর্ত্তুগালের রাজা; ইনি যুবরাজ হেন্‌রীর কাকা। কলাম্বাস তখনকার একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্—'প'ল টস্‌কেনেলী'র কাছে তাঁর অভিপ্রায় জানিয়ে এক পত্র লিখেন। তাতে তিনি

পশ্চিম সমুদ্রপথে গিয়ে ভারতে পৌঁছাবার যে সংকল্প করেছেন—তার কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

টস্‌কেনেলীর বাড়ী ছিল ফ্লোরেন্সে; তখন তাঁর খুব নাম। টস্‌কেনেলী কলাম্বাসকে এই জবাব দিলেন,—"কিছুদিন আগে পর্ত্তুগালের রাজা সমুদ্র-পথে ভারতে পৌঁছাবার নতুন পথের খোঁজ করেছিলেন আমার কাছে। আমি ঐ পথের একটি নক্‌সা দিয়ে রাজাকে দেখিয়ে দিয়েছি কোন দ্বীপ হ'তে যাত্রা সুরু করতে হবে,—বিষুব-রেখা আর উত্তর মেরু হ'তে ওপথ কতদূর দিয়ে কোন কোন দিকে যাবে। আমার ধারণা,—ঐ পথ ধ'রে গেলে ক্যাথে (চীন) দেশের উপকূলে পৌঁছান যাবেই। আমি জিপাঙ্গু (জাপান) দেশের কথাও জানিয়েছি ;—আমার মতে এই দেশ লিস্‌বন থেকে আড়াই হাজার মাইল, চীনদেশ সাড়ে ছয় হাজার মাইল দূরে হবে।"

অমন বড় লোকের কাছ থেকে এই জবাব পেয়ে কলাম্বাসের মনে খুব বল-ভরসা জাগল। তাঁর আশা হ'ল,—হয়ত পর্ত্তুগালের রাজা তাঁর সংকল্প-সাধনে সহায় হবেন।

রাজা-রাজড়াদের কাছ হ'তে কাজ আদায় করা তত সহজ নয়। সাতাশ বছর বয়সের সময় কলাম্বাস পর্ত্তুগালে এসে দশ বৎসর রাজার অনুগ্রহের আশায় কাটান। এর মাঝে তিনি একবার গিনী উপকূলে, আর একবার উত্তর দিকে আইস্‌ল্যাণ্ড্ পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন।

প্রবাদ আছে,—বহু পূর্ব্বে নরওয়ের লোকেরা সমুদ্রপথে

গ্রীনল্যাণ্ড্, নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ডে গিয়েছিল। তাই কতকগুলি লোক বলে,—কলাম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার ক'রে বিশেষ কিছুই নতুন করেন নি। এদের এরূপ ধারণার কোন মূল্য নেই।

যত বড় বড় আবিষ্কার জগতে হয়েছে, সব কিছুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'চারটি ছোট খাটো ঘটনার আবিষ্কার আগেই হ'য়ে থাকে। কিন্তু সে সব ছোট বিষয়ে লোকদের নজর সহজে পড়ে না। যখন কোন বড়লোক নিজ বুদ্ধি ও সাধনার বলে আগেকার বিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও সংস্কারগুলি মিলিয়ে এক নতুন আকার দেন, তখন তার দিকে জগতের দৃষ্টি পড়ে। আট্‌লান্টিক্ মহাসাগরের পরপারে যে অত বড় একটি মহাদেশ ছিল তা কেউ জানত না। কলাম্বাসের সমুদ্রপথ আবিষ্কারের ফলেই ঐ মহাদেশের দিকে ইউরোপের দৃষ্টি যায়।

কলাম্বাস পর্ত্তুগালে এসে অনেক চেষ্টার পরে রাজা দ্বিতীয় জনের সঙ্গে দেখা করেন। রাজার সমুদ্র-যাত্রাতে উৎসাহ ছিল খুব; যুবরাজ হেন্‌রীর প্রভাব তাঁর উপর খুব পড়েছিল। কলাম্বাস রাজাকে বললেন,—"আপনি যদি আমাকে জাহাজ আর লোকজন দিয়ে সাহায্য করেন আমি পশ্চিম সমুদ্র-পথে সহজেই চীন, জাপান প্রভৃতি সেই সব পূব দেশে পৌঁছতে পারব; সেখানকার খুব বড় সম্রাট্—যাঁকে "গ্রাণ্ড খাঁ" বলে সবাই জানে,—তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'তে পারবে।" টস্‌কেনেলী তাঁকে যে চিঠি দিয়েছেন তার কথাও তিনি রাজাকে বললেন।

রাজা খুব মনোযোগ দিয়ে কলাম্বাসের কথা শুনলেন। তাঁর সভায় যে সব পণ্ডিত লোক ছিলেন তাঁদের আদেশ দিলেন

কলাম্বাসের প্রস্তাবটি পরীক্ষা করতে ; তাঁরা সবাই ব'লে উঠলেন,—"এ প্রস্তাবের মূলে কেবল কলাম্বাসের কল্পনা—আর অনুমান। এ কোন দিন কার্য্যে পরিণত হবে না—হ'তেও পারে না।"

রাজা কিন্তু এদের এই কথায় সায় দিলেন না। তাঁর রাজ্যের বড় বড় বিজ্ঞ লোকদের আর এক বৈঠক ডাকালেন। সেখানেও কলাম্বাসের প্রস্তাব উপেক্ষিত হ'ল। রাজা কিন্তু এতেও খুসি হ'লেন না।

এই বৈঠকে একজন খুব ধূর্ত্ত পাদরী ছিল,—নাম "ক্যাজাদিলা"। সে রাজার কানে কানে বলল,—"কলাম্বাসের নক্‌সা, পুঁথিপত্র—যা সে সংগ্রহ করেছে, তা আমরা পরীক্ষা করব ব'লে প্রথম চেয়ে নিই ; তার পর আমরা গোপনে কলাম্বাসের নির্দ্দিষ্ট পথে জাহাজ পাঠিয়ে ঐ সব দেশ যদি নিজেরা বে'র করতে পারি, তা হ'লে আবিষ্কারের সব নাম, সুযোগ, সুবিধা আমাদেরই তো হবে ; কলাম্বাসের মতো একজন বিদেশীকে তখন তার অংশ দিতে হবে না।"

রাজার মতিভ্রম হয়েছিল। তাই তিনি এই নীচ মতলবে সায় দিলেন। কলাম্বাসের প্রস্তাবের যোগ্যতা পরীক্ষা করার ছলনা ক'রে তাঁর মানচিত্র, নক্‌সা, বই প্রভৃতি যা যা ছিল, সব চেয়ে নেওয়া হ'ল ; ক্যাজাদিলার পরামর্শ শু'নে রাজা গোপনে গোপনে পশ্চিম সমুদ্রে জাহাজ পাঠালেন। ঐ জাহাজ আট্‌লান্টিক্ মহাসাগরের মাঝে কিছুদূর গিয়ে, অজানা সমুদ্রে ঝড়, বাদলার চোটে এগোতে না পেরে, দেশে ফি'রে আসতে বাধ্য হ'ল। তখন রাজার এই হীন চেষ্টার কথা দেশময় জানাজানি হ'য়ে যায়।

এই ব্যাপারের খবর যখন কলাম্বাসের কানে পৌঁছল, তখন রাগে, ঘৃণায় আর অভিমানে তিনি বিচলিত হ'য়ে স্পেনে চ'লে যাবেন ঠিক করলেন। তখন তাঁর ছেলে জেমসের বয়স মাত্র সাত বছর; তাঁর স্ত্রীও তখন পরলোকে।

তাঁর স্ত্রীর এক বোন ছিল, সে থাকত তার স্বামীর কাছে,—পর্ত্তুগাল রাজ্যের সীমায় স্পেন দেশের দক্ষিণ উপকূলে এক পাড়াগাঁয়ে। শিশু ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে কলাম্বাস ওখানে গিয়ে দেখেন ওরা কিছুদিন আগেই ও জায়গা ছেড়ে চ'লে গেছে। ঐ গ্রামের নিকটে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের "লা র‍্যাবিদা" নামে এক মঠ ছিল। শিক্ষার জন্য তিনি ছেলেটিকে ওদের হাতে দিলেন। কথাবার্ত্তায় সন্ন্যাসীরা কলাম্বাসের সংকল্পের কথা জানতে পেরে তাদের মঠের মার্চ্চেনা নামে একজন বুড়ো সন্ন্যাসীকে জানায়। তাঁর মন ছিল উদার; অন্যান্য সন্ন্যাসীর মতো কুসংস্কারে ভরা ছিল না। তিনি কলাম্বাসকে খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন,—"তোমার এই যে সংকল্প, এতে ইহ জগতের লাভ তো হবেই; যদি ওসব নতুন দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করতে পারো, তবে অসংখ্য লোকের মুক্তির উপায়ও হয়ে যাবে।"

তখন কলাম্বাসের বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি;—এত নিরাশা ও দুঃখের মধ্যে ঐ মঠের সন্ন্যাসীদের প্রীতিময় ব্যবহারে তিনি সব ভুলে গেলেন। তিনি তাঁর ছেলে জেম্‌স্‌কে ঐ আশ্রমে রেখে স্পেনের রাজার সঙ্গে দেখা করতে চললেন।

৪

রাণী ইসাবেলা

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলাম্বাস স্পেনে আসেন। তখন স্পেন রাজ্যের ভারি বিপদ। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমাংশে এক মুসলমান জাতি বাস করে; তাদের মূর বলা হয়। এই মূরেরা এসে স্পেন রাজ্য অনেক দিন থেকে দখল ক'রে বসেছিল; স্পানিয়ার্ডরা মূরদের সঙ্গে লড়াই ক'রে তাদের স্পেনের দক্ষিণাংশে তাড়িয়ে দেয়। মূরেরা ওখানে গ্রানাডা নগরে তাদের রাজধানী বসায়। এই স্থান থেকেও মূরদের তাড়িয়ে দেবার জন্য তখন স্পেন দেশের লোকেরা প্রাণপণ লড়ছিল।

স্পেনের রাজা ছিলেন ফার্দ্দিনান্দ্; রাণীর নাম ইসাবেলা। এই দু'জনের বিবাহের পরে স্পেনের অধিকাংশ স্থান এঁদের অধিকারে আসে।

মূরদের সঙ্গে লড়াই করতে সুবিধা হবে মনে ক'রে ফার্দ্দিনান্দ্ স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ্ ছেড়ে কর্ডোভা নগরে আসেন, যেখানে মূরদের সঙ্গে লড়াই হচ্ছিল তার অনেকটা কাছে। সে সময় সবাই যুদ্ধের জন্য বিব্রত; রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে; রাণীও রাজার শিবিরে যাতায়াত করছেন। তখন তাঁদের সঙ্গে কলাম্বাসের দেখা করা সম্ভব ছিল না।



Rischgitz Collection

স্পেনের রাণী ইসাবেলা

rom the original in the National Gallery Madrid.

রাণী ইসাবেলা তখন মধ্য বয়সে পড়েছেন। তাঁর সরল, উন্নত দেহ, প্রশান্ত মুখশ্রী ও সৌম্য দৃষ্টি তাঁর মনের দৃঢ়তা, দুরদর্শিতা ও উদারতার পরিচয় দিত। রাজাও ধীরতায়, সাহসে ইসাবেলার যোগ্য স্বামী ছিলেন।

কলাম্বাস রাজা ও রাণীর সহিত তখন দেখা করতে না পেরে ব'সে থাকলেন না। তিনি ওদেশের বড় বড় লোকদের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর সংকল্পের কথা সবাইকে জানাতে লাগলেন। দিনের পর দিন যত বেশী লোকের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা হ'তে লাগল, অনেকেই তাঁর সরল, মধুর ব্যবহারে, তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তায় তাঁর প্রতি অনুরাগ দেখাতে লাগল। এই সময়ে রাজবাড়ীর শিক্ষক আলেক-জেন্দার জিরাল্‌ডিনীর সহিত তাঁর আলাপ হয়। এঁরি সাহায্যে টোলিডো নগরীর প্রধান পাদরী কার্ডিনাল্‌ মেণ্ডোজার সঙ্গে তিনি দেখা করেন। কার্ডিনাল্‌ রাজসভার একজন প্রধান লোক ছিলেন; রাণীর উপর তাঁর খুব প্রভাব ছিল। তাঁর অনুগ্রহে কলাম্বাস রাজা ও রাণীর সঙ্গে দেখা করেন।

কলাম্বাস রাজা ও রাণীর কাছে উপস্থিত হ'য়ে খুব ধীর, স্থির ভাবে তাঁর সংকল্পের কথা বললেন। তখন তাঁর মনে হচ্ছিল যেন কোনও অলৌকিক শক্তি তাঁর প্রাণে নতুন বল, নতুন প্রেরণা জাগাচ্ছিল! তাঁরা কলাম্বাসের কথা মনোযোগ দিয়ে শু'নে আদেশ দিলেন,—রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের এক বৈঠক ডাকা হোক, সেখানে কলাম্বাসের প্রস্তাব পরীক্ষা করা হবে। কলাম্বাসের কথা শু'নে রাণীর ধারণা হয়েছিল,—"কলাম্বাসের

সংকল্প অতি সুন্দর ; উহা ফলিয়ে তুলতে পারলে স্পেন রাজ্যের অনেক উপকার হবে।”

বৈঠক বসল। কলাম্বাস সেখানে উপস্থিত। নানা পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করলেন। তা নিয়ে খুব তর্কের ঝড় চলতে লাগল। কলাম্বাস চুপ ক’রে সব বাদ-প্রতিবাদ শু’নে সবার সামনে দাঁড়িয়ে খুব সরল, নির্ভীক মনে তাঁর কথা বললেন। প্রতিকূল যে সব মত প্রকাশ করা হয়েছিল তিনি খুব সাহসের সহিত তারও জবাব দিলেন। তাঁর প্রতিভা-দীপ্ত মূর্ত্তি, ওজস্বী বাক্‌ভঙ্গী, মধুর বিনয়, সরল ব্যবহার, শান্ত দৃষ্টি—সব কিছুর মধ্যে এমন ঐকান্তিকতা, ধর্ম্মানুরাগ ফু’টে উঠছিল যে উপস্থিত পণ্ডিতদের কেহ কেহ তাঁর যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হ’লেন।

কিন্তু অধিকাংশ লোক ছিল খুব গোঁড়া ও অন্ধবিশ্বাসী। তারা কলাম্বাসের বিপক্ষে উ’ঠে প’ড়ে লাগল। তাদের জ্ঞান পুরানো পুঁথির পাতা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জীর্ণ সংস্কারের বাহিরে যে’ত না। কাজেই সে পণ্ডিত সভার মত কলাম্বাসের অনুকূল হ’ল না।

যখন এই সভার মত সবাই জানতে পারল, কলাম্বাসকে পাগল ব’লে তখন সবাই বিদ্রূপ করতে লাগল। তিনি রাস্তায় বে’র হলে ছেলেরা দলে দলে তাঁর পিছু পিছু ছু’টে তাঁকে ঠাট্টা করত।

এই সময় কলাম্বাসের একজন বন্ধু জুটে। ইনি স্যালামান্‌কা সহরের সাঁ ইষ্টিভান্‌ মঠের অধ্যক্ষ,—জেম্‌স্‌ দি দেজা। তিনি কলাম্বাসকে তাঁর মঠে নিয়ে যান। সেখানে বহু পণ্ডিত লোকের সাথে তাঁর পরিচয় হয়।

১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কলাম্বাস রাণীর সঙ্গে দেখা করতে কর্ডোভায় গিয়েছিলেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে আরেনা পরিবারের পরিচয় হয়। কিছুদিন পরেই এই পরিবারের এক মেয়ে বিয়াট্রীস্ আরেনার সঙ্গে কলাম্বাসের বিবাহ হ'য়ে যায়।

এই কয় বছর রাজা ও রাণীর অনুগ্রহ পাবার আশায় কলাম্বাস ঘু'রে বেড়াচ্ছিলেন; কিন্তু কার্য্যত কিছুই হ'য়ে উঠে নি। তিনি তাঁর ভাই বার্থোলোমিউকে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরীর কাছে পাঠিয়েছিলেন,—সেখানে কলাম্বাসের সমুদ্রযাত্রার কিছু সুবিধা হয় কিনা দেখতে। হেনরী খুব বিষয়ী লোক ছিলেন; তিনি অত টাকা পয়সা খরচ ক'রে অনির্দ্দিষ্ট পথে জাহাজ পাঠাতে নারাজ হ'লেন। তার পর বার্থোলোমিউকে ফরাসী দেশে পাঠানো হ'ল, সেখানেও কলাম্বাসের প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়।

এই কয়েক বৎসরের এত চেষ্টাতেও কোন ফল হ'ল না। সব জায়গায় বিফল হ'য়ে তাঁর মন একেবারে বিগড়ে গেল। ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ও রাণী যখন মূরদের রাজধানী আক্রমণ করতে যাচ্ছেন, সে সময় কলাম্বাস রাজা ও রাণীর কাছে শেষ জবাব চাইলেন। তাঁদের আদেশে আবার এক বৈঠক বসল; তাতেও কোন ফল হ'ল না।

কলাম্বাস মনে করলেন,—স্পেন দেশ ছেড়ে ফরাসী দেশে গিয়ে তাঁর ভায়ের সঙ্গে মিলবেন। ছ'জনে মি'লে আর একবার ওদেশে চেষ্টা করা যাবে। এই ঠিক ক'রে যাবার পথে তিনি র‍্যাবিদা মঠে গেলেন, তাঁর ছেলে জেম্স্‌কে দেখতে। মঠের অধ্যক্ষ জুয়ান্

পেরেজ্ আগেই মঠের সন্ন্যাসীদের মুখে কলাম্বাসের কথা শুনেছিলেন। সাত বছর পরে কলাম্বাসকে নিরাশ হ'য়ে ফিরতে দেখে তাঁর মনে বড় দুঃখ হ'ল। তিনি রাণী ইসাবেলার গুরু ছিলেন; রাণী তাঁর কথা শুনতেন। তিনি রাণীর নিকট খুব জোরাল ভাষায় কলাম্বাসের বিষয়ে একখানি চিঠি লিখলেন; তার মর্ম্ম এই:— "তোমার রাজ্যের নতুন সম্মান ও গৌরবের সুযোগ এসেছে। কলাম্বাসকে উপেক্ষা ক'রে সে সুযোগ হারিও না। তুমি নতুন নতুন কত সাহসের কাজে অকাতরে অর্থব্যয় করছ,—কলাম্বাসের এই সামান্য ব্যাপার,—যাতে দু'খানি জাহাজ আর হাজার ত্রিশ মুদ্রা লাগতে পারে,—এই সামান্য বিষয়ে কেন তুমি নজর দিচ্ছ না বুঝতে পাচ্ছি না; এ আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকছে। কলাম্বাসের সংকল্প সফল হ'লে স্পেনের নাম খুব তো হবেই,—তা ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম্মের আলো যে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে।"

'রাণী তখন যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার সঙ্গে মূরদের রাজধানী গ্রানাডা নগরীর অবরোধে উপস্থিত ছিলেন। চিঠি পেয়েই তিনি সাধু পেরেজ্‌কে ডেকে পাঠালেন,—কলাম্বাসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার জন্য। সাধু পেরেজ্ একটি খচ্চরের পিঠে চ'ড়ে দুর্গম বন, পাহাড়ের ভিতর দিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য ক'রে রাণীর কাছে এলেন। রাণী সব কথা খুব আগ্রহে শু'নে বললেন,—"কলাম্বাসের প্রস্তাব আমার প্রথম থেকেই খুব ভালো লেগেছে। যদি স্পেনের রাজকোষ হ'তে টাকা না জুটে, আমি আমার গয়না, জহরত সব বেচে কলাম্বাসের উপায় ক'রে দেবো। যুদ্ধের হাঙ্গামাতে এতদিন

কিছুই করা যায় নি।” রাণী কলাম্বাসকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলেন, যাতে একটি খচ্চর আর ভাল পোষাক কি’নে কলাম্বাস শীঘ্র এসে রাজার কাছে পৌঁছতে পারেন। কলাম্বাস ফরাসী রাজ্যে না গিয়ে আবার রাজা-রাণীর দরবারে চললেন।

সতের বছরের এত চেষ্টার পর এই অনুগ্রহ পেয়ে উৎসাহে কলাম্বাসের বুক যেন ভ’রে গেল। রাণী কলাম্বাসকে জিজ্ঞাসা করলেন,—“তুমি কি কি সর্ত্তে পশ্চিম মুখে যাত্রা করতে চাও?” কলাম্বাস বললেন,—“যে নৌবহর আমায় দেওয়া হবে, তার ওপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকবে আমার; যে সব নতুন দেশ আবিষ্কৃত হবে, সে সব স্পেনরাজের প্রতিনিধি হ’য়ে আমি শাসন করব; ওদেশ থেকে যা আয় হবে, তার দশমাংশ আমি রেখে বাকী সব রাজকোষে দেব।”

রাণীর কল্পনা-শক্তি ছিল খুব প্রখর;—তাঁর দূরদৃষ্টিও কিছু কম ছিল না। তিনি ভাবলেন,—“কলাম্বাস যা চাচ্ছে ও তেমন বেশী কিছু নয়। কলাম্বাসের সংকল্প সফল হ’লে স্পেন রাজ্য সব চেয়ে বড় হ’য়ে দাঁড়াবে; তার জন্য কলাম্বাস সামান্য পুরস্কার চাইছেন বইত নয়।” তিনি ব’লে পাঠালেন,—“গ্রানাডা নগরীটি দখল হয়ে যাক্; তখন কলাম্বাসের প্রস্তাব মত কাজ করা যাবে।”

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস। তখন গ্রানাডা স্পেনের অধিকারে এল। রাণী তখন কলাম্বাসের প্রস্তাব রাজদরবারে উঠালেন। রাজকর্ম্মচারীরা ব’লে উঠল,—“কলাম্বাসের সর্ত্তগুলো নিতান্ত অসঙ্গত,—ও আলোচনার যোগ্যই নয়।”

রাজসভার এই মত শু'নে কলাম্বাস খুব ব্যথা পেলেন বটে, কিন্তু তিনি তার জন্য কারো ওপর দোষ দিলেন না। এই সতের বছর ধ'রে কত নিন্দা, কত উপহাস, কত নৈরাশ্য তিনি সহ্য ক'রে এসেছেন! তাঁর ধীরতা, সহিষ্ণুতার সীমা ছিল না। তিনি স্পেন রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাবেন, ঠিক করলেন।

তিনি নিজে খুব গরিব ছিলেন। একটি খচ্চরের পিঠে চ'ড়ে তিনি ধীরে ধীরে চলেছেন,—সেই পাহাড় বনের ভেতর দিয়ে একা একা,—'শান্তা ফী' নগর হ'তে কর্ডোভার দিকে। পথে গ্রানাডা সহর পড়ে। কয়েক বছর আগে তিনি কত আশা, ভরসা নিয়ে রাণীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তখন কত নতুন নতুন রাজ্যের স্বপ্ন তাঁর প্রাণের ভেতর ঝিলিক মেরে যাচ্ছিল,—আর আজ দারিদ্র্য, নিরাশার ভারে পীড়িত হ'য়ে তিনি সে দেশ থেকে বিদায় নিচ্ছেন! তাঁর হৃদয়, মন সে সময় এক অজানা বেদনায় ভ'রে উঠছিল।

তিনি গ্রানাডার ৬ মাইল দূরে একটি ছোট পুল পার হচ্ছিলেন। এমন সময় একটি ঘোড়-সওয়ার পিছু হ'তে ছু'টে এসে তাঁকে রাণীর এক পরওয়ানা দিয়ে বলল,—"রাণীর হুকুম, আপনাকে তাঁর কাছে যেতে হবে এখনি।"

রাণী ইসাবেলা রাজসভার প্রতিকূল মত শু'নেই ঠিক করেছিলেন,—"এই অসাধারণ লোকটির জীবনের সাধনা আমি ব্যর্থ হ'তে দেবো না।" তাই তিনি কলাম্বাসকে ডেকে এনে ব'লে দিলেন,—"তোমার কাজ এবার হবেই হবে।" তা শু'নে কলাম্বাস অনেকটা স্থির হ'লেন। রাণীর ওপর কলাম্বাসের যেমন ভক্তি

ছিল, কলাম্বাসের ওপরেও রাণীর তেমন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল।

রাণীর গয়নাপত্র কিছুই বিক্রী করতে হ'ল না। তিনি ধার ক'রে টাকা তুললেন। তাঁর মনের দৃঢ়তা এত ছিল, তিনি যা স্থির করতেন, তা তৎক্ষণাৎ ক'রে ফেলতেন। ১৪৯২ খ্রীঃ ১৭ই এপ্রিল কলম্বাসের সর্ত্তমতে সব বন্দোবস্ত ঠিক হ'ল।

কলাম্বাস প্যালো বন্দর হ'তে যাত্রা করবেন। সে বন্দরের লোকেরা কলাম্বাসের জন্য দুখানি জাহাজ দেবে,—এই অদেশ হ'ল।

এ সময় কলাম্বাসের দ্বিতীয় ছেলের জন্ম হয়। স্পেন রাজার নামে তার নাম দেওয়া হ'ল—ফার্দ্দিনান্দ্। এ ছেলে তার মার কাছেই রইল। বড় ছেলে জেম্‌স্ যুবরাজ জনের অনুচর হ'য়ে রইল। কলাম্বাস অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে চললেন—পশ্চিম মুখে—আটলান্টিক্ মহাসাগরের অজানা পরপারের দিকে।



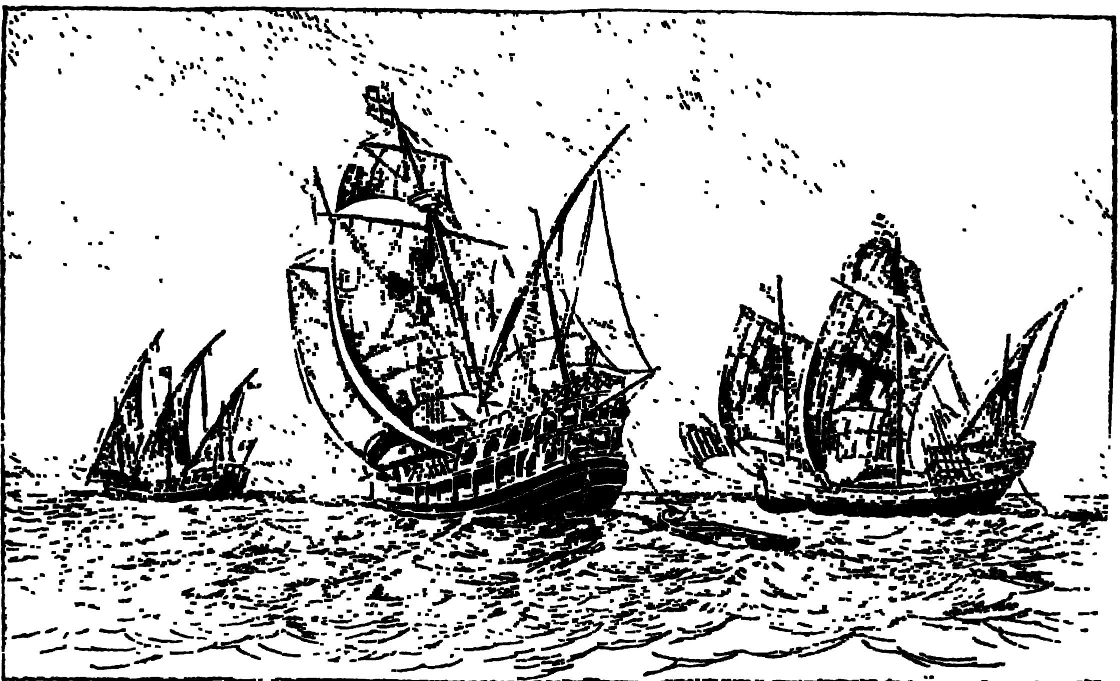
প্রথম যাত্রা—পশ্চিম মুখে

কলম্বাসের জন্য তিনখানি জাহাজের বহর তৈরী হ'ল। জাহাজ তিনটির নাম সান্তা মেরিয়া, পিণ্টা, আর নিনা।

সান্তা মেরিয়া সব চেয়ে বড়; উহাতে প্রায় সাতাশ শো মণ বোঝাই ধরত। উহার গড়ন সেকেলে,—পেছনের দিকটি বেজায় বড়, আর খুব উঁচু, দেখতে এদেশের খুব বড় ভাউলিয়া নৌকার মতো। খুব বড় বড় পাল তিনটি লম্বা মাস্তুলের গায়ে রশি দিয়ে খাটানো। জাহাজের পেছন দিকটাতে খালাসীদের জন্য ছোট ছোট কুটরী, সামনের দিকে জাহাজের কর্ম্মচারীদের ঘর,—সবি কাঠের তৈরী।

খুব প্রাচীন, বিচক্ষণ নাবিক না হ'লে এমন জাহাজ নিয়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূল দিয়েও বেড়াতে কেউ সাহস করত না;—আর আট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগরের পাহাড়ের মতো বড় বড় ঢেউ কেটে ওজাহাজ নিয়ে পাড়ি দিতে যাওয়া কত বড় দুঃসাহসের কাজ, আমরা ধারণাই করতে পারি না।

আকারে পিণ্টা সান্তা মেরিয়ার প্রায় আধাআধি হবে। এলোন্‌ঝো পিন্‌ঝন্ ছিলেন এই জাহাজের কাপ্তান। এই জাহাজের সব সাজ সরঞ্জামের খরচ কলাম্বাস নিজে দিয়েছিলেন।



কলম্বাসের জাহাজ—সান্টা মেরিয়া, পিন্টা ও নিনা

From Moore's "Columbus," by permission of the Houghton Mifflin Co.

নিনা জাহাজটি সব চেয়ে ছোট। ওতে হাজার মণের বেশী বোঝাই ধরত না। খুব ছোট হ'লেও জাহাজখানি কলাম্বাসের সব চেয়ে বেশী কাজে লেগেছিল।

এই তিন জাহাজে মাঝি-মাল্লা, কাপ্তান নিয়ে সব সুদ্ধ ৮৮ জন লোক ছিল। এদের একজন ছিল ইংরেজ, একজন ছিল আইরিশ। সবাই কিন্তু জাহাজের কাজে পাকা ছিল। যে সব লোক পশ্চিম সমুদ্রে প্রথম পাড়ি দিয়েছিল, তাদের সকলের নামের তালিকা এখনও রয়েছে।

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট এই তিনটি জাহাজের লোকজন প্যালো বন্দরে সেণ্ট্ জর্জ্জ গির্জ্জাতে উপাসনা করল। সবাই সাধু পেরেজের আশীষ মাথায় ক'রে নিয়ে ঐ দিনই পাড়ি দিলে।

কলাম্বাস প্রথমে কেনেরী দ্বীপে পৌঁছেন। অতদূর পর্য্যন্ত সমুদ্র-পথ তখনকার দিনে লোকের জানা ছিল। ওখান হ'তে গ্রাণ্ড কেনেরী দ্বীপে পৌঁছে পিণ্টা জাহাজের হাল বিগড়ে গেল। সেখানে জাহাজটি সারিয়ে টেনারীফ্ অন্তরীপের পশ্চিমে গোমেরা দ্বীপে তাঁরা পৌঁছলেন। ওখানে খাদ্য ও জল সংগ্রহ করতে চার দিন কেটে যায়। তার পর অজানা পশ্চিম মুখে যাত্রা সুরু হ'ল।

এই তিন জাহাজের মাঝি-মাল্লা, নাবিক সব বাছাই করা লোক,—এক একজন জীবনের বহু বছর সমুদ্রে কাটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ৯ই সেপ্টেম্বর যখন তারা অজানার অন্ধকারে পাড়ি দিচ্ছিল, অনেকেরই বুক তখন কাঁপছিল। কলাম্বাসের ধারণা ছিল, জাপান প্রায় দু'হাজার মাইল পশ্চিমে; কিন্তু যদি তিনি জানতেন

জাপান প্রায় বারো হাজার মাইল দূরে, তা হ'লে ওরূপ ছোট জাহাজ নিয়ে তিনিও পশ্চিমমুখে পাড়ি দিতে সাহস করতেন কিনা সন্দেহ।

তখনকার দিনে অমন দূর সমুদ্রযাত্রার অসুবিধা ছিল কত! আজকাল যেমন বরফের ভিতর ক'রে, কিম্বা টিনের কৌটাতে পূরে নানা রকম খাবার জিনিষ অনেক দিন রাখা যায়, তখনকার দিনে লোকেরা এ সব উপায় জানতো না। বড় বড় কাঠের পিপাতে পূরে লোণা মাছ, আর শূয়োরের মাংস রাখা হ'ত। ও সব বেশী দিন থাকত না। সে মাছ মাংস অনেক দিন খেলে নানা অসুখ দেখা দিত। সমুদ্রের মাঝে মিঠাজল ফুরিয়ে গেলে লোকদের মিঠাজল পাওয়া অসম্ভব হ'ত। দৈবাৎ বৃষ্টি হ'লে বৃষ্টির জল ভিজা পাল বেয়ে যা পড়ত, তা সংগ্রহ ক'রে রাখা হ'ত; তা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না। তার ওপর কত আজগুবি কথায় তখনকার দিনে লোকেরা বিশ্বাস করত। অনেক পণ্ডিত লোকেরও ধারণা ছিল,—পৃথিবী যখন গোলাকার, সমুদ্রের পিঠও ত গোলাকার হবে; বাতাসের ঠেলায় না হয় সমুদ্রের কুঁজের ওপর ওঠা গেল; কিন্তু কুঁজের ঢালু দিকে নামবার বেলাতে যে জাহাজ ডিগ্‌বাজী খাবে! এ সব অদ্ভুত গল্প শু'নে দূর সমুদ্রে পাড়ি দিতে কেহ চাইত না।

দিনের পর দিন কতদূর অগ্রসর হচ্ছেন, কলাম্বাস তার একটা হিসাব নিজে রাখতেন। তাঁর লোকদের জন্য আর একটা হিসাব রাখতেন, তাতে দূরতার মাপ খুব কম ক'রেই দেখানো হ'ত যেন লোকদের মনে কোন ভয় না জাগতে পারে।



জমি! জমি! জমি!

কলম্বাস জাহাজের ঘর থেকে শুনলেন যে জমি দেখা গিয়েছে

From the engraving by T. J. Gullick.

১৩ই সেপ্টেম্বর কলাম্বাস বাণিজ্যবায়ুমণ্ডলে গিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর জাহাজ দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে সোজাসুজি চলতে লাগল। তাতেও কিন্তু তাঁর লোকেদের মনে ভয় হ'ল ফিরবার পথে উল্‌টা হাওয়া ঠেলে কি ক'রে দেশে আসা সম্ভব হবে!

জাহাজ খুব জোরেই দিনের পর দিন এগিয়ে চলতে লাগল। সমুদ্রের এমন এক জায়গায় গিয়ে জাহাজ পৌঁছল, যেখানে কোনও স্রোত নেই—রাশি রাশি সমুদ্রের ঘাস ভাসছে।

প্রায় তিন সপ্তাহ পরে পিণ্টা জাহাজের একটি লোক এক সন্ধ্যাবেলা চেঁচিয়ে ব'লে উঠল,—

"জমি! জমি! ঐ ত জমি দেখা যাচ্ছে! প্রথম নতুন দেশ দেখার পুরস্কার আমিই পাবো!"

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জমির মতো একটা কিছু যেন দেখা যাচ্ছিল। কলাম্বাস ওখবর শু'নে লোকজন নিয়ে হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের উপাসনা করলেন। সারা রাত সে দিকে জাহাজ চালানো হ'ল। ভোরের আলোয় দেখা গেল, দেশ কোথাও নাই—যতদূর দৃষ্টি যায় অকূল, অতল সমুদ্র! ঢেউএর পর ঢেউ দিগ্ দিগন্তে গড়িয়ে যাচ্ছে! সবাই তখন বুঝতে পারল,—সন্ধ্যার আকাশে দিগন্তের মেঘগুলোই হয়ত দেশের মতো দেখাচ্ছিল!

হঠাৎ নিরাশ হ'য়ে জাহাজের লোকগুলো বিদ্রোহী হ'য়ে ব'লে বসল, তারা আর পশ্চিম মুখে এগোবে না। তিনি সবাইকে পুরস্কার দেবেন ব'লে নানা মিষ্টি কথায় তাদের ঠাণ্ডা করলেন।

৭ই অক্টোবর সকলের বিশ্বাস হ'ল,—তারা যেন কোনও দেশের

কাছে এসে পৌঁছেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে, অনেক পাখী এসে জাহাজের চার ধারে উ'ড়ে বেড়াচ্ছে, সবুজ টাট্‌কা ঘাস জলে ভেসে আসছে। ১০ই অক্টোবর সন্ধ্যায় যখন সমুদ্রে সূর্য্য ডু'বে গেল, আর নতুন দেশের কোন চিহ্ন মিলল না, তখন জাহাজের মাঝিমাল্লা সব একজোট হ'য়ে ব'লে বসল,—"জাহাজ ফিরায়ে চালাও, পশ্চিম মুখে আমরা এক পাও আর এগোবো না।"

এবার কলাম্বাস তাদের যতই মিষ্টি কথায় বোঝাতে চাইলেন, তারা ততই ক্ষেপে উঠ্‌ছিল! কলাম্বাস তখন সুর বদ্‌লালেন। তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন,—"ফিরে যাবে কোথা? রাণীর আদেশে ভারতবর্ষ খুঁজবার জন্য বেরিয়েছ, নতুন দেশের খোঁজ না ক'রে স্পেনে ফিরলে কারো মাথা রাখবো না।" স্পেনে ফিরলে সবাইকে বিপদে পড়তে হবে, এই ভয়ে তারা এবারও চুপ করে রইল।

সান্তা মেরিয়া জাহাজখানি খুব বড় ছিল বটে, কিন্তু বড্ড ধীরে চলত; উহা এতই পিছিয়ে পড়ত যে আর দু'টি জাহাজকে দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে হ'ত। কলাম্বাস নিয়ম করেছিলেন —রাতের বেলায় জাহাজ তিনটি কাছাকাছি থাকবে।

১১ই অক্টোবর রাত্রে কলাম্বাস তাঁর জাহাজের উঁচু লেজের দিকটাতে উ'ঠে একটী আলো দেখতে পেলেন,—দূরে—অনেক দূরে—দিঙ্‌মণ্ডলের কাছে; আলোটি এদিক সেদিক নড়ছিল। তিনি জেমস্ আরেনাকে ওআলো দেখালেন; আর জাহাজগুলি ঐ আলোর দিকে চালাতে আদেশ দিলেন।

পিণ্টা জাহাজখানি খুব জোরে এগিয়ে চলল। পরদিন শেষ



পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

রাত্রে দু'টোয় সময় এই জাহাজ থেকে রোডারিগো ট্রায়েনা চাঁদের আলোয় নতুন দেশ স্পষ্ট দেখতে পেলে। তখন আনন্দে তোপের আওয়াজ করা হ'ল।

রাণী ইসাবেলার হুকুম ছিল,—যে লোক প্রথম নতুন দেশ দেখতে পাবে, তাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। দেশে ফেরার পর এই লোকটি পুরস্কারের দাবী করল; কিন্তু কলাম্বাস প্রথমে ওদেশের আলো দেখেছেন ব'লে তাঁকেই পুরস্কার দেওয়া হয়। ট্রায়েনা তাতে খুব রেগে যায়; সে খ্রীষ্টধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হয়। পুরস্কারের টাকা পেয়ে কিন্তু কলাম্বাসের অনেক অভাব ঘু'চে গিয়েছিল। তিনি তা দিয়ে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের কিছু ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন।

নতুন দেশে পৌঁছতে পেরে কলাম্বাসের আনন্দ দেখে কে? কত কথা তাঁর মনে জাগতে লাগল! আলো দেখে তাঁর মনে হচ্ছিল,—এদেশে নিশ্চয়ই লোক রয়েছে; ওদেশের হাওয়ার সঙ্গে কি এক সুগন্ধও নাকি তাঁর নাকে এসে লাগ্‌ছিল। এ নতুন দেশের লোক কি সুন্দর, সভ্য হবে, না অসভ্য জানোয়ারের মতো হবে? ভারত সাগরের কোন দ্বীপে এসে তিনি পৌঁছেছেন না জিপাঙ্গু (জাপান) দেশে এসেছেন, এ সব কথা তাঁর মনে তোলপাড় করছিল!

ভোরের আলোতে জাহাজ ডাঙ্গার একটু দূরে নোঙ্গর করল। তখন স্পষ্ট দেখা গেল তাঁরা একটি দ্বীপের নিকট পৌঁছেছেন। জমি খুব সমতল, সবুজ ঘাসে ঢাকা; সুন্দর সুন্দর গাছের ঝোপ

এখানে ওখানে রয়েছে। অনেক লোক তীরে জড় হয়েছে,—সবাই লেংটা, তাদের শরীরের রঙ তাম্রবর্ণ, দাড়ি গোঁফ নেই, চুল মোটা, কোঁকড়ান নয়, কানের ওপর দিয়ে ছাঁটা; পিছনের চুলের গোছা কাঁধের ওপর ঝোলান, সারা গায়ে নানা রঙের ছবি আঁকা; কপাল উঁচু, চোখ উজ্জ্বল, সুন্দর; শরীরের গড়ন মাঝারি রকমের। সে-দিনকার লোকদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ও ছিল,—সেও তার সঙ্গীদের মতো লেংটা। দেখতে কিন্তু সে ভারি সুন্দর ছিল! লোকগুলোও দেখতে খুব শান্ত ও নিরীহ। তাদের অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে ছিল কাঠের তৈরী বর্শা,—ওগুলোর আগাতে এক টুকরা ধারাল পাথর বা মাছের কাঁটা লাগানো।

অতবড় জাহাজ তারা কখনো দেখেনি। ভোরের আলোতে হঠাৎ অত বড় বড় তিনখানি জাহাজ দেখতে পেয়ে তারা অবাক্ হ'য়ে গেল। জাহাজের বড় বড় পালগুলি হাওয়াতে নড়ছিল—তাতে তাদের ধারণা হ'ল, জাহাজগুলি এক একটি বড় দৈত্য—সমুদ্রের ভেতর থেকে হুস্ হুস্ করে বেরিয়ে পড়েছে! যখন জাহাজ থেকে কতগুলি লোক ডাঙ্গায় উ'ঠে তাদের কোনও উৎপাত করলে না, তখন তাদের ভয় চ'লে গেল। তারা নাবিকদের কাছে এসে কেহ তাদের পোষাক, কেহ দাড়ি, কেহ গায়ের উজ্জ্বল সাদা চামড়া, কেহ ঝক্‌ঝকে তলোয়ার, কেহ বন্দুক ধ'রে ধ'রে দেখতে লাগল। তখন তাদের ধারণা হ'ল অমন সুন্দর সুন্দর মানুষগুলো পালের বড় বড় পাখা দিয়ে নীল আকাশ থেকে জাহাজসুদ্ধো নেমে এসেছে!



কলম্বাস গুয়ানাহানিতে প্রথম নেমেছেন

দ্বীপে নেমেই কলাম্বাস হাঁটু পেতে ব'সে মাটিতে চুমো দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করলেন। তাঁর সঙ্গীদেরও আনন্দের সীমা ছিল না। তার পর কলাম্বাস উপাসনা হ'তে উ'ঠে খাপ থেকে তলোয়ার বাহির ক'রে স্পেনরাজের পতাকা ওদেশে উড়ালেন। তিনি তাঁর লোকদের বললেন,—"আমায় তোমরা এ অঞ্চলে তোমাদের নেতা ও স্পেনরাজের প্রতিনিধি বলে মানবে—এই প্রতিজ্ঞা কর।" তারা তাই করল। এখন থেকে কলাম্বাস এড্‌মিরাল্ উপাধি নিলেন।

কলাম্বাস জানতেন না তিনি কোন্ দেশে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর ধারণা ছিল তিনি এসে পড়েছেন ভারতের উপকূলে কোন এক দ্বীপে; তাই তিনি সে দেশের লোকদের নাম দিলেন "ইণ্ডিয়ান্"। সেই ভুল নাম হ'তে ঐ দ্বীপপুঞ্জের নাম হ'ল "ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্" বা "পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।"

এই দ্বীপগুলো কেনেরী দ্বীপ হ'তে প্রায় তিন হাজার মাইল পশ্চিমে। লোকদের শান্ত প্রকৃতি, নির্ভীক চলাফেরা দেখে কলাম্বাসের বিস্ময় জন্মেছিল। তাদের কথাবার্তা বোঝা যেত না,—তাদের ইসারা, ইঙ্গিত দেখে সাহেবরা প্রথম প্রথম লোকদের মনের ভাব কিছু কিছু বুঝতে চেষ্টা করত।

কলাম্বাস যে দ্বীপে প্রথম নামলেন—সে দেশের লোকেরা তাকে গুয়ানাহানি বলত; কলাম্বাস তার নাম দিলেন সাঁ স্যাল্‌ভেদর্; এখন উহাকে ওয়াল্‌টিং দ্বীপ বলে। উহা বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটি।

এই দ্বীপের লোকেরা সাহেবদের দেখে ভারি খুসি। তখন তারা জানত না এই নতুন অতিথিরা তাদের শেষে কি সর্ব্বনাশ করবে। গরিব, সরল লোকগুলো কলাম্বাস ও তাঁর সঙ্গীদের মধুর ব্যবহারে একেবারে গ'লে গিয়েছিল। সাহেবদের কাছ থেকে ফটিকের দানা, ঘণ্টা, লাল টুপী, পুঁতি প্রভৃতি পেয়ে তারা খুব খুসি হ'ত; তার বদলে তারা তূলা, টীয়াপাখী, শিমুল, আলুর তৈরী রুটি এনে সাহেবদের যোগাত।

তাদের নৌকা ছিল বিস্তর। এক একটি এত বড় যে সত্তর, আটাত্তর জন দাঁড়ী তাতে থাকত। এড্‌মিরাল্‌ এখানে কাছাকাছি অনেক দ্বীপ আবিষ্কার করলেন,—কোনটার নাম দিলেন সান্তা মেরিয়া, কোনটার নাম ফার্দ্দিনান্দ্‌, কোনটার বা জুয়ান্‌। জুয়ানকে আজকাল কিউবা বলে। এই দ্বীপটি বড়; কলাম্বাস এ দ্বীপের শেষ দেখতে না পেয়ে মনে ক'রে ফেললেন তিনি এসিয়া মহাদেশে এসে পড়েছেন। তাঁর ধারণা হ'ল এদেশের কোন জায়গায় হয়ত সেই গ্রাণ্ড খাঁর রাজধানী হবে। তিনি তিন দিন ওখানে ঘুরা ফেরা ক'রে জানতে পারেন কিউবা একটি দ্বীপ—ও মহাদেশ নয়। তার চারিদিকে ঘুরতে গিয়ে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে একটি নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করলেন;—উহার নাম হেইতী।

তখন অক্টোবরের প্রায় শেষাশেষি। তখনো কিউবা দ্বীপটি গাছপালাতে খুব সবুজ দেখাচ্ছিল;—বড় বড় পাহাড়ের গায়ে গভীর বন,—নীল সমুদ্রের মাঝে সবুজ দ্বীপটি যেন একটি বড় পান্নার মতো ভাসছে। নানা পাখীর গানে দ্বীপটি মুখরিত। ও

দেশের লোকেরা ক্যারিব্ নামে এক জাতীয় জলদস্যুর ভয়ে সর্ব্বদা ভীত থাকত। ক্যারিব্‌রা নাকি এক একবার হঠাৎ এসে আঁক্রমণ ক'রে তাদের কতকগুলোকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেত, আর কতকগুলোকে কেটে খেয়ে ফেলত।

এ সব দেশের লোকেরা নদীর বালি হ'তে সোনার রেণু কুড়িয়ে এনে কলাম্বাসের লোকদের দিত; আর তার বদলে একটি বোতল বা চীনেমাটির বাসন পেলে খুব খুসি হ'য়ে চ'লে যেত! এড্‌মিরাল্ গুয়ানাহানি দ্বীপ থেকে দু'টি লোককে স্পেনভাষা শিখিয়ে সঙ্গে রাখতেন; তাদের দিয়ে অন্যান্য দ্বীপের লোকের সাথে কথাবার্ত্তা চালাতেন।

এই দু'টি লোকের ধারণা হয়েছিল,—সাহেবরা আকাশ থেকে নেমে এসেছে। তাই অন্য লোকদের সাথে দেখা হ'লেই প্রথমেই তারা সবাইকে ওকথা জানিয়ে দিত; তাতে সাহেবদের দেখে ওসব দেশের লোকরা তেমন ভয় পে'ত না।

হেইতী দ্বীপে প্রথম প্রথম বেশী লোকজন দেখা গেল না। কয়েকজন সাহেব এদেশে নেমে একটি বালিকাকে ধ'রে নিয়ে এসে তাকে নানা জিনিষ উপহার দিয়ে ছেড়ে দিলে। এর পরে ওদেশের অনেক লোক নৌকা ক'রে জাহাজের কাছে উপস্থিত হ'ত। ১৮ই ডিসেম্বর তাদের সর্দ্দার জাহাজে এসে কলাম্বাসের সঙ্গে দেখা ক'রে অনেক পুরস্কার নিয়ে গেল।

সোনার জন্য কলাম্বাসের নিজের বিশেষ লোভ ছিল না। তবে তিনি মনে করতেন, এই প্রথম যাত্রাতে বেশী পরিমাণ সোনা নিয়ে

দেশে ফিরতে না পারলে স্পেনের লোকেরা তাঁর এ যাত্রা বিফল হয়েছে মনে করবে। তাই তিনি যখন শুনতে পেলেন—এই দ্বীপের কিছুদূরে এক জায়গায় খুব সোনা পাওয়া যায়, তখন তিনি ওদিকে কিছুদূর এগোতে লাগলেন।

এর মধ্যে কয়েকজন লোক এসে তাঁকে বলল,—ও দেশের এক সর্দ্দার—গুয়াকানাগারী তার নাম,—সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। এড্‌মিরাল্‌ তাতে রাজি হ'য়ে সেই সর্দ্দারের বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন।



ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপে—কলাম্বাস

এ সময় এমন এক বিপদ হ'ল যাতে এই নতুন দেশে স্পানিয়ার্ডদের কয়েকজনকে বাধ্য হ'য়ে থাকতে হয়। তখন খ্রীস্মাস ডে অর্থাৎ সাহেবদের বড়দিন। সান্তামেরিয়া জাহাজখানি খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। সমুদ্রের হাওয়ার জোর একেবারেই ছিল না। তার পূর্ব্বে দুইদিন আর একরাত কলাম্বাস নিজেই জাহাজ চালিয়েছেন। তাঁর শরীর ছিল খুব ক্লান্ত ;—ও দেশের লোকদের কাছ থেকে তখন কোনও বিপদের আশঙ্কাও ছিল না। তাই তিনি জাহাজ চালাবার ভার একটি লোকের উপর দিয়ে নিজে ঘুমোতে গেলেন। এই লোকটি ছিল অলস। একটি ছেলের হাতে জাহাজের হাল ছেড়ে দিয়ে সেও গেল ঘুমোতে। শেষরাত্রে দু'টোর সময় সমুদ্রের স্রোতের ঠেলায় জাহাজ গিয়ে ঠেকল এক চড়ার ওপর।

দুম করে এক ধাক্কায় জাহাজ কেঁপে উঠল। ছেলেটি চীৎকার ক'রে উঠল। তার চীৎকারে এড্‌মিরাল্ বাহির হ'য়ে এসে দেখতে পেলেন স্রোতের ঠেলায় জাহাজখানি এক চড়াতে ঠেকে কাৎ হ'য়ে যাচ্ছে। কলাম্বাস কতকগুলি মাল্লাকে হুকুম দিলেন, একখানি নৌকা নিয়ে দূরে নোঙ্গর ফেলে রশি দিয়ে টেনে জাহাজকে সোজা ক'রে রাখতে। লোকগুলোর মনে আগেই বিদ্রোহের ভাব

জেগেছিল ; তখন তাদের প্রাণের ভয়ও হয়েছিল খুব। তাই তারা এড্‌মিরয়ালের কথা না শু'নে নৌকায় চেপে নিনা জাহাজের দিকে পালিয়ে গেল। কিন্তু নিনার কাপ্তান তাঁর জাহাজে তাদের উঠতেই দিলেন না; তিনি ওখান থেকে ওদের তাড়িয়ে দিলেন। যখন তারা সান্তা মেরিয়ার কাছে ফি'রে এল, তখন জাহাজ বালুর চড়াতে এমনভাবে ব'সে গিয়েছে, যে আর উহার নড়াচড়ার সাধ্যি ছিল না। জাহাজটি হাল্‌কা করার জন্য মাস্তুল কেটে ফেলা হ'ল। বোঝাইগুলি সব সরিয়ে দেওয়া হ'ল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। জাহাজের তলা গেল ফেঁসে।

সর্দ্দার গুয়াকানাগারীর বাড়ী ছিল কাছে। গুয়াকানাগারীর কাছে লোক পাঠানো হ'ল। এই সর্দ্দার স্পানিয়ার্ডদের খুব বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর অনেক লোকজন পাঠিয়ে জাহাজের মালপত্র নামাতে সাহায্য করলেন; ওদেশের লোকদের কাছে সাহেবদের সব জিনিষ এত মূল্যবান ব'লে মনে হয়েছিল যে তারা একটি আলপিন পর্য্যন্তও নষ্ট হ'তে দিলে না।

জাহাজের লোক-লস্কর সবাই মিলে স্থির করল—ওখানে ওদের একটি উপনিবেশ স্থাপন করা হোক। এই ঘটনা খ্রীষ্টানদের বড়দিনে হয়েছিল বলে ও জায়গার নাম রাখা হ'ল—"লা নেভিদাদ্‌"।

ভাঙা জাহাজটির কাঠ এনে একটি ছোট খাটো কেল্লা তৈরী হ'ল; তার মাঝে তাদের খাদ্যদ্রব্য, বাণিজ্যের জিনিষপত্তর সব মজুত করা হ'ল। কলাম্বাস গিয়ে গুয়াকানাগারীর সঙ্গে আবার দেখা করলেন এবং তার বাড়ীতে ভোজ খেলেন। সেই ভোজে তিনি

এক রকমের গোল আলু দেখতে পান। সেই আলু এনে তিনিই প্রথমে ইউরোপে প্রচলিত করেন। আমরা যাকে বিলাতীআলু বলি উহা কলাম্বাসই প্রথম ওদেশ থেকে ইউরোপে আমদানী করেছিলেন।

কলাম্বাস ঠিক করলেন তিনি আর দেরী না করে স্পেনে ফি'রে যাবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে পিণ্টা জাহাজখানিও তাঁর কাছ থেকে স'রে পড়েছিল। তাঁর হুকুম ছিল তিন খানি জাহাজ কাছাকাছি থাকবে। কিন্তু এই কয়দিন এই জাহাজখানির কোন খোঁজ না পেয়ে তাঁর আশঙ্কা হচ্ছিল যে নিশ্চয় কোন না কোন বিপদ ঘটেছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছিল,—পিণ্টার কাপ্তান কলাম্বাসকে মনে মনে খুব হিংসা করতেন,—দেশজুড়ে কলাম্বাসের নাম হবে—আর তাঁর কিছুই হবে না—এই ভাবনা তাঁর অসহ্য হয়েছিল। তাই তিনি কলাম্বাসের আদেশ না মেনে নিজের খেয়ালমতো সোনার খোঁজে স'রে পড়েছিলেন।

সান্তা মেরিয়া যখন ভেঙে গেল, নিনার মতো ছোট একটি জাহাজে এতগুলো লোক নিয়ে স্পেনে ফি'রে যাওয়া অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল। কলাম্বাস তাই তাঁর সব লোকদের ডেকে বললেন,—"তোমাদের মধ্যে যারা এই কাঠের কেল্লায় স্বেচ্ছায় থাকতে চাও বল, আমি শীঘ্রই ইউরোপে গিয়ে ফি'রে এসে তোমাদের নিয়ে যাবো। নিনাতে এতলোক নিয়ে পাড়ি দিলে সবাই মারা পড়ব।" প্রায় চল্লিশ জন থাকতে রাজী হ'ল—রাজী হবার কারণও ছিল অনেক; ওদেশের জলবায়ু তাদের খুব চমৎকার লাগছিল, খাবার

জিনিষও সেখানে প্রচুর, আর কাজকর্ম্মতো কিচ্ছুই নেই। আর তারা সবাই মনে করেছিল,—স্পেন থেকে ফের জাহাজ আসবার এই কয়মাস তাদের ছুটি হবে,—তারা এ কয়দিন সোনা কুড়াবে, আর খুব ফূর্ত্তি ক'রে ওদেশে দিন কাটাবে।

এড্‌মির্যাল্ তাঁর আত্মীয় আরেনাকে হেইতীর গবর্ণর নিযুক্ত করলেন। দেশের নাম দিলেন হিস্‌পেনিওলা (Hispaniola) বা ছোট্ট স্পেন। তাদের সকলকে তিনি ব'লে দিলেন,—"সবাই একসঙ্গে কেল্লাতে থাকবে ; ওদেশের লোকদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করবে। তারা যদি কোন অত্যাচার করতে চায়, তবে তাদের নানা রকমের উপহার দিয়ে ঠাণ্ডা রাখবে।"

১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী কলাম্বাস নিনা জাহাজে চেপে ইউরোপের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে ছয়জন ওদেশের লোক নিলেন। তাদের স্পেনে নিয়ে, স্পেনিস্ ভাষা শিখিয়ে, খ্রীষ্টান ক'রে আবার দেশে ফিরিয়ে আনতে পারলে ওদেশের লোকদের শিক্ষার খুব সুবিধা হবে এই ছিল কলাম্বাসের উদ্দেশ্য।

কলাম্বাস এই ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ অঞ্চলে প্রায় ৩ মাস ছিলেন। অনেকগুলি দ্বীপ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বটে, কিন্তু আমেরিকা মহাদেশ তখনো তাঁর অজানা ছিল।

ওদেশের লোকেরা এক রকম পাতা মু'ড়ে নলের মত ক'রে এক দিকটাতে আগুন ধরিয়ে, অপর দিকটা মুখে দিয়ে টেনে ধোঁয়া বে'র করত ; তাতে বেশ এক রকমের নেশা হ'ত। এই গাছের পাতাকে

ওরা টুবেকো বা তামাক বলত। কলাম্বাসই তামাকের কথা প্রথমে ইউরোপে প্রচার করেন।

কলাম্বাস এ দেশের লোকদের কথা এরূপ লিখে গেছেন,—"এরা বুদ্ধিমান, দয়ালু; এরা দোল্‌না তৈয়ার ক'রে তাতে ঘুমায়, সূতোর কাপড় বুনে। কোন কোন দ্বীপের লোকেরা একেবারে লেংটা থাকে; আবার কোথাও বা কৌপীন পরে। তারা পচা কাঠের ভিতরকার মোটা মোটা পোকা হ'তে স্বুরু ক'রে সাপ,বেঙ, টিকটিকী, বুনো জানোয়ার, সবই খায়। তারা সবাই কুকুর পুষত, কিন্তু ওদেশে ঘোড়া বা খচ্চর কিছুই ছিল না। তারা লোহা, তামা প্রভৃতি কোন ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার জানত না; কাঠ বা বাঁশ দিয়ে বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্র তৈরী করত। তাদের স্নেহমমতা ছিল খুব, লোভ কাকে বলে তারা জানতো না; সামান্য মিষ্টি ব্যবহারে তারা গ'লে যেত। তারা তাদের প্রতিবেশীদের নিজের মত ভাল বাসত, তাদের মুখে সর্ব্বদা হাসি,—কথাবার্ত্তা ভারি মিষ্টি।"

কলাম্বাস ইউরোপের দিকে যাত্রা করার দু'দিন পরে পথে পিণ্টার সঙ্গে দেখা হ'ল। এই জাহাজখানিও কলাম্বাসের সঙ্গে চলল। ওসব দেশে সমুদ্রে ডোবা পাহাড়, চড়া এত ছিল যে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা ক'রে কলাম্বাস নিজেই জাহাজ চালাতেন এবং সমুদ্র পথের নক্‌সা তৈরী করতেন,—যেন আবার আসবার সময় নিরাপদে জাহাজ চালানো যেতে পারে।

১৩ই জানুয়ারি কলাম্বাস্ হেইতী বা হিস্‌পানিওলা দ্বীপের পূর্ব্ব প্রান্ত ছেড়ে এমন এক জায়গায় এসে পড়লেন, যেখানকার লোক

খুব হিংস্র প্রকৃতির বলেই তাঁর বিশ্বাস হ'ল। তিনি মনে করলেন এরা হয়ত ক্যারিব জাতি হবে।

জাহাজ থেকে ছয়জন লোক ওদেশে নামবামাত্রই প্রায় পঞ্চাশ জন ইণ্ডিয়ান এসে তাদের আক্রমণ করল। কলাম্বাসের লোকদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র ছিল; যুদ্ধে অনেক ইণ্ডিয়ান মারা পড়ল; কলাম্বাসের দু'জন লোক তীরের ঘায়ে আহত হয়। পরের দিন এই ইণ্ডিয়ানদের সর্দ্দার জাহাজে এসে সব মিটমাট ক'রে যায়।

পরের রবিবার সূর্য্যগ্রহণ ছিল। গ্রহের অবস্থান দেখে কলাম্বাস গু'ণে ঠিক করলেন যে কয়দিন আবহাওয়ার অবস্থা খুব খারাপ থাকবে। তাঁর সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য ও জল বেশী ছিল না; তাই ওখানে কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে ভাল দিন দেখে যাত্রা করা সম্ভব হ'ল না। তিনি ১৬ই জানুয়ারি আবার রওয়ানা হ'লেন।

যাত্রা সুরু করতে না করতেই পিণ্টা জাহাজের মাস্তুল একটি বিগড়ে গেল। উহা সারতে আরো দু'দিন দেরী হ'য়ে যায়। এই সময় একটি হাঙ্গর ও কতকগুলি সমুদ্রের মাছ পাওয়া গেল, তাতে তাদের বেশ একটি বড় রকমের ভোজের যোগাড় হয়।

আবার কিছুদূর যেতেই সমুদ্রের প্রবল হাওয়া আর ঢেউয়ের মাতন সুরু হ'ল। আকাশ মেঘে অন্ধকার,—ছোট ছোট জাহাজ এমনভাবে এদিক ওদিক দুলছিল, যে জাহাজের অবস্থান ঠিক করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল। ১২ই ফেব্রুয়ারি তুমুল ঝড় উঠল; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ নিনার পাটাতনের উপর ভীষণ শব্দে ভেঙে প'ড়ে গড়িয়ে যেতে লাগল। হাওয়া উত্তর দিক হ'তে ছুটছিল;

পিণ্টার কাপ্তান এতদিন কলাম্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আসছিলেন; উত্তরের হাওয়া ঠেলে উত্তর মুখো যাওয়া অসম্ভব মনে ক'রে তিনি দক্ষিণ-দিকে জাহাজ চালিয়ে দিলেন; দেখতে দেখতেই সে জাহাজ অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কলাম্বাস উত্তরপূর্ব্বমুখে জাহাজের গতি ঠিক রেখে চলেছিলেন,—তাঁর ধারণা ছিল উত্তরপূর্ব্বদিকে যেতে যেতে তিনি স্পেনে পৌঁছাবেন। কিন্তু জাহাজের জিনিষপত্র সব ফেলে আসাতে জাহাজ খুব হালকা হ'য়ে পড়েছিল—তাই ঢেউএর ধাক্কায় জাহাজ খুবই দুলছিল; তখন তিনি কৌশল ক'রে জাহাজের খালি পিপেগুলিতে সমুদ্রের জল পূ'রে নিলেন; তাতে জাহাজ কিছু ভারী হ'ল; তখন স্থির ভাবে জাহাজ চলতে লাগল।

ঝড় যখন খুব বেশী হ'য়ে উঠেছিল, তখন কলাম্বাস স্পেনের গুয়াদালুপ নগরে পৌঁছে সেণ্টমেরীর মন্দিরে ২॥ আড়াই সের ওজনের এক বাতি জ্বালাবেন মানত করলেন; আর লোকজন সবাইকে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন—তাঁরা এই বিপদ থেকে বেঁচে প্রথমে যে দেশে গিয়ে পৌঁছাবেন, সেখানেই সবাই মি'লে নিজেদের জীবনরক্ষার জন্য এক মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করবেন।

এই সময় কলাম্বাসের জাহাজের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর মনে হ'ত ঢেউয়ের ঘায়ে জাহাজের তলার তক্তাগুলো টুকরো টুকরো হ'য়ে আলগা হয়ে যাচ্ছে,—যে কোন মুহূর্ত্তেই জাহাজ তলিয়ে যাবে। তাই তিনি যা আবিষ্কার করেছিলেন ও দেখেছিলেন তার একটি বর্ণনা লি'খে এমন একটি কাঠের খাপের মধ্যে পূ'রে রাখলেন, যার মধ্যে কোন রকমে জল ঢুকবে না; আর

জাহাজখানি তলিয়ে গেলেও অন্ততঃ এই খাপটি সমুদ্রের জলে ভেসে ভেসে তাঁর দেশে গিয়ে পৌঁছাবে!

তিনদিন পরে হাওয়ার জোর ক'মে গেল, তখন তিনি আঝোরস্ দ্বীপ দেখতে পেলেন। উহা পর্ত্তুগালের অধীন ছিল। তখন স্পেন আর পর্ত্তুগালে কোন বিবাদ ছিল না। কলাম্বাস ওখানে থেমে—জাহাজের রসদ নেবেন, মালপত্র যা দরকার তা কিনবেন, —আর সকলে মিলে যে উপাসনা করবার সংকল্প করেছিলেন তা পূর্ণ করবেন,—এই ঠিক ক'রে তাঁর লোকজনদের প্রায় অর্দ্ধেককে ওদেশে নাবিয়ে দিলেন। পর্ত্তুগীজরা এই লোকগুলোকে আটক ক'রে রেখে একখানি নৌকায় চ'ড়ে এসে জাহাজখানি ধ'রে নিতে চাইলে। কলাম্বাস তাদের খুব ধমক দিয়ে বললেন,—"আমার লোকজনদের এখনি ফিরিয়ে দাও; নইলে তোমাদের সর্ব্বনাশ করব।" তাতে তারা খুব ভয় পেয়ে কলাম্বাসের লোকজনকে ছেড়ে দিলে।

সেখান থেকে তিনি টেগাস্ নদীর মুখে গিয়ে নোঙ্গর করলেন ও এখানে পর্ত্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জনের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর আশ্চর্য্য আবিষ্কারের কথা সব জানালেন। নিজের দুর্ব্ব্যবহারের কথা মনে ক'রে লজ্জায়, দুঃখে রাজার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল।

১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ নিনা জাহাজ সেণ্টভিনসেণ্ট্ অন্তরীপ ঘু'রে সাতমাস পরে প্যালো বন্দরে উপস্থিত হ'ল। আশ্চর্য্যের কথা, সেই দিনই পিণ্টা জাহাজ খানিও কেমন ক'রে সেই বন্দরে এসে হাজির হয়।

যখন জাহাজ ছু'টি ফিরে এল, তখন স্পেনের লোকদের কত উল্লাস, কত বিস্ময়! তখন টেলিগ্রাফ ছিল না; জাহাজের সংবাদ আগে থেকে জানানো সম্ভব হয়নি। সবাই জাহাজের লোকদের মুখে নতুন দেশের কাহিনী শুনবার জন্য ছুটল। চারধার থেকে যে কত প্রশ্নের বৃষ্টি হচ্ছিল তার আর সীমা নেই।

কলাম্বাস যে সব ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এনেছিলেন, জাহাজেই তাদের কয়েকজন মারা যায়। যারা বেঁচেছিল তারা অবাক্ হয়ে দেখছিল,—কত শাদা লোক তাদের চারিদিকে ভিড় ক'রে তাদের পানে তাকিয়ে আছে!

এড্‌মিরাল্ স্পেনে নেমেই সেণ্ট্ র‍্যাবিদা মঠে ঈশ্বরের উপাসনা করতে গেলেন। সেখানে সাধু জুয়ান পেরেজের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। সে দেখাতে দুজনের কত আনন্দ!

কলাম্বাস যখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপপুঞ্জে ছিলেন, তখন ব'সে ব'সে সেই সব দেশে যা যা দেখেছিলেন, সব কিছুর বর্ণনা ক'রে স্পেনের রাজা ও রাণীর কাছে খুব লম্বা এক চিঠি লি'খে রেখেছিলেন; কারণ তিনি জানতেন, স্পেনে ফিরলে তাঁর ভ্রমণের ওরূপ কাহিনী লিখবার আর অবকাশ ঘটবে না। তাই যখন ১৫ই মার্চ্চ তিনি ওদেশে নাবলেন, তখনি ওই চিঠিখানি তিনি একজন লোক দিয়ে রাজা ও রাণীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

৭

যশের চূড়ায়—কলাম্বাস

১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। স্পেনরাজের দরবার বসেছিল বার্সিলোনা নগরীতে। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর সাজানো হয়েছে নানা রকমের লতাপতা, ফুল আর নিশান দিয়ে। দু'ধারে প্রত্যেক জানালা দরজায় কত নর-নারী মুখ বাড়িয়ে রাস্তার পানে তাকিয়ে রয়েছে! বাড়ীর ছাদের ওপর, গাছের ডালে কত লোক উ'ঠে কেবলি পথের পানে অপলকে চেয়েছিল। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য,—সকলের মুখে খুব উল্লাস; সকলের মন যেন কার প্রতীক্ষায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

খুব সমারোহে সার বেঁধে একদল লোকের মিছিল ধীরে ধীরে আসতে দেখা গেল;—সকলের আগে এড্‌মির‍্যাল,—চুল তাঁর বরফের মতো সাদা, মুখখানি নবীন যুবকের মতো উজ্জ্বল গোলাপী আভায় স্নিগ্ধ; তাঁর চেহারা খুব গম্ভীর, প্রশান্ত; দীর্ঘ, ক্ষীণদেহ; তাঁর দৃষ্টি হ'তে যেন করুণ স্নেহ বিগলিত হচ্ছিল।

তিনি অবাক্ হ'য়ে চারদিকে তাকাচ্ছিলেন। এই সাত মাসে তিনি ওদেশের কত পরিবর্ত্তন দেখতে পাচ্ছেন! এই পথেই তিনি দীনবেশে কত ঘুরেছেন, তিনি কত উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত হয়েছেন! রাস্তার ছেলেরাও তাঁর পিছু পিছু ছু'টে তাঁকে কত ব্যঙ্গ করেছে!

আর আজ? তিনি স্পেন রাজ্যের একজন বড় বীরপুরুষ! সেদিনকার এত আয়োজন, সমারোহ তাঁর সম্মানের জন্য, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য। তাঁর পিছু পিছু আসছিল তাঁর সব কাপ্তান, নাবিক, খালাসী—যারা তাঁর সাথে গিয়ে নানা কষ্ট ভুগেছে, আবার কখনো কখনো বিদ্রোহী হ'য়ে তাঁকে অনেক কষ্টও দিয়েছে। তাদের হাতে সবুজ আর লাল রঙের টীয়াপাখী, বড় বড় গোসাপ—যেগুলো ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপে গাছে চ'ড়ে বেড়ায়, আর ফল খায়! সব চেয়ে বেশী নজর পড়ছিল সেই কয়জন ইণ্ডিয়ানদের ওপর,—যাদের সে দেশ থেকে কলাম্বাস সাথে ক'রে এনেছেন;—তাদের ছিল রঙ-বেরঙের পোষাক, গায়ের কটা রঙ, তার ওপরে সারা গায়ে উল্কির ছবি আর সোনার গহনা। সে দিন স্পেনের লোকেরা নতুন দেশের নতুন মানুষ দেখে অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছিল।

সেই মিছিলের মধ্যে দু'জন লোক ছিলেন;—এক জনের নাম লা ক্যাসা;—ইনি শেষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপে গিয়ে সে যুগের খুব বড় ইতিহাস লি'খে গেছেন। আর এক জনের নাম ছিল ওভিডো,—ইনি স্পেনের একজন বড় ঐতিহাসিক,—কলাম্বাসের আবিষ্কারের ইতিহাস লিখবার জন্য তাঁকে রাজ-সভায় সেদিন ডাকা হয়েছিল।

সেদিন কলাম্বাস যখন রাজসভায় গিয়ে পৌঁছলেন,—ফার্দ্দিনান্দ্ ও ইসাবেলা সিংহাসন থেকে উ'ঠে, হাত বাড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। রাজার মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদ্, যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সবাই কলাম্বাসের এই আশাতীত সম্মানে অবাক্ হ'য়ে

রইলেন। স্পেনরাজ্যের কোন রাজা, কোন রাণী কলাম্বাসের মতো বিদেশী, দরিদ্র, অখ্যাত পরিবারের লোককে কখনো এমন সম্মান দেখান নি!

রাজা ও রাণীর এরূপ অভ্যর্থনা ও সম্মান ঠিক যোগ্য পাত্রেই দেওয়া হয়েছিল! কারণ কলাম্বাসের এই আবিষ্কারে ফার্দ্দিনান্দ ও ইসাবেলার নাম পৃথিবীর ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এমন গৌরব পৃথিবীর কোন রাজার কপালে কোন দিন ঘটে নি!

সেদিন রাজসভাতে স্পেন দেশের অনেক বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের পরিবারের অনেক মহিলাও সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। মেয়েদের অপূর্ব্ব মুখশ্রী, নানা রঙের রেশমী পোষাকের ওপর জরির কাজ, মণিমুক্তার গহনা, পাখীর পালক দিয়ে সাজানো সুন্দর টুপী,—সব নিয়ে সেদিনকার সভায় উৎসবের আনন্দ যেন কানায় কানায় ভ'রে উঠেছিল। কলাম্বাসকে একটু দেখবার জন্য যখন সবাই রাজদরবারে মাথা তু'লে দাঁড়ালেন,—সেই সময় উপাসনার স্তবগান গেয়ে গেয়ে লাল আলখাল্লা-পরা পাদরীর দল এসে রাজসভাতে ঢুকল; তাদের পিছনে সাদা পোষাকে শিশুর সারি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। সে দৃশ্য যে দেখেছে সে আর কখনো ভুলতে পারে নি।

কলাম্বাস আগেই তাঁর স্ত্রী বিয়াট্রিস্ ও ছেলে দু'টির সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছিলেন। বড় ছেলে জেমসের বয়স তখন বিশ; সে যুবরাজের সাথে সাথে থেকে খুব শিষ্টাচার শিখেছিল। ছোট ছেলে ফার্দ্দিনান্দের বয়স তখন হবে ছয় কি সাত। এ ছেলে বড় হ'য়ে

কলাম্বাসের জীবনের নিখুঁত বিবরণ লিখেছিল। উহা প্রথমে স্পেনিস্ ভাষায়, পরে ইতালীয় ভাষায় লিখা হয়। শেষের বইখানি এখনও সেভিল্ নগরীর লাইব্রেরীতে রয়েছে।

পরে আরও অনেকবার রাজা ও রাণীর সঙ্গে দেখা ক'রে কলাম্বাস নতুন দেশের অনেক খবর তাঁদের বলেছিলেন। সেই নতুন দেশের জিনিষ—পাখী, জীবজন্তু, ফল, সোনা আর সেই সব ইণ্ডিয়ান—এ সব দেখতে রাজা ও রাণীর কত আগ্রহ, কত উৎসাহ!

সে দেশে আবার যাবার জন্য তাঁরা কলাম্বাসকে খুব উৎসাহ দিলেন; তাঁদের ইচ্ছা ছিল, কলাম্বাস সেই নতুন দেশে গিয়ে স্পেন-রাজের প্রভুতা অটুট ক'রে তুলবেন।

কলাম্বাসের ফিরবার পথে পর্ত্তুগীজরা যে দুর্ব্যবহার করেছিল সে কথা রাজা ও রাণী যখন জানতে পার্‌লেন তখন তাঁদের মনে খুব আশঙ্কা হ'ল যে ওরা ওদেশে গিয়ে একটা ঝঞ্ঝাট বাধাবে। এর আগে পর্ত্তুগীজরা পোপ থেকে এক ফরমান বে'র করেছিল—পশ্চিমে যে সব দেশ আবিষ্কৃত হবে—সে সব দেশের মালিক হবে পর্ত্তুগীজরাই;—এক সন্ধিতে স্পেন ঐ ফরমান মেনে নিয়েছিল।

স্পেনের রাজা তখন মনে মনে এক উপায় বে'র করলেন। সেই সময় যিনি পোপ ছিলেন, তিনি স্পেনের অধিবাসী;—তাই ফার্দ্দিনান্দ পোপের অনুগ্রহ পাবার জন্য পোপের কাছে গোপনে কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন; সেই সঙ্গে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্

থেকে আনা খানিকটা সোনা ও আরও অনেক জিনিষ উপহার দিলেন। পোপ ঐ সব পেয়ে স্পেনের রাজাকে ব'লে পাঠালেন,—"আমি আর এক ফরমান জারী করছি,—যাতে আঝোরস্ দ্বীপের ১০০ লীগ পশ্চিম দিয়ে উত্তর দক্ষিণে এক রেখা টেনে, তার পূব দিকে যা কিছু আবিষ্কার হবে সব পর্ত্তুগালের আর তার পশ্চিমের যা কিছু সব স্পেনের অধিকারে থাকবে।" এই ফরমানে পোপের যা ছিল না তিনি শুধু তা দিলেন এমন নয়, যে সব দেশের ধারণাও পোপের ছিল না তাও তিনি দান ক'রে ফেল্লেন!

কলাম্বাসের আবিষ্কারে স্পেন রাজ্যের আয়তন অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল;—সেইজন্য রাজা ও রাণীর যতখানি সাধ্য ছিল তত সম্মান ও অধিকার কলাম্বাসকে তাঁরা দিলেন;—তিনি তাঁর নতুন আবিষ্কৃত সব দেশের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হ'লেন, এড্‌মির‍্যাল্ পদবীতে পাকা হ'লেন, আর তাঁকে নৌ-সেনাপতির পরিচ্ছদ দেওয়া হ'ল। ভবিষ্যতে ওসব দেশে নিজের ইচ্ছামত কর্ত্তৃত্ব করার ক্ষমতাও তাঁর হ'ল। এ ছাড়া রাজার ব্যয়ে ক্যাডিজ্ বন্দর হতে আরও একটি বড় নৌবহর তাঁকে দেবার হুকুম হ'ল।

দুষ্ট লোকদের মনের এমনি গতি,—যখন একজন ভাল কাজ করে, খুব সম্মান পায়, তাদের মনে মনে একটা জ্বালা হয়; এ সব লোকে ভাবে,—এ কাজের জন্য এত সম্মান কেন? যে সে ত এরূপ কাজ করতে পারত! এই সময়কার একটী গল্প আছে।

কলাম্বাস একদিন এমন এক বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন

যেখানে তাঁর আবিষ্কার নিয়ে নানা ঠাট্টা, তামাসা চলছিল। একজন ব'লে উঠল,—ভারি তো আবিষ্কার,—অমন জাহাজ, আর টাকা পেলে আমরাও কত নতুন দেশ আবিষ্কার ক'রে দিতে পারি! কলাম্বাস পকেট হ'তে তখনি একটি ডিম বে'র ক'রে বললেন—"তোমরা ত ভাই সব পারো; আচ্ছা; ঠেস্ না দিয়ে এই ডিমটি টেবিলের উপর খাড়া ক'রে রাখত দেখি।" কেউ তা পারলে না! কলাম্বাস ডিমটি নিয়ে টেবিলের উপর এক ঠোকা মেরে ডিমের মাথা তুবড়ে দিয়ে তার উপর ডিমটি খাড়া ক'রে বসিয়ে দিলেন। তা দেখে সবাই বললে, "আমরাও ত ও করতে পারতুম!" কলাম্বাস হেসে হেসে বললেন,—

"বলা সোজা আমিও ত **পারিতাম**
তরিতে সাগর;
কিন্তু ভাই একজন **পেরেছে** যে,—
আমি সেই নর।"

কলাম্বাসের খবর পেয়ে ছোট ভাই জেমস্ ইতালী থেকে তাড়াতাড়ি চ'লে এলেন। বার্থালোমিউ কলাম্বাসের দ্বিতীয় যাত্রার আগে এসে পৌঁছতে পারলেন না।

দ্বিতীয় অভিযানের আয়োজন প্রথম বারের চেয়ে ঢের বেশী হ'ল। এবার এত লোক কলাম্বাসের সঙ্গে যাবার জন্য চাইলে যে তাদের বাছাই করা শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল। অনেক বড় পরিবারের ছেলে, যাদের অবস্থা তত ভালো ছিল না,—পশ্চিমে গিয়ে ঢের

সোনা নিয়ে এসে রাতারাতি খুব বড় ধনী হ'য়ে উঠবে,—এই আশায় তারা যেতে চাইলে।

এমনতর লোক—যারা কেবল অর্থের লোভে পশ্চিমে যাবার জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল, তারাই ঢের গোলমাল করতে লাগল।

এবার কলাম্বাসের, জন্য তিনখানি বড়, আর চৌদ্দ খানি ছোট জাহাজ সাজাবার আদেশ হ'ল। এ কাজের ভার পড়ল একজন পাদরীর উপর। তাঁর নাম জুয়ান্ দি ফন্‌সেকা। এই লোকটা ছিল ভারী শঠ;—সে কলাম্বাসের এত নাম হচ্ছে দেখে মনে মনে খুব জ্বালা বোধ করত; শেষে এই লোকটিই কলাম্বাসের প্রধান শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়।

ফন্‌সেকা জাহাজগুলি সাজিয়ে দিতে নানা ছুতো ধ'রে কেবলি দেরী করছিল। যত রকমের বাধা দেওয়া তার সাধ্যি ছিল, সবই দিচ্ছিল। কলাম্বাস প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে কোনমতে তাঁর কাজ গুছিয়ে নিলেন। এবার কিন্তু কলাম্বাসের সঙ্গে ১৪০০ লোক জুটল; শোনা যায় আরও একশত লোক জাহাজের মধ্যে লুকিয়ে চলেছিল। এবার সঙ্গে নেওয়া হ'ল শুধু রসদ, গোলাগুলি ও বারুদ, আর নতুন দেশে বুনবার জন্য নানারকম শস্য ও শাকসব্জীর বীজ; গরু, শূয়োর, ভেড়া, ছাগল, খচ্চর প্রভৃতি অনেক জন্তুও ছিল।

কলাম্বাস মেরায়া গ্যালান্ত্ জাহাজে তাঁর বড় নিশান তু'লে দিলেন। এই জাহাজে প্রায় ১১ হাজার মণ বোঝাই ধরত। সান্তা মেরিয়ার মত এই জাহাজখানি বড় ধীরে চলত।



ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার নিকট হইতে কলম্বাস বিদায় লইতেছেন

কলাম্বাস এবার রাজদরবারে খুব সম্মান পেয়েছিলেন। তিনি ফার্দ্দিনান্দ্ ও ইসাবেলার নিকট হ'তে এডমিরাালের সাজসজ্জা পরে খুব সসম্ভ্রমে বিদায় নিলেন।

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর ক্যাদিজ বন্দরে তাঁর তুই ছেলের কাছে বিদায় নিয়ে কলাম্বাস জাহাজে উঠলেন। ১৩ই অক্টোবর তিনি কেনেরী দ্বীপ ছেড়ে আবার অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিলেন।

এবার তাঁর সঙ্গে রইল তাঁর ছোট ভাই জেমস্, একজন পাদরী, একটি ডাক্তার। এলোনসো ওজেদা নামে ভদ্র পরিবারের একটি যুবাও ছিল। ইনি পরে অনেক সাহসের কাজ করেছিলেন।

৮

আবার পশ্চিম মুখে—দ্বিতীয় যাত্রা

কলাম্বাসের ইচ্ছা ছিল তিনি সোজাসুজি হিস্পানিওলা দ্বীপে যাবেন,—সেখানে তাঁর যে সব লোক রেখে চ'লে এসেছিলেন তাদের দেখতে। এতদিন তারা স্পেন থেকে কোন সাহায্য পায় নি,—তাতে তাদের কি দশা হয়েছে তা জানবার জন্য কলাম্বাস খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু এবার তিনি এসে পড়লেন,—ছোট ছোট ক্যারিবিয়ান্ দ্বীপ গুলোর মাঝখানে। তিনি ৩রা নবেম্বর একটি দ্বীপ দেখতে পেলেন —ভারি সুন্দর। তার নাম দিলেন ডোমিনিকা। সারা দ্বীপে খুব বন জঙ্গল ; পাহাড়ের চুড়াগুলোও নিবিড় বনে সবুজ হ'য়ে রয়েছে ; উপরে নীল আকাশ, নীচে সাদা টোপর পরা নীল ঢেউগুলি ছুটাছুটি করছে,—এ দু'য়ের মাঝখানে সুন্দর দ্বীপটি পরীর দেশের মতো চমৎকার দেখাচ্ছিল।

আরও একটু এগিয়ে একটি দ্বীপ পেলেন—তার নাম হ'ল মেরায়া গ্যালান্ত,—কলাম্বাসের বড় জাহাজের নামে। আরও কিছু দূরে নতুন আর একটী দ্বীপ দেখা গেল,—তার নাম দেওয়া গেল—গুয়াদালুপ্। এই দ্বীপে একটি সুন্দর জলপ্রপাত তাঁরা দেখতে পেলেন,—জলের ধারা কয়েক শো ফিট উঁচু হ'তে প'ড়ে ফেনিল দুধের মতো সাদা হ'য়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল।

জাহাজ দেখেই এদেশের লোকজন সব বনের মাঝে পালিয়ে গেল। একদল সাহেব গিয়ে যখন তাদের কুঁড়ের মধ্যে ঢুকল, তখন তারা যা দেখল তাতে একেবারে শিউরে উঠল। ঘরের এক কোণায় এক রাশি তূলো, আর কতকগুলি পোষা টীয়া পাখী। আর এক কোণেতে কতগুলো হাত, পা, মাথা প'ড়ে রয়েছে। ক্যারিব জলদস্যুদের নাম কলাম্বাস আগেই শুনেছিলেন; কলাম্বাস মনে করলেন,—এ হয়ত তাদেরই একটি বড় আস্তানা হবে। সেই পাড়াতে দু'টি ছেলে ও ছয়টি মেয়ে বন্দী রয়েছে দেখা গেল। সাহেবদের দেখে তারা ভারী খুসি হ'ল,—তাদের বিশ্বাস হয়েছিল সাহেবরা তাদের বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেবে। তারা কলাম্বাসকে দেখিয়ে দিলে হিস্পানিওলা কোন দিকে,—আরও দক্ষিণে যে একটি বড় মহাদেশ রয়েছে তার কথাও তারা বলল।

হিস্পানিওলাতে পৌঁছাবার জন্য কলাম্বাস ভারি ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন তখন। এই আটটি ইণ্ডিয়ানকে জাহাজে তু'লে নিয়ে তিনি ওদিকে রওনা হবেন, এমন সময় জানতে পারলেন, তাঁর একটি ছোট জাহাজের কাপ্তান আট জন খালাসী নিয়ে ও দ্বীপের ভেতর চ'লে গেছেন। অনেক খোঁজ ক'রেও তাদের খবর পাওয়া গেল না।

ও দ্বীপের মাঝে নতুন রকমের অনেক ফল মিলল;—তার মাঝে "আনারস" পেয়ে তো সাহেবেরা ভারী খুসি; যেমন তার গন্ধ তেমনি স্বাদ! এর আগে তারা কেহ আনারস দেখেনি। অনেক নতুন নতুন পাখী, নানা রকমের পাতিহাঁস, সারস, পায়রা প্রভৃতি সেখানে দেখা গেল।

তাঁর ঐ নয় জন লোকের আশা ছেড়ে দিয়ে ৮ই নবেম্বর কলাম্বাস্ হিস্পানিওলার দিকে জাহাজ ছাড়বেন,—এমন সময় ও লোকগুলো ক্লান্ত, আধমরা হয়ে তাঁবুতে এসে পড়ল! পথ হারিয়ে এ কয় দিনের অনাহারে বনে জঙ্গলে ঘু'রে ঘু'রে তাদের চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছিল। তাদের খুব ভয় হয়েছিল, এড্‌মির‍্যাল্ তাদের ফেলে চলে যাবেন,—তা' হলে ওরা ওদ্বীপেই মারা পড়বে।

তার পর কলাম্বাস ছোট বড় অনেক দ্বীপ পেরিয়ে ২৭শে নভেম্বর 'লা নাভিদাদে' এসে পৌঁছলেন। যতই জাহাজ ডাঙ্গার কাছে ভিড়ছিল সকলের মুখে ভীষণ উৎকণ্ঠার ছায়া ঘনিয়ে আসছিল। এড্‌মির‍্যাল্ খুবই আশা করেছিলেন, নাভিদাদের কেল্লা হ'তে সাহেবেরা হয় তাঁকে দেখে দূর হ'তে ইসারা ক'রে অভিনন্দন করবে, নয় তারা দলে দলে ডিঙ্গী চেপে এসে জাহাজের চারধারে জুটবে। কিন্তু কারো কোন সাড়া, কোন চিহ্ন দেখা গেল না। জাহাজ নোঙ্গর ক'রে তিনি কামান দাগলেন—সে শব্দেও কোন দিক হ'তে কোন সাড়া মিলল না।

অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল একটি ইণ্ডিয়ান এক ডিঙ্গী বেয়ে ধীরে ধীরে জাহাজের দিকে আসছে। সে সর্দ্দার গুয়াকানাগারীর আত্মীয়। সে জাহাজে উ'ঠে কিছু রুটি ফল কলাম্বাসকে দিলে; তাকে সাহেবদের খবর জিজ্ঞাসা করা হ'ল। সে প্রথমে অনেক ইতস্ততঃ ক'রে যা বলল তাতে বোঝা গেল নানা রোগেই তারা মারা গেছে। অনেক প্রশ্নের পর শেষে সে জানিয়ে দিলে সেদেশের

এক বড় সর্দ্দার ওদের সবাইকে মেরে ফেলেছে,—সাহেবদের জন্য লড়তে গিয়ে সর্দ্দার গুয়াকানাগারীও আহত হয়েছেন।

একদল লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাঙ্গায় নেমে দেখল,—কেল্লার চারধারের কাঠের বেড়া পু'ড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, কেল্লার ভিতরকার ঘর বাড়ী সব চূরমার। সে সময় গুয়াকানাগারীর এক ভাই এসে তাদের বললে,—আপনারা এসে আহত সর্দ্দারকে দেখে যান।

সাহেবরা সেখানে গিয়ে দেখল,—গুয়াকানাগারী কাপড়ের এক দোলনাতে পড়ে রয়েছে। সে সাহেবদের দেখে ভয়ে ìঠ 'য়েহক গেল। সে সব কথা খুলে বলল:—কলাম্বাসের যাবার পরে সাহেবরা দলে দলে সোনার খোঁজে বেরিয়ে ইণ্ডিয়ানদের ওপর খুব অত্যাচার করত। এমন কি স্ত্রীলোকরাও বাদ যেত না। নিজেদের স্বাস্থ্যের দিকেও তাদের নজর ছিল না,—নতুন নতুন খাদ্য যা পেত খুব খেত, তাতে নানা রোগে অনেকেই মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল, তাদের অত্যাচারের মাত্রা যখন লোকেদের অসহ্য হ'য়ে উঠল, ও দেশের খুব বড় সর্দ্দার ক্যাওনাবো তার পাহাড়ে-কেল্লা হ'তে বেরিয়ে এসে সাহেবদের সব কয়জনকে আক্রমণ ক'রে মেরে ফেললে। সেই যুদ্ধে সেও একখানি পাথরের ঘা' খেয়ে আধমরা হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। ক্যাওনাবোর শরীরে ক্যারিব জাতের রক্ত আছে কিনা, তাই সে অত বিষম দুর্দ্দান্ত আর গোঁয়ার হ'য়ে পড়েছে।

সাহেবরা এই কথায় বিশ্বাস করতে চাইলে না। কলাম্বাসের মন ছিল খুব উদার; তিনি সর্দ্দারের কথায় বিশ্বাস করলেন। কলাম্বাসের ধারণা যে ঠিক, তা শেষে প্রমাণ হয়েছিল।

প্রতিহিংসা নেবার জন্য সেই বন জঙ্গলের মধ্যে ঢু'কে তখনি ক্যাওনাবোকে আক্রমণ করার প্রস্তাব কলাম্বাস উপেক্ষা করলেন। তিনি ও জায়গাতে আরো বড়, আরো দৃঢ় ক'রে এক কেল্লা তৈরী করতে ঠিক করলেন। সেখানে সমুদ্রের ধার দিয়ে কয়েক মাইল লম্বা পাথরের একটি টিলা ছিল ;—ওখান থেকে পাথর কেটে এনে সহরের মতো একটি বড় কেল্লা তৈরী করতে সুরু ক'রে দিলেন। ঐ সহরের নাম হ'ল,—ইসাবেলা।

কলাম্বাস সব কাজ এখন নিজেই দেখতে লাগলেন। লম্বা নল দিয়ে দূর হ'তে পানীয় জল আনা হ'ল, নানা রকমের শস্য বুনা হ'ল, শাক সবজির বহু চারা লাগানো গেল,—যেন ভবিষ্যতে তাঁদের কোন খাদ্যের অভাব না হয়।

কলাম্বাস নিজের লোকদের দিন রাত খাটাতে লাগলেন ; যে সব অলস লোক রাতারাতি বড় লোক হবার লোভে সোনার খোঁজে ওদেশে এসে পড়েছিল, তাদের এই হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি অসহ্য হ'য়ে উঠল। যারা কাজ করতে অবহেলা করত কলাম্বাস তাদের খাবার বন্ধ ক'রে দিতেন—এই ছিল তাদের শাস্তি।

দিনরাত বিষম পরিশ্রম, নানা চিন্তা, ওদেশের দারুণ রোদ, অনভ্যস্ত আহার—এসব কলাম্বাসের সহ্য হ'ল না। তিনি জ্বরে পড়লেন। যেই তাঁর অসুখ হ'য়ে পড়ল, তাঁর লোকেদের একদল সেই সুযোগে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল! যে কয়জন তাঁর বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন তাঁরা তাঁর খুব সেবা করতে লাগলেন। কলাম্বাস তাতে শীঘ্রই সেরে উঠলেন। তা দেখে বিদ্রোহীরা কিছু নরম হ'য়ে রইল।

কলাম্বাস স্থির করলেন,—তাঁর লোকদের ছোট ছোট দলে ভাগ ক'রে নানা কাজে ওদ্বীপের নানা দিকে পাঠিয়ে দিলে ওরা ব'সে ব'সে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ পাবে না,—তাদের মনের গতি নানা বিষয়ে চালিত হ'তে পারবে।

প্রথমে ছোট্ট দুটো অভিযান পাঠানো হ'ল,—একটি ওজেদার অধীনে, অপরটির নেতা হ'ল গোরবালান। যখন তারা নিরাপদে ফিরে এ'ল, কলাম্বাস কয়েকখানি জাহাজ সোনা ও ক্রীতদাস বোঝাই ক'রে এণ্টণি টরীসের অধীনে স্পেনে পাঠিয়ে দিলেন। কলাম্বাস মনে করেছিলেন ,—"সোনা ও ক্রীতদাসগুলো ইউরোপে বিক্রী ক'রে যে টাকা মিলবে তাতে তাঁদের ওদেশের খরচ চ'লে যাবে।"

তখনকার দিনে ইউরোপে দাস বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। অসভ্য, অসহায় লোকদের জোর ক'রে বাড়ী ঘর থেকে ধ'রে এনে, বিদেশে চালান দিয়ে তাদিগকে পশুর মত বিক্রী করা যে কত ঘৃণিত ব্যাপার, তা তখনকার লোকেরা বুঝত না। জাহাজগুলি স্পেনে পৌঁছলে রাণী ইসাবেলা যখন শুনতে পেলেন যে ওই ইণ্ডিয়ান দাসগুলো বড় নিরীহ, বড় শান্ত, তখন তিনি আদেশ দিলেন—"ওদের দেশে ফি'রে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

এড্‌মির্যাল্‌ জানতেন না যে হেইতী দ্বীপে পাঁচজন সর্দ্দার থাকত। তিনি সর্দ্দার গুয়াকানাগারী আর ক্যাওনাবোর কথাই জানতেন। কিন্তু এই পাঁচজন সর্দ্দারের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ হ'ত; তাদের অস্ত্রশস্ত্র সামান্য ছিল; সর্দ্দারদের লোকবলও প্রায়

সমান সমান ছিল; তাই আত্মকলহে তাদের বেশী ক্ষতি হ'ত না। কিন্তু ওসব দেশে সাহেবদের পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক, গোলা প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র, নতুন নতুন রোগ, নতুন নতুন অত্যাচারে লোকগুলো দিনের পর দিন উৎসন্ন যেতে লাগল। কিছুকালের মধ্যে ওসব লোকদের সব চিহ্ন ওদেশ থেকে মুছে যায়।

কলাম্বাস কিন্তু বুঝতে পারেন নি তাঁর ওসব দ্বীপ আবিষ্কারের ফলে দেশের আদিম অধিবাসীরা এরূপে নষ্ট হ'য়ে যাবে। তা বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই তাঁর খুব কষ্ট হতো। তিনি চার শো লোক নিয়ে যুদ্ধের সাজে একদিন বেরিয়ে পড়লেন। তার মাঝে কয়েক জন ঘোড়সওয়ার ছিল; তাদের হাতে নিশান উড়ছিল।

এরা চলল বনের ভেতর দিয়ে পথ কেটে;—সংকীর্ণ একটি পাহাড়ে পথ নদী, ঝরণা পার হ'য়ে, দূরে চ'লে গেছে। তারা এসে পড়ল এক বড় মাঠের ওপর;—ওখানে কতগুলো নিরীহ লোকের ছোট ছোট কুটির। এতগুলো ফৌজ,—বিশেষতঃ ঘোড়সওয়ারদের দেখে তাদের ভারি ভয় হ'ল; কারণ তারা এর আগে ঘোড়া দেখেনি। ঘোড়ার পিঠে মানুষ কি ক'রে যে চড়ে তাও তারা জানত না! তারা মনে করল ঘোড়সওয়ারগুলো এক একটি জানোয়ার—যার নীচের দিকটা জানোয়ারের মতো, উপরকার দিকটা মানুষের মতো। এই অদ্ভুত জানোয়ার দেখে সবাই বাড়ী ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। কলাম্বাস নানা কৌশলে তাদের সাথে ভাব ক'রে নিলেন।



সেই মাঠের মাঝখানে একটি সুন্দর নদী ছিল। এই নদীর বালির সঙ্গে সোনার রেণু পাওয়া যে'ত। নদীর উজানে আরো বেশী সোনা মিলতে পারে এই ভেবে কলাম্বাস ওখানে একটি কেল্লা তৈরী ক'রে তার ভার দিলেন পিটার্ মার্গারিট্ নামে একটি লোকের ওপর। কেল্লাটির নাম হ'ল সেণ্ট্ টমাস্। কলাম্বাস তাকে ব'লে দিলেন—"ক্যাওনাবোর বাড়ী কোন দিকে খোঁজ করবে, এদেশের লোকজনের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার ক'রো ; মূল্য না দিয়ে কারু কাছ থেকে কোন জিনিষ নিয়ো না।" তার পর কলাম্বাস ওখান থেকে ইসাবেলা নগরে ফি'রে এলেন।

কলাম্বাস আরো নতুন জায়গা আবিষ্কার করতে বে'র হ'য়ে পড়বেন এই ঠিক ক'রে ওখানকার কাজ চালাবার জন্য এক পঞ্চায়েৎ নিযুক্ত করলেন। তাঁর ভাই জেমস্‌কে পঞ্চায়েৎ সভার অধ্যক্ষ ক'রে দিলেন। পাদরী বইল তাঁর সহকারী রইল। এই লোকটি শেষে খুব বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল এড্‌মিরাল তাঁর নিনা ও আর দু'খানি জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে ৫২ জন লোক নিলেন।

পশ্চিম মুখে তিনি কিউবা দ্বীপে যান। আগেই বলা হয়েছে এই দ্বীপটি ভারি সুন্দর! পাহাড়ের গায়ে সবুজবনের ভিতর দিয়ে অনেক নদী তর তর ক'রে সমুদ্রের দিকে ছুটেছে! নদীর নির্ম্মল জলে বনের ঘন সবুজ ছায়া প'ড়ে নদীগুলো নীল আয়নার মতো দেখাচ্ছিল! দক্ষিণ উপকূল দিয়ে কিছুদূর গিয়ে শেষে তিনি জ্যামেকা দ্বীপে পৌঁছলেন।

খাবার জিনিষ ও অন্যান্য দ্রব্যের জন্য তাঁকে হিস্প্যানিওলা দ্বীপে ফিরতে হ'ল। কিন্তু ওখানে পৌঁছাবার আগেই তাঁর আবার অসুখ হ'য়ে পড়ল। আগের বার জ্বরে প'ড়ে তাঁর শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে গিয়েছিল, তাঁর তখন বয়সও হয়েছিল বেশী; কাজেই রোগের সঙ্গে যুঝবার মতো শক্তি তাঁর ছিল না। মুমূর্ষু অবস্থায় ২৯শে সেপ্টেম্বর ইসাবেলা নগরীতে তাঁকে আনা হয়।

এর কিছু দিন আগেই তাঁর ভাই বার্থলোমিউ তিন খানি ছোট জাহাজ নিয়ে ওখানে এসেছিলেন। তিনি এসে দেখতে পান পিটার্ মার্গারিট্ ও পাদরী বইল দুজন জু'টে নানা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তু'লে জেমস্‌কে বিপন্ন ক'রে তুলেছে। তারা কেউ নিজের কাজ কর্ম্ম কিছুই করত না—কেবল সোনার খোঁজে ঘু'রে বেড়াত; আর জেমস্ যা আদেশ করতেন তা গ্রাহ্যই করত না। বার্থলোমিউ জাহাজ নোঙ্গর ক'রে যখন জেমসের কাছে গেলেন, ওরা দুজনে মিলে অনেক লোক জুটিয়ে বার্থলোমিউর জাহাজগুলি কেড়ে নিলে; সেই জাহাজে চ'ড়ে তারা স্পেনের দিকে চম্পট দিল।

ওদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কলম্বাস যখন দেখতে পেলেন বার্থলোমিউ এসে পৌঁছেছে, তাঁর মনে বল হ'ল। তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হ'য়ে উঠতে লাগলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে তাঁর এবার পাঁচ মাস লাগ্‌ল।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবতেন,—মার্গারিট্ আর বইল দেশে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কত মিথ্যা সৃষ্টি ক'রে রাজা-রাণীর মন বিগড়ে দেবার চেষ্টা করছে।

মার্গারিট কেবল যে অবাধ্যতা প্রকাশ ক'রে ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তা নয়; সে ওদেশের লোকের ওপর এত অত্যাচার করেছিল যে সব লোকেরা ক্যাওনাবোর সঙ্গে মি'লে সাহেবদের আক্রমণ করবে ঠিক করল। এই খবর গুয়াকানাগারী কলম্বাসকে জানিয়ে দিলে।

কলাম্বাসের আদৌ ইচ্ছা ছিল না এসব নিরীহ অসভ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। একদিন এক ইণ্ডিয়ান সর্দ্দার কলাম্বাসের দশজন সৈন্য মেরে ফেলল; তখন কলাম্বাস প্রতিশোধ নেবেন স্থির করলেন।

কলাম্বাস একদল সৈন্য পাঠিয়ে সেই দোষী সর্দ্দারকে ধ'রে এনে শাস্তি দিলেন।

এখন সর্দ্দার ক্যাওনাবোকে দমন করা দরকার। সে পূর্ব্বেই সেণ্ট্ টমাস্ কেল্লা আক্রমণ করেছিল। কলাম্বাস ওজেদার অধীনে কতকগুলি সৈন্য পাঠিয়ে অনেক ইণ্ডিয়ানকে মেরে ফেললেন। অধিকাংশ লোক বনে, জঙ্গলে তাদের আড্ডাতে পালিয়ে গেল। কিন্তু ক্যাওনাবোকে ধরতে না পারলে ওদেশে শান্তি হবে না এই ভেবে তাকে ধরবার উপায় দেখতে লাগলেন।

ওজেদা এক ফন্দী বার করলেন। তিনি মাত্র নয় জন লোক নিয়ে ক্যাওনাবোর আড্ডাতে গিয়ে জানালেন তিনি সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা করতে চান; আর সর্দ্দারের জন্য তিনি অনেক উপহার পাঠায়ে দিলেন। উপহারের জিনিষের মধ্যে ছিল রূপোর মত চক্‌চকে দু'গাছি লোহার শিকল। সে দুটি ঝন ঝন ক'রে বাজিয়ে সর্দ্দারের সামনে রাখা হ'ল। সর্দ্দার কখনও লোহার জিনিষ

দেখেনি,—ও শিকল দেখে লোভে সর্দ্দারের চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছিল।

ওজেদা ক্যাওনাবোর নিকট গিয়ে বলল—"তোমাকে এদেশের রাজা করতে চাই; অমন সুন্দর রাজার গহনা পরতে হ'লে নদীর জলে নেমে স্নান করতে হয়। ও গহনা প'রে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে তোমায় তোমার লোকদের মাঝে ঘুরিয়ে নি'য়ে আসবো। তখন তারা তোমায় দেখে দেবতার মতো মেনে নেবে।"

ক্যাওনাবোর লোভ হ'ল; সে তার আড্ডা ছেড়ে একটু দূরে নদীতে স্নান করতে গেল। ওজেদাও ঘোড়া ও শিকল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলল। যখন সর্দ্দার দুহাতের পাঁজাতে শিকল দুগাছি প'রে ঘোড়ার উপর চাপল, ওজেদা চট ক'রে এক লাফে তার পেছন দিকটাতে ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে ঘোড়া খুব জোরে চালিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে ওজেদা এসে নিজেদের দলে মিশল; তখন সবাই ক্যাওনাবোকে বন্দী ক'রে রেখে দিলে।

এই সংবাদ শুনে গুয়াকানাগারী ছাড়া আর সব সর্দ্দার মি'লে সাহেবদের চারদিক থেকে আক্রমণ করলে। কলাম্বাসের মাত্র দুইশো লোক, আর শত্রুরা সংখ্যায় অনেক। কিন্তু সাহেবদের খুব বড় বড় শিকারী কুকুর ছিল। সাহেবদের বন্দুকের গুলিতে দলে দলে লোক মারা পড়তে লাগল। বেগতিক দেখে ইণ্ডিয়ানরা যখন পালাতে সুরু করলে, কুকুরগুলি তাদের লেলিয়ে দেওয়া হ'ল। ঘোড়ার পায়ের ধাক্কায় আর কুকুরের কামড়ে অসভ্যরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে চারিদিকে পালিয়ে গেল।

কলাম্বাসের মনে খুব কষ্ট হ'ল এতগুলো লোক মারা পড়ল দেখে। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ না করলে তাঁরা সবাই সেবার মারা পড়তেন। অসভ্যরাই প্রথমে আক্রমণ না করলে তিনি কখনও যুদ্ধে নামতেন না।

এড্‌মিরাল ঠিক করলেন নিজে এবার দেশে গিয়ে এই দেশের সব ব্যাপারের ঠিক খবর রাজা-রাণীকে জানাবেন। ইসাবেলা বন্দরে ছয়খানি জাহাজ ছিল। কলাম্বাস ওগুলো নিয়ে দেশে যাত্রা করবেন এমন সময় প্রবল ঘূর্ণিবায়ু উঠে; তাতে তিনখানি জাহাজ ডু'বে যায় দু'খানি ডাঙ্গাতে ঠেকে ভেঙ্গে যায়। নিনা জাহাজখানি কোনমতে এবার বেঁচে গিয়েছিল।

কলাম্বাস ভাঙ্গা জাহাজের একখানি সারিয়ে নিয়ে তাতে আর নিনা জাহাজটিতে অনেকখানি সোনা ও ওদেশের নানা রকমের পাখী, ফল, শাকসব্জী বোঝাই ক'রে দেশের দিকে যাত্রা করলেন। সেদিন ছিল ১০ই মার্চ্চ, ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

সেই জাহাজে বন্দী সর্দ্দার ক্যাওনাবো ছিল। স্পেনে নিয়ে গিয়ে তার বিচার হবে—কলাম্বাস ঠিক করেছিলেন।

৯

দক্ষিণ আমেরিকায়—কলাম্বাস

(তৃতীয় যাত্রা)

অনেক কষ্ট স'য়ে কলাম্বাস জুনের মাঝামাঝি ক্যাদিজ বন্দরে পৌঁছলেন। পথে সর্দ্দার ক্যাওনাবো মারা যায়; সে সময়ে তিনখানি জাহাজ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দিকে যাচ্ছিল। তিনি ঐ জাহাজের এক কাপ্তেনের হাত দিয়ে এক চিঠি পাঠালেন তাঁর ভায়ের কাছে। নতুন উপনিবেশটি কিরূপে চালানো উচিত, ঐ চিঠিতে তার অনেক উপদেশ ছিল।

স্পেনে পৌঁছে দেখলেন, তাঁর শত্রুরা বেশী কিছু ক'রে উঠতে পারে নি। রাজা ও রাণী তাঁকে এবারও খুব শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর জন্য নতুন একটি জাহাজের বহর তৈরী করার আদেশ হ'ল; এডমিরাল্ উপাধি তাঁর পরে তাঁর ছেলেরা পাবেন—এও ঠিক হ'য়ে গেল।

এবারও জাহাজের নতুন বহর সাজাবার ভার পড়ল কলাম্বাসের চির-শত্রু ফন্‌সেকার ওপর। সে তো এখন আর সামান্য পাদরী নয়, এখন সে একজন বড় বিসপ্। যতই কলাম্বাসের খুব সুখ্যাতি হচ্ছিল, তাঁর প্রতি ফন্‌সেকার ঈর্ষ্যা ততই বেড়ে যাচ্ছিল। সে জাহাজ সাজাতে কেবলি দেরী করতেছিল; আর পচা মাংস, ভেজাল খাদ্য, পুরানো পাল, রশি, পুরানো পিপাতে জলোমদ—এই সব দিয়ে কলাম্বাসের জাহাজ ভর্ত্তি ক'রে দিচ্ছিল।

এরূপে ফন্‌সেকা দু'বছর দেরী করে। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলাম্বাস আবার যাত্রা করলেন। আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝামাঝি গিয়ে কয়েকখানি জাহাজ হিস্পানিওলাতে পাঠালেন তাঁর ভাইয়ের কাছে, আর নিজে চারখানি জাহাজ নিয়ে আরও দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে নতুন দেশের খোঁজে চললেন।

জুলাই মাসের প্রথম দিন তিনি একটি দ্বীপে তিনটি পাহাড়ের চূড়া দেখতে পান,—তাই ওদেশের নাম দিলেন ত্রিনিদাদ। এই দ্বীপটি দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূব উপকূলের খুব কাছে। ত্রিনিদাদ্ ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে যে প্রণালী রয়েছে তার ভেতর অনেক ডোবা পাহাড় আছে ; জলের স্রোতও ওখানে খুব বেশী। স্রোতের ধাক্কা ডোবা পাহাড়ের গায়ে লেগে সাগরের জল টগ্‌বগ্ করে যেন ফুটছিল। অতি কৌশলে কলাম্বাসকে ওই প্রণালী দিয়ে জাহাজ চালাতে হয়েছিল। তিনি সারারাত জেগে জাহাজ চালিয়েছিলেন। জোয়ারের সময় সাগরের এমন একটি ঢেউ তিনি দেখেছিলেন যে উহা তাঁর জাহাজের মাস্তুলের সমান উঁচু ছিল !

কিন্তু তাঁর সেই ছোট নিনা জাহাজখানি রাজহাঁসের মতো ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে নাচতে ঢেউয়ের চূড়ায় চ'ড়ে পার হ'য়ে গেল। তার পরদিন তিনি গিয়ে পড়লেন প্যারিয়া উপসাগরে। ওখানে দেখতে পেলেন সাগরের জল খুব মিঠে। তাতে তাঁর মনে হ'ল নিশ্চয়ই ওখানে খুব বড় একটি নদী মহাদেশ হ'তে এসে পড়েছে,—নদীর ভাটী জল আর সমুদ্রের জোয়ার দু'দিকের

ধাক্কাতে অত বড় ঢেউ হয়েছিল। তিনি কূলের কাছে নোঙ্গর ক'রে রইলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই আর সব জাহাজ সেই উপসাগরে এসে পৌঁছল; ডাঙ্গাতে গাছপালার মধ্যে অসংখ্য বানর লাফালাফি করছিল; প্রথমে লোকজন কিছুই দেখা গেল না। দু'তিন দিনের পর ডিঙ্গী নিয়ে অনেক লোক আসতে দেখা গেল; এডমিরাল ইসারাতে জানিয়ে দিলেন তিনি তাদের সঙ্গে ভাব করতে চান। ওদের মুখেই তিনি প্রথম জানতে পারেন,—ও জায়গার নাম প্যারিয়া উপসাগর।

উপকূলের কাছ দিয়ে জাহাজ চালিয়ে নেবার সময় লোকদের সঙ্গে আলাপ হ'তে লাগল। অনেক ইণ্ডিয়ান মেয়ের গলাতে তিনি সুন্দর সুন্দর মুক্তার হার, সোনার কলার দেখতে পান। তিনি খোঁজ ক'রে ওদের কাছ থেকে জানতে পার্‌লেন, নিকটে একটি দ্বীপের ডাঙ্গাতে ঢের ঝিনুক পাওয়া যায়; ওসব ঝিনুক থেকে মেয়েরা মুক্তা কুড়িয়ে আনে; আর ওদেশের পাহাড় হ'তে সোনা পাওয়া যায়। ওখানে ঘু'রে ঘু'রে কলাম্বাস আরও অনেক দ্বীপ দেখে নিলেন। তখনও তাঁর ধারণা ছিল ওগুলো এসিয়ার পূর্ব্ব উপকূলের দ্বীপ; আর প্যারিয়া উপসাগরের তীরে যে জায়গা, উহা এসিয়া মহাদেশ হবে। ওটা যে দক্ষিণ আমেরিকা তিনি তখনো তা জানতে পারেন নি।

এ সময় কলাম্বাসের চোখের অসুখ হ'য়ে পড়ল। তাই তিনি হিস্পানিওলাতে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করবেন ঠিক করলেন।

ও সব অঞ্চলে সমুদ্রের স্রোত খুব বেশী ছিল; তাই অতি কষ্টে তিনি পাঁচ দিন পরে হিস্পানিওলাতে পৌঁছলেন।

ওদিকে বার্থালোমিউ তাঁর দাদার আদেশ মত হিস্পানিওলার (হেইতী) দক্ষিণ উপকূলে এক নতুন সহর বসিয়েছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন, সাঁ ডোমিঙ্গো,—তাঁদের বাপ ডোমিনিকোর নামে। ঐ সহরের নাম থেকে আজকাল হেইতী দ্বীপের ওঅঞ্চলকে সাঁ ডোমিঙ্গো রাজ্য বলা হয়। এই সহরটি ওরাজ্যের এখনকার রাজধানী। নতুন সহর বসাবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহেবরা সবাই ইসাবেলা সহর ছেড়ে ওখানে এসে পড়ল।

কলাম্বাস প্রায় আড়াই বৎসর হিস্পানিওলার বাহিরে কাটিয়েছেন; এ সময় ওদেশে ভিতরে বাহিরে নানা অশান্তি ঘনিয়ে উঠেছিল। বার্থলোমিউ ইতালীর লোক ব'লে স্পানিয়ার্ড্‌রা অনেক সময় তাঁকে মানতে চাইত না। ওদিকে ইণ্ডিয়ানদের পরাজিত ক'রে তাদের দেশ দখল করেছেন ব'লে তিনি ইণ্ডিয়ানদের ওপর কর বসালেন; তারা কিন্তু সাহেবদের খাজানা দিতে অস্বীকার করল। আগে তারা যার যেমন খুসি সামান্য পরিশ্রম ক'রে সুখে দিন কাটাত; এখন অত সোনা চাই, অতখানি রুটিফল মজুত করতে হবে, অতখানি তূলো খাজনা দিতে হবে,—সাহেবদের এই সব যোগাতে তাদের খাটুনী খুব বেড়ে গেল। তাই ইণ্ডিয়ানরা খুব বিগড়ে যেতে লাগল।

এমন সময় কলাম্বাসের ওখানে উপস্থিত হওয়া খুব দরকার হ'য়ে পড়েছিল। ঘরে বাইরে বিদ্রোহের অশান্তি, কারো ওপর

কারো বিশ্বাস নেই—তখন কলাম্বাসের জন্য যেন সবাই প্রতীক্ষা করছিল। তার উপর এক নূতন সমস্যা উপস্থিত! কলাম্বাসের অধীনে ওজেদা নামে একজন সহকারী ছিল; সে স্পেনের রাজা ও রাণীর অনুমতি নিয়ে এক নৌবহরের অধ্যক্ষ হ'য়ে কিছুদিন পূর্ব্বেই এসে ও অঞ্চলে কলাম্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাড়িয়েছিল। রাজারাণী কলাম্বাসের সঙ্গে সর্ত্ত করেছিলেন,—"ওদেশে যা কিছু আবিষ্কার হবে কলাম্বাস স্পেন রাজের নামে তা শাসন করবেন।" ওজেদাকে দেশ আবিষ্কার করবার অনুমতি দিয়ে তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখলেন না।

কলাম্বাস রোগে জীর্ণ শীর্ণ হ'য়েই এবার হেইতী দ্বীপে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসল। তিনি ওদেশের বিদ্রোহীদের খুব দয়া দেখিয়ে তাদের সর্দ্দার রোলদানকে বন্দী ক'রে রাখলেন। কলম্বাসের ফেরবার আগেই ওজেদা এই সর্দ্দারের সঙ্গে বিষম বিবাদ বাধিয়েছিল। যে সব লোক সোনার লোভে ওদেশে গিয়ে পড়েছিল তারা দেখতে পেলে যে সোনা ত আর হাত বাড়ালেই মিলে না; কাজেই তারা চাষবাস করতে সুরু করলে। ও দেশের জমি খুব উর্ব্বরা; সামান্য পরিশ্রমেই খুব ফসল লোকেরা তুলতে লাগল। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কৃষি, বাণিজ্য, শাসন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াল।

ওজেদা হেইতী দ্বীপে বিশেষ কোন সুবিধা করতে না পেরে ওখান হ'তে বাহামা দ্বীপে গিয়ে অনেক ইণ্ডিয়ানকে ধ'রে জাহাজে পূ'রে স্পেনে বিক্রী করার জন্য নিয়ে গেল।

এখানে ওজেদার বিষয় কিছু বলা দরকার। সে স্পেনের রাজার পরওয়ানা নিয়ে ক্যাদিজ্ বন্দর থেকে রওয়ানা হয়েছিল ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। সমুদ্রে পথ হারিয়ে সে গিয়ে পৌঁছে প্যারিয়া উপসাগরে ;—সেখান থেকে আরও পশ্চিমে একটি বড় উপসাগরে গিয়ে পড়ে। সেখানকার লোকেরা অগভীর জলের মধ্যে কাঠের খুঁটি পুতে তার ওপর মাঁচা তৈরী ক'রে বাড়ী বাঁধত ; তাই ও দেশের নাম দেওয়া হয়েছিল ছোট ভিনিস্ বা ভিনিজুয়েলা, কারণ ভিনিসের বাড়ীগুলো জলের ওপর তৈরী। ভিনিজুয়েলা থেকে কলাম্বাসের ফিরবার আগেই সে হিস্পানিওলাতে গিয়েছিল, পূর্ব্বেই তা বলা হয়েছে।

ওজেদার এ যাত্রায় একটি সামান্য ঘটনা হ'তে পশ্চিম মহাদেশের নাম আমেরিকা হয়ে যায়। সকলের আগে কলাম্বাসই ওদেশে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু ওদেশের নাম কলাম্বিয়া হ'ল না। তার কারণ সংক্ষেপে বলা হচ্ছে।

ওজেদার জাহাজে একজন রসদের দালাল ছিল—নাম আমেরিগো ভেস্‌পুচি। তার বাড়ী ছিল জেনোয়াতে; সে জাহাজের রসদ জোগাত। বয়স তখন তার পঞ্চাশের কাছাকাছি ; সে এবার ওজেদার সঙ্গে জু'টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপে আসে। ওজেদার সাথে সে স্পেনে ফিরে যায় ; দেশে গিয়ে সে তার সমুদ্র যাত্রার এক চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সে ওদেশে গিয়েছিল মাত্র সেই একবার, কিন্তু প্রবন্ধে প্রকাশ ক'রে দিলে সে ওদেশে চারবার ঘু'রে এসেছে। ওজেদার সঙ্গে সেই একবার ছাড়া সে

আর কখনও পশ্চিমমুখো হয় নি। কিন্তু সে তার কাল্পনিক ভ্রমণকাহিনীতে ওসব দেশের বিবরণ এমন চমৎকার ক'রে লিখেছিল যে ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষাতে সেই প্রবন্ধের অনুবাদ হ'য়ে যায়। অনেক লোক তার সেই সব অদ্ভুত, আজগুবি বর্ণনা প'ড়ে মনে করতে লাগল, আমেরিগো বুঝি একজন খুব বড় আবিষ্কারক হবে। একজন জার্ম্মান ওই প্রবন্ধের বিষয় নিয়ে এক বইতে লিখে ফেলল,—ও মহাদেশের নাম **"আমেরিকা"** দেওয়া হোক। তখনকার দিনে যারা মানচিত্র তৈরী করত, তারা সেই ইঙ্গিত পেয়ে নতুন মহাদেশের নাম "আমেরিকা" দিয়ে মানচিত্র আঁকতে সুরু করলে। কলাম্বাস যে বহুপূর্ব্বে ওদেশে গিয়েছিলেন সে কথা চাপা পড়ে গেল।

কলাম্বাসের নামের দু'এক ফোঁটা চিহ্ন নতুন মহাদেশের দু' একটি জায়গাতে দেখা যায়,—পানামা খালের মুখে কোলন নামে ছোট একটি বন্দর, আর উত্তর আমেরিকায় কোলাম্বিয়া প্রদেশ।

এখন কলাম্বাসের বিষয়ে ফিরে আসা যাক। তিনি জানতেন না স্পেন রাজ্যে তাঁর শত্রুরা মিলে তাঁর কি সর্ব্বনাশ করবার যোগাড় করছে। যে সব লোক সোনার লোভে ওদেশে গিয়ে হতাশ হ'য়ে স্পেনে ফিরেছিল—তাদের কাছ থেকে কলাম্বাসের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অপবাদ সংগ্রহ ক'রে কলম্বাসের শত্রু বিসপ ফন্‌সেকা সেগুলো দশগুণ বাড়িয়ে রাজার কানে তুলত।

কলাম্বাসের ছেলে দুটি রাণীর কাছে থাকত। রাজসভাতে বাপের নানা নিন্দা, কুৎসা তাদের শুনতে হ'ত; কিন্তু মুখ ফু'টে

তার কোন প্রতিবাদ তারা করতে পারত না। দিনের পর দিন নানা কথা শু'নে রাজার মন একেবারে বদলে গেল; রাজা ঠিক করলেন,—"কলাম্বাসের বিরুদ্ধে যা শোনা যাচ্ছে তার অনুসন্ধান করার জন্ত কতগুলি লোক ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপে পাঠানো যাবে।" রাণী কলাম্বাসকে খুব বিশ্বাস করতেন; কিন্তু তাঁকেও অবশেষে রাজার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হ'ল।

ফন্‌সেকার পরামর্শে রাজা বোবাডিলা নামে একজন ভারি দুষ্ট, দুর্দ্দান্ত লোকের ওপর এই অনুসন্ধানের ভার দিলেন। রাজা-রাণীর ইচ্ছা ছিল কলাম্বাসের বিরুদ্ধে যা যা শোনা যাচ্ছে তা সত্য কিনা ঠিক করা।

বোবাডিলা যখন গিয়ে হিস্পানিওলাতে পৌঁছলেন, তখন কলাম্বাস ও দ্বীপের মাঝে দূরে এক জায়গাতে গিয়েছিলেন; বার্থ-লোমিউও আর এক অঞ্চলে ছিলেন। তখন কেবল জেমস্ সাঁ ডোমিঙ্গোতে। সে ছিল নেহাত ভাল মানুষ।

বোবাডিলা পৌঁছেই প্রচার ক'রে দিলে, সে রাজা ও রাণীর হুকুমে ওদেশের শাসনকর্ত্তা হ'য়ে এসেছে। সে কলাম্বাসের ঘরের দরজা ভেঙ্গে টাকাকড়ি, কাগজ পত্র, নকশা, বই যা কিছু পেলে সব লুঠে নিলে। সেখানকার জেল খানার দরজা খু'লে দিয়ে কয়েদীদিগকে ছেড়ে দিয়ে তাদিগকে কলাম্বাসের বিরুদ্ধে চালাতে লাগল।

এ খবর শুনতে পেয়ে কলাম্বাস ওখানে তাড়াতাড়ি চ'লে এলেন। কলাম্বাস ইচ্ছা করলে বোবাডিলাকে ধ'রে জেলে পূরতে

পারতেন,—তখনও সেখানে তাঁর অতখানি ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ধীর, স্থির ভাবে সব শু'নে, রাজার আদেশ মনে ক'রে তিনি সব মাথা পেতে মেনে নিলেন। রাজারাণী তাঁর ওপর সন্দেহ করেছেন এই কথা শুনেই দুঃখে অপমানে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি তবুও ধৈর্য্য হারালেন না। কলাম্বাস, বার্থলোমিউ ও জেমস্—এই তিন ভাইকে হাতকড়ি দিয়ে বোবাডিলা স্পেনে পাঠিয়ে দিলে।

তাঁরা কেউ কোন প্রতিবাদ করলেন না ;—তাঁরা নিজে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী একথা বেশ জানতেন ; তাঁদের ধারণা ছিল স্পেনে পৌঁছে তাঁরা জগতকে জানিয়ে দেবেন—যে রাজা ও রাণীর রাজ্য ও গৌরব বাড়াবার জন্য তাঁরা নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে বিপদকে বরণ করেছেন—সেই রাজা ও রাণীর কৃপায় তাদের হাতে কড়ি, পায়ে বেড়ী পড়েছে।

ফলে তাহাই হ'ল। যখন তিন ভাইকে হাত কড়ি দিয়ে স্পেনে আনা হ'ল, আর সে সংবাদ রাজা ও রাণীর কানে গেল, তখন তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন,—বোবাডিলা কত অন্যায় করেছে! রাণী সে সংবাদ শু'নেই কেঁদে ফেললেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, "ওদের শিকল এখনি খুলে ফেলো।" তিনি কলাম্বাসকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলেন, যেন ভাল পোষাক প'রে তাঁরা রাজার দরবারে উপস্থিত হ'তে পারেন।

রাজদরবারে কলাম্বাস যখন উপস্থিত হলেন, সে কি করুণ দৃশ্য! এর আগের বার বিজয়ী বীরের মতো তিনি বুক ফুলিয়ে এসেছিলেন, —তাঁর চোখেমুখে কি এক অপরূপ মহিমার জ্যোতি ফু'টে

উঠেছিল! আর এবার? তাঁর মুখ মলিন, চোখের ওপর সংশয় ও চিন্তার আঁধার যেন কালী ঢেলে দিয়েছে। অপমানে, ঘৃণায়, লজ্জাতে কলাম্বাসের হৃদয় যেন অসাড় হ'য়ে পড়ছিল।

তিনি একটি কথাও বলতে পারলেন না। তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি রাজারাণীর সম্মুখে এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়লেন। তা দেখে রাজা রাণীর মন একেবারে গ'লে গেল। দু'জনে সিংহাসন থেকে এক সাথে উ'ঠে হাত ধ'রে কলাম্বাসকে তু'লে নিলেন। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে রাণী বললেন,—"বোবাডিলা বড় অন্যায় করেছে; এমন সব কাজ করার অধিকার তাকে দেওয়া হয় নি। তাকে পদচ্যুত ক'রে শীঘ্রই এদেশে এনে শাস্তি দেওয়া হবে।"

এবারও স্পেন-রাজের ভুল হ'ল। নিকোলাস্ ওভাণ্ডো নামে আর একটি লোককে বোবাডিলার জায়গায় গভর্ণর ক'রে পাঠানো হ'ল। সে লোকটি যেমন মূর্খ তেমনি স্বার্থপর ছিল; আর তার প্রকৃতি পশুর মত হিংস্র ছিল। অনেকগুলি জাহাজ ও লোক নিয়ে সে চলল ওদেশের দিকে। তার সঙ্গে লা ক্যাসা নামে একজন ঐতিহাসিক ছিলেন, তিনি ঐ সময়ের নিখুঁত ছবি এঁকে গিয়েছেন।

কিন্তু এডমির‍্যাল স্পেনে ব'সে থাকবার লোক ছিলেন না। নতুন দেশের খোঁজে বেরিয়ে পড়বার নেশা তখনো তাঁর খুব প্রবল,—বয়স যদিও তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। দৃষ্টিশক্তি তাঁর ক'মে গিয়েছিল, গেঁটে বাতে শরীর প্রায় অচল হ'য়ে উঠেছিল।

তবুও তাঁর মনপ্রাণ আট্‌লান্টিক্ সাগরের পরপারে অজানা দেশের খোঁজে ঘু'রে বেড়াচ্ছিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপের পশ্চিমে কোন্ মহাদেশ রয়েছে তা কি ক'রে আবিষ্কার করবেন,—কেবল তাই ভাবছিলেন।

তিনি এবার নতুন জাহাজের বহর নিয়ে হেইতী দ্বীপের আরো পশ্চিম দিক দিয়ে যাবেন ঠিক করলেন। ওদ্বীপে তিনি বড়ো লাঞ্ছিত হয়েছেন, তাই ওখানে আর যেতে ইচ্ছা ছিল না। তাঁর টাকাকড়ি, ধনসম্পদ সব বোবাডিলা লু'ঠে নিয়েছিল,—তাতে তাঁর দুঃখ ছিল না; কিন্তু তাঁর আবিষ্কারের সব, কাগজপত্র, নক্‌সা প্রভৃতি যে নষ্ট হয়ে গেল, তাতেই তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল।

তাঁর ভাই জেমস্ সন্ন্যাসী হয়ে কোন এক মঠে জীবন কাটাবেন, ঠিক করলেন। এবার কলাম্বাস তাঁর ছোট ছেলেকে সাথে নেবেন, বড় ছেলে রাজপরিবারে আগের মত কাজ করবে এই স্থির হ'ল। তাঁর ছোট ছেলের বয়স তখন মাত্র ১৪ বৎসর।

তাঁর যা সামান্য বিষয় ছিল তার একটা উইল করলেন। তিনি স্পেনে এসে কিছুই সঞ্চয় করতে পারেন নি, তাঁর কতগুলি ফাঁকা উপাধি জুটেছিল মাত্র। টাকা কড়ির দিকে তাঁর টান ছিলই না। যা কিছু সামান্য সম্বল ছিল তার একটা ব্যবস্থা ক'রে নিশ্চিন্ত মনে তিনি যাত্রা করলেন।

১০

ভেরিয়েন্ যোজকে—কলাম্বাস ; শেষযাত্রা

এইবার কলাম্বাসের জীবনে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। দেশ যু'ড়ে তাঁর নাম র'টে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর হাতে টাকাকড়ি কিছুই ছিল না ; তিনি অনেক কষ্টে মাত্র চারখানি জাহাজ যোগাড় ক'রে নিলেন।

তিনি নিজে উঠলেন ক্যাপিটানা জাহাজে—তাতে মাত্র আঠারো কি উনিশ শ মণ বোঝাই ধরত ; স্যান্‌সিয়াগো জাহাজের কাপ্তান হ'ল পোর্‌রাস্ নামে দুভাই। এরা দু'জনে মি'লে খুব শঠতা ক'রে পরে কলাম্বাসের সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করেছিল। গ্যালেগা নামে আর একটি জাহাজের কাপ্তান হ'লেন বার্থলোমিউ। এই তিনটি ছাড়া আরো একটি ছোট জাহাজ এই সঙ্গে ছিল।

এই চারিটি জাহাজে মাত্র ১৪৩ জন লোক নিয়ে কলাম্বাস ক্যাদিজ্ বন্দর হ'তে রওনা হ'লেন। সেদিন ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে। এই সব লোকদের মধ্যে প্রায় ৬২ জন ছেলে ছিল, তাদের মধ্যে কলাম্বাসের ছোট ছেলে ফার্দ্দিনান্দ্ একজন ; বয়স তখন তার ১৪ বৎসর।

জুন মাসের শেষাশেষি কলাম্বাস হেইতী দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে সাঁ ডোমিঙ্গো সহরে এসে পৌঁছলেন। এর দুমাস আগেই ওভাণ্ডো

ওদেশের গভর্ণর হয়ে আসে। সে ওখানে এসেই বোবাডিলা ও রোল্‌দান্‌কে গ্রেপ্তার ক'রে স্পেনে পাঠিয়ে দেবার যোগাড় করতেছিল। ঠিক সেই সময় কলাম্বাস ওখানে এসে উপস্থিত হন।

এর মধ্যে কলাম্বাসের গ্যালেগা জাহাজখানির তলাতে ফুটো হয়ে খুব জল উঠ্‌ছিল। উহা সারানো দরকার মনে ক'রে জাহাজখানি ডাঙ্গার কাছে ভিড়াবেন আর যদি সুবিধা হয় তার বদলে ওভাণ্ডোর কাছ থেকে একখানি নতুন জাহাজ নেবেন,—তা তিনি ওভাণ্ডোকে জানালেন।

বোবাডিলা কলাম্বাসের উপর অত্যাচার করেছিল ব'লেই তাকে শাস্তি দেবার জন্য স্পেনের রাজা ও রাণী ওভাণ্ডোকে ওদেশে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কলাম্বাসের এমনি দুর্ভাগ্য যে ওভাণ্ডো নিজের কোন জাহাজ ত তাঁকে দিলেই না, আরো ব'লে পাঠাল কলাম্বাস যেন আর দেরী না ক'রে ওদেশ থেকে চ'লে যান। সে সময় ওভাণ্ডো সোনা ও অন্যান্য জিনিষ বোঝাই ক'রে আঠার খানি জাহাজ স্পেনে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল; তার একখানিতে বন্দী বোবাডিলা ও রোল্‌দান্‌কে পাঠানো হচ্ছিল।

ওভাণ্ডোর এই দুর্ব্ব্যবহারে কলাম্বাস মনে বড় ব্যথা পেলেন, কিন্তু তা তিনি খুব স্থির হ'য়ে সয়ে গেলেন। যে দেশ তিনি নিজে প্রাণপাত ক'রে আবিষ্কার করেছেন; যাতে উপনিবেশ বসিয়েছেন, গভর্ণর পদের সৃষ্টি করেছেন, সেই দেশে তিনি নাবতেও পারলেন না! তিনি যাবার সময় ওভাণ্ডোর কিছু উপকার করে যাবেন মনে ক'রে তাকে ব'লে গেলেন,—"শীঘ্রই ভীষণ



ঝড় উঠ্‌বে, দেখা যাচ্ছে; তুমি কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে তোমার জাহাজের বহর স্পেনে পাঠিয়ে দিও।" তিনি গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখে শুনে তা বলেছিলেন। তার পর তিনি চললেন পশ্চিম মুখো।

ওভাণ্ডো গভর্ণারের পদ পেয়ে সেই পদের নেশায় বিভোর ছিল; সে কলাম্বাসের কথা গ্রাহ্যই করলে না; সে আঠারখানি জাহাজে জিনিষপত্র বোঝাই ক'রে স্পেনের দিকে পাঠিয়ে দিলে।

কলাম্বাস যা বলেছিলেন তা'ই ঘটল। এমন ঝড় উঠল, যে আঠারোখানি জাহাজের মাঝে চারখানি মাত্র রক্ষা পেল,—বাকী সব সমুদ্রে গেল ডুবে, যে সব জাহাজে সোনা ছিল, বন্দী বোবাডিলা ও রোল্‌দান্ ছিল, সব তলিয়ে গেল। তিনখানি জাহাজ আধা ভাঙা হ'য়ে সাঁ ডোমিঙ্গোতে ফি'রে আসতে বাধ্য হয়। কেবল মাত্র একখানি জাহাজ,—যাতে কলাম্বাসের কিছু জিনিষপত্তর স্পেনরাজের হুকুমে পাঠানো গিয়েছিল,—সেই জাহাজখানিই স্পেনে গিয়ে পৌঁছে।

পশ্চিম পানে যাবার বেলায় কলাম্বাসও বিষম ঝড়ে পড়ে-ছিলেন। এমন তুফান, আর বৃষ্টি, যেন আকাশ ভেঙে পড়বে! সে সময় তিনি দেখেছিলেন, এক বিরাট জলস্তম্ভ বন্ বন্ ক'রে পাকে পাকে ঘু'রে সমুদ্রের ওপর থেকে মেঘের সমান উঁচু হ'য়ে ছুটেছিল, যেন জাহাজগুলোর ওপর চেপে প'ড়ে চারখানিকেই নিমেষে তলিয়ে দেবে।

অনেক কষ্ট সহ্য ক'রে ৩০শে জুলাই কলাম্বাস হন্দুরাস

দেশে এসে পৌঁছলেন। **এই দিনই আমেরিকা মহাদেশে সাহেবদের প্রথম পদার্পণ।** কিন্তু কলাম্বাস তখনো জানতেন না ঐটি আমেরিকা মহাদেশ। তিনি এসিয়া মহাদেশের উপকূলে এসে পড়েছেন,—তখনো তাঁর এই ধারণা ছিল।

হন্দুরাসে এসে জাহাজ থামালেন। কয়েক দিন ওখানে বিশ্রাম ক'রে জাহাজের পাল, রশারশি, হাল, আর যা যা সারবার দরকার সেরে নিলেন। তার পর উপকূলের কিনার দিয়ে চলতে লাগলেন। এই সময় প্রায় ৮৮দিন ধ'রে ঝড় বৃষ্টি লেগেই রইল। আকাশ রোজই মেঘে ঢাকা থাকত; সূর্য্যচন্দ্র কিছুই দেখা যে'ত না। ঝড়ের দাপটে জাহাজের পাল নেকড়ার মতো টুকরা টুকরা হ'য়ে ছিড়ে যায়। জাহাজের অনেক জিনিষ পত্তর এই সময় ঝড় জলে একেবারে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল।

কলাম্বাস এক জায়গাতে এসে নাবলেন। সে দেশের ইণ্ডিয়ান্‌দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তারা গায়ে সোনার পাত পরত। যে জায়গা থেকে ওরা সোনা আনতো তার নাম দিয়েছিল "ভিরাগুয়া"। পরে কলাম্বাসের ছেলেকে "ভিরাগুয়ার ডিউক", উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর বংশধরেরা আজও সেই উপাধিতে পরিচিত।

সে দেশে ইণ্ডিয়ানরা খুব ভুট্টার চাষ করত। লাল আর সাদা এক রকমের কলাই সে দেশে জন্মাত। ইণ্ডিয়ানদের খুসি ক'রে সাহেবরা সে দেশের নানা খাদ্যদ্রব্য যোগাড় ক'রে নিত। এই

ইণ্ডিয়ানরা এক নতুন জাত বলেই তাঁর বোধ হ'ল। তারা দেখতে তেমন লম্বা নয়, শরীরের গড়নও ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপের লোকদের চেয়ে সুন্দর; তারা ওদের চেয়ে বেশী সভ্য ছিল; খুব উঁচু বাঁশের ঘর তৈরী করত, লম্বা লম্বা সিঁড়ি দিয়ে তাতে উঠতে হয়। তারা সূতোর কাপড় তৈরী ক'রে পরত; তাদের ধনু, তীর, লোহার বর্শা ইত্যাদি অনেক অস্ত্র শস্ত্র ছিল। অক্‌টোবর মাসে কলাম্বাস ভিরাগুয়াতে পৌঁছলেন। আজকাল যেখান থেকে পানামা খাল সুরু হয়েছে ওখানে। ঐ জায়গাতে কলাম্বাস কয়েক মাস ছিলেন। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন ইণ্ডিয়ানদের এক সর্দ্দারের সঙ্গে এক পাহাড়ের চূড়াতে উ'ঠে ঐ দেশটি দেখে নিলেন। অমন সুজলা, সুফলা দেশ দেখে তাঁর ইচ্ছা হ'ল সেখানে একটি উপনিবেশ স্থাপন করবেন।

ইণ্ডিয়ানরা যখন বুঝতে পার্‌লে, যে সাহেবরা ওদেশে বাস করতে চায়, তখন তাদের সন্দেহ হ'ল। ভিরাগুয়ায় সর্দ্দার কুইবিয়ান তার দলবল নিয়ে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগল। বার্থলোমিউ এ সময় কলাম্বাসকে পরামর্শ দিলেন,—"যদি কোন ছলে সর্দ্দারকে জাহাজে এনে আটক ক'রে রাখা যায়, তা হ'লে সর্দ্দারের লোকেরা সহজেই বশে আসবে।"

বার্থলোমিউ খুব কৌশলে কুইবিয়ানকে জাহাজে এনে আটক ক'রে রাখলেন; তারপর নিজে তার লোকজনদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য ডাঙ্গায় নেমে গেলেন। এদিকে সর্দ্দার কিন্তু জাহাজ থেকে পালিয়ে তার দলে গিয়ে জুটল।

এর মধ্যে সাহেবরা ওখানে একটি কেল্লা তৈরী ক'রে ফেলেছিল। বার্থলোমিউ সেখানে ছিলেন। কুইবিয়ান তখনি তার দলবল নিয়ে সেই কেল্লা ঘি'রে ফেললে।

কলাম্বাস দেখলেন বার্থলোমিউর ভারি বিপদ। তিনি এক নৌকাতে ক'রে কতকগুলি লোক তাঁর ভায়ের কাছে পাঠালেন। ইণ্ডিয়ানরা তাদের একজন ছাড়া আর সব ক'টিকে মেরে ফেলে। কলাম্বাসের কাছে মাত্র আর একখানি নৌকা ছিল,—ঐ নৌকায় ক'রে আর একদল খুব সাহসী লোক মেণ্ডেজের অধীনে পাঠানো হ'ল। ওরা অতি কষ্টে বার্থলোমিউকে উদ্ধার করে। কলাম্বাস নিতান্ত নিরাশ হ'য়ে হিস্পানিওলার দিকে ফিরলেন। তাঁর নতুন মহাদেশের আর আবিষ্কার করা হ'ল না।

এ যাত্রাতে তাঁকে ভীষণ ঝড়ের ভিতর দিয়ে ফিরতে হ'ল। এমন সাংঘাতিক সমুদ্রের ঢেউ তিনি আগে আর কখনো দেখেন নি। এক একটি ঢেউ পাহাড়ের মতো ফু'লে উ'ঠে ভীষণ শব্দে তূলোর মতো একরাশি ফেণা উদ্গার ক'রে চৌচীর হ'য়ে ফেটে পড়ছিল। এক একবার জাহাজগুলি রসাতলে যাচ্ছে, এমন মনে হ'ত। বড় বড় আগুনের চুলোর ওপর প্রকাণ্ড কড়ায় জল যেমন ক'রে টগবগ ক'রে ফুট্‌তে থাকে, সমুদ্রের জলও তেমন ক'রে দিগ্‌ দিগন্ত জু'ড়ে ফুট্‌ছিল। মেঘলা আকাশের ফাঁক দিয়ে সময় সময় সন্ধ্যার একটু লাল আলো যখন সমুদ্রের অশান্ত ঢেউয়ের ওপর ছড়িয়ে পড়ত, তখন মনে হত রক্তের সাগর ফেণিয়ে ফেণিয়ে ফোঁফাচ্ছে। মেঘগুলি এক একটি মাতাল দৈত্যের মতো আকাশের

এপার হ'তে ওপারে ছু'টে বেড়াচ্ছে,—বিজলীর ঝিলিক, বজ্রের গর্জ্জন আর ঝড়ের মাতামাতিতে আকাশ তোলপাড় হচ্ছিল। এক একবার কলাম্বাসের মনে হ'ত ঝড়ের এক ধাক্কাতে জাহাজগুলো চুরমার হ'য়ে যেন ধূলোর মত দিগ্‌দিগন্তে উড়ে যাবে। তার ওপর ছিল মুষলধারে বৃষ্টি,—দিনরাত তার বিরাম নেই,—যেন সারা পৃথিবী প্রলয়ের জলে ডু'বে যাবে।

এই বিপদে কলাম্বাসের তু'খানি জাহাজ একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। লোক-লস্কর, জিনিষপত্তর অপর তু'খানিতে বোঝাই ক'রে কয়েক মাস পরে ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি জ্যামেকা দ্বীপে পৌঁছেন।

এ তু'খানি জাহাজেও খুব জল ঢুকত। মাঝিমাল্লা সবাই মিলে রোজ জল সিচে সিচে এতদিন জাহাজ তু'টি চালিয়েছে। জ্যামেকাতে পৌঁছে জাহাজ তু'খানি বালির চড়ার ওপর ঠেসাঠেসি ক'রে তু'লে রাখা হ'ল।

ওদেশের লোকেরা প্রথমে খুব শক্রতা করতে লাগল। কলাম্বাস অতি কষ্টে তাদের বশ ক'রে তাদের কাছ থেকে কিছু রসদ আর অন্যান্য জিনিষ যোগাড় ক'রে নিলেন। তাদের কাছ হ'তে ১০ খানি ডিঙ্গী কিনে নেওয়া হয়। যাতে তাঁর লোকেরা ওদের উপর কোন উৎপাত করতে না পারে, সে দিকে তিনি কড়া নজর রাখলেন। ওখানে ভাল কাঠ বা ছুতোরের যন্ত্রপাতি কিছুই ছিল না, কাজেই ও তু'টি জাহাজ সেখানে সারিয়ে নেওয়া অসম্ভব হ'য়ে উঠল।

সাঁ ডোমিঙ্গো সহর ওখানে হ'তে ১২০ মাইল দূরে। ওখানে লোক পাঠিয়ে ওভাণ্ডোর কাছে তিনি আবার সাহায্য চাইবেন ঠিক ক'রে ভাবছিলেন,—কা'কে পাঠানো যায়। সাহসী মেণ্ডেজ্ যেতে রাজি হ'ল। কলাম্বাস একখানি লম্বা চিঠি স্পেন রাজের কাছে লি'খে মেণ্ডেজের সঙ্গে দিলেন। সে সাঁ ডোমিঙ্গোতে পৌঁছে ওচিঠি স্পেনে পাঠিয়ে দেবে। সেই চিঠিতে কলাম্বাস তাঁর নিজের দুর্দ্দশার কথা, তাঁর ছেলে দু'টির ভবিষ্যতের কথা লিখেছিলেন।

প্রথমবার মেণ্ডেজ্ চললেন,—কয়েকজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই ইণ্ডিয়ানরা তাঁর নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে তাঁকে খুব মার দিলে। বার্থলোমিউ সেবার নিজে গিয়ে তাঁকে রক্ষা করেন।

মেণ্ডেজ্ আবার চলল ; এবার বেশী কয়েকজন লোক সঙ্গে গেল, আর দাঁড় টানবার জন্য কয়েকটি ইণ্ডিয়ানও সঙ্গে থাকল। তিনদিন পরে দারুণ রোদে আধ পোড়া হ'য়ে, তারা হিস্পানিওলার পশ্চিম উপকূলে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে দু'দিন বিশ্রাম ক'রে ওভাণ্ডোর কাছে তারা চ'লে যায়।

ওভাণ্ডোর মতো নর-পিশাচ খুবই কম দেখা যায়। সে কত রকমে ওদেশে অত্যাচার করত আমরা তা কল্পনাও করতে পারিনে। একটি নমুনা দেওয়া যাচ্ছে। সে একদিন ওদেশের এক সর্দ্দারের বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে এক ভোজের আয়োজন করে ; সেই ভোজে ওদেশের অনেক সর্দ্দারকে নিমন্ত্রণ করা হ'ল। সবাই যখন

ভোজে ব্যস্ত, সে সময় সে তার লোকজন দিয়ে সব সর্দ্দারদের ধ'রে বাড়ীর কাঠের খুঁটির সঙ্গে তাদের বেঁধে ফেল্‌লে; তারপর সেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সর্দ্দারদের জ্যান্ত পু'ড়িয়ে মারল। সে সেদেশের এক রাজকুমারীকে ধরে এ'নে তার ওপর নানা অত্যাচার ক'রে তাকেও ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলেছিল।

ওভাণ্ডোর এসব অত্যাচারের কথা তখনো কলাম্বাসের কানে পৌঁছায় নি। ওভাণ্ডো কলাম্বাসের বিপদের কথা সব জানত। তার ইচ্ছা ছিল কলাম্বাস অভাবে, কষ্টে প'ড়ে ওদেশেই মারা যাক্। তাহ'লে সে নিজের ইচ্ছামত খুব অত্যাচার চালাতে পারবে।

এদিকে কলাম্বাস বড় বিপদে প'ড়ে গেলেন। যে দু'ভাই পোর্‌রাস্‌কে কলাম্বাস কাপ্তান ক'রে সঙ্গে এনেছিলেন তারা বিদ্রোহী হ'য়ে কলাম্বাসের বিরুদ্ধে এক বড় দল পাকিয়ে তুলল। তারা জ্যামেকার নানা জায়গায় গিয়ে লোকদের বাড়ী লুঠ করতে লাগল। তাদের দল বল নিয়ে তারা জ্যামেকার অন্য উপকূলে গিয়ে আড্ডা করল।

ইণ্ডিয়ান্‌রা পোর্‌রাস্‌দের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সাহেবদের তাড়াবার জন্য উ'ঠে প'ড়ে লাগল। কলাম্বাস খুব ফাঁপরে প'ড়ে এক উপায় বে'র করলেন। তিনি গু'ণে দেখলেন ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের এক দিনে চাঁদের গ্রহণ হবে। তাই তিনি সর্দ্দারদের ব'লে পাঠালেন,—"তোমরা যদি সাহেবদের অনিষ্ট করতে থাক,—দেখতে পাবে, অমুক দিনে চাঁদের মুখ কালো হয়ে যাবে—তারপর তোমাদের দেশ আগুনে পু'ড়ে

ছাই হয়ে যাবে।” তা শু’নে সবাই ওই দিনের দিকে তাকিয়ে রইল। গ্রহণের দিনে যখন চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া পড়তে লাগল,—ক্রমে ক্রমে যখন চাঁদের আলো প্রায় নিভে গেল, তখন সবাই ভয়ে আড়ষ্ট। ছায়া যখন চ’লে গেল সর্দ্দাররা অনেক উপহার নিয়ে কলাম্বাসের কাছে এসে ব’লে গেল, তারা সাহেবদের আর শত্রুতা করবে না।

এরূপে প্রায় আটমাস কাটল; মেণ্ডেজ্ কোন খবর নিয়ে এল না। তাতে কলাম্বাস মনে করলেন হয়ত মেণ্ডেজ হিস্পানি-ওলাতে পৌছতে পারেন নি, কিম্বা পথে মারা গেছেন।

একদিন হঠাৎ ওভাণ্ডোর একখানি ছোট জাহাজ এসে কলাম্বাসকে খানিকটা শূয়োরের মাংস আর একপিপা মদ দিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল,—ওভাণ্ডোর এমন কোন জাহাজ নেই যাতে কলাম্বাসের অতগুলো লোককে স্পেনে পাঠানো যায়! জাহাজখানি এই ব’লেই চ’লে গেল।

ও জাহাজটি এসেছিল গোয়েন্দার কাজ করতে,—কিরূপ দুর্দ্দশাতে কলাম্বাস পড়েছেন তা জেনে নিতে। তাতে কলাম্বাসের লোকেরা খুব নিরাশ হ’য়ে উঠল। কিন্তু কলাম্বাস ওভাণ্ডোর এই ঘৃণিত ব্যবহারে মনে খুবই ব্যথা পেলেন, কিন্তু বাহিরে আনন্দের ভাব দেখিয়ে সবাইকে বলতে লাগলেন,—“তোমাদের কোন ভাবনা নেই। শীঘ্রই জাহাজ আসবে—যাতে আমরা স্পেনে চলে যেতে পারবো।”

ওদিকে পোর্‌রাস্ দু’ভাই যখন শুনতে পেলে ওভাণ্ডো

কলাম্বাসকে সাহায্য করতে নারাজ হয়েছে, কলাম্বাসও রোগে, দুর্ভাবনায় কাতর হ'য়ে পড়েছেন, তখন তারা দল বেঁধে এসে কলাম্বাসের লোকদের আক্রমণ করলে।

বার্থলোমিউ ছিলেন খুব সাহসী; আর কলাম্বাসের সঙ্গে যারা ছিল সবাই ছিল তাঁর খুব অনুরক্ত। দু'দলে খুব লড়াই হ'ল; ফ্রান্সিস্ পোর্‌রাস্ বন্দী হ'ল; দলের অন্যান্য লোকেরা কলাম্বাসের কাছে ক্ষমা চাইলে। কলাম্বাসের মন ছিল খুব বড়। তিনি সবাইকে ক্ষমা ক'রে দলে নিলেন।

ওদিকে মেণ্ডেজ্ আট মাস ব'সে ব'সে ওভাণ্ডোর কাছ থেকে কোন সাহায্যই পেতে পারলে না। একদিন যখন ওভাণ্ডো কোন কাজে সাঁ ডোমিঙ্গো হ'তে দূরে এক জায়গায় চ'লে গেছেন, ঠিক সেই সময় সে বন্দরের একখানি জাহাজে মদ, রুটি, মাংস, শূয়োর, ভেড়া, আর ফল একরাশি বোঝাই ক'রে জাহাজখানি নিয়ে একেবারে জ্যামেকাতে কলাম্বাসের কাছে চ'লে গেলেন।

এই নতূন জাহাজ আর রসদ পত্র দেখে কলাম্বাসের লোকদের আনন্দ দেখে কে! তারা সবাই ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন জ্যামেকা হ'তে স্পেনের দিকে রওয়ানা হলো।

যাবার পথে কলাম্বাস হিস্পানিওলাতে পৌঁছে ওভাণ্ডোর অত্যাচারের সব কথা শুনতে পান! তাতে তাঁর মন, প্রাণ একেবারে দমে যায়। স্পানিয়ার্ড্‌রা নিরীহ লোকদের ওপর যে ভয়ানক অত্যাচার করেছে তার কথা মনে ক'রে তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করতেন। তিনি ভগ্ন-মনে, জীর্ণ, শীর্ণ শরীর নিয়ে স্পেনে ফি'রে

গেলেন। রোগে, দুশ্চিন্তায়, অভাবে তাঁর শরীর মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল।

স্পেনে এসেই শুনলেন সহৃদয়া রাণী ইসাবেলা মৃত্যু-শয্যায়। এই রাণীর অপার দয়া, উৎসাহ ও অভয় কলাম্বাসকে সকল দুঃখ, নৈরাশ্য ও বিপদের মধ্যে রক্ষা ক'রে এসেছিল। কিছু দিনের মধ্যেই রাণী মারা যান। তাতে কলাম্বাস নিতান্ত অসহায় হ'য়ে পড়লেন। তখন রাজা নানা লোকের পরামর্শ শু'নে চলতেন; তাঁর ওপর নির্ভর করা যেত না!

কলাম্বাসের টাকাকড়ি, জিনিষ পত্তর—যা বোবাডিলা লুঠে নিয়েছিল তা পাবার জন্য, আর গভর্ণর ও রাজপ্রতিনিধির উপাধি তাঁকে আবার দেবার জন্য তিনি রাজার কাছে অনেক প্রার্থনা করেন,—রাজা তার কোন জবাব দিলেন না।

অবশেষে ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলাম্বাস একটু সুস্থ হ'য়ে রাজা ফার্দ্দিনান্দের দরবারে উপস্থিত হ'লেন। রাজা এবার তাঁকে তেমন আদর অভ্যর্থনা কিছুই করলেন না। এখন কলাম্বাসের মৃত্যু হ'লেই তিনি যেন সুখী হন এমন ভাব দেখালেন!

এত উপেক্ষা, নিরাশা ও অবিচারের ভারে তাঁর শরীর ও মন দিন দিন ভেঙে যেতে লাগল। ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে রাজা ফার্দ্দিনান্দ্ কলাম্বাসের কবরের ওপর একটি লাইন লিখিয়ে দিয়েছিলেন তার অর্থ এই ঃ—

"কলাম্বাস স্পেনকে এক নতূন জগৎ দিয়ে গেছেন।"

১১

মৃত্যুর পরে

কলাম্বাস কত বড় মহাদেশ আবিষ্কার ক'রে গেলেন, তিনি তাঁর মৃত্যুদিন পর্য্যন্তও তা জানতে পারেন নি। তাঁর প্রায় একশো বছর পরেও ইউরোপের লোকেরা উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি। তাই অত বৎসর আগে সামান্য জাহাজ, লোকজন, যন্ত্রপাতি নিয়ে, লোকের মূর্খতা, কুসংস্কারের বাঁধন কেটে মহাসাগরের পরপারে এক মহাদেশ আবিষ্কার করতে যাওয়া কত বড় সাহসের কাজ তা আমাদের ধারণারও বাহিরে। তিনি অনেক প্রতিকূল অবস্থার ধাক্কা সয়েছেন, অসংখ্য বিপদ, লাঞ্ছনা বুক পেতে নিয়ে যে আবিষ্কার ক'রে গেলেন, তার ফলে তাঁর জন্মভূমি জেনোয়া, আর কর্ম্মভূমি স্পেনরাজ্য যে গৌরবান্বিত হ'ল এমন নয়, এই আবিষ্কারের ফলে ইউরোপ আজ এত বড় হ'য়ে উঠেছে।

কলাম্বাসের পর হ'তে ইউরোপের দৃষ্টি সমুদ্রের দিকে ফিরেছে; দলে দলে লোক সমুদ্র পথে বে'র হয়ে নানা দেশ আবিষ্কার করেছে, নানা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছে। আজকাল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে ছোট বড় যে সব রাজ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তার মূলেই কলাম্বাসের সাধনা,—কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার।

ওভাণ্ডোর অত্যাচারের কথা যখন স্পেনের লোকেরা জানতে পারল, তাকে পদচ্যুত ক'রে তার স্থানে কলাম্বাসের ছেলে জেম্‌স্‌কে এড্‌মিরাল উপাধি দিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্‌ দ্বীপগুলির গভর্ণর করা হয়। তার পরে তিনি "ডিউক অব্‌ ভিরাগুয়া" উপাধি পান; এই উপাধি এখনো কলাম্বাস পরিবারের রয়েছে। কলাম্বাসের ছোট ছেলে ফার্দ্দিনান্দ্‌ বিয়ে করেন নি,—তিনি কলাম্বাসের জীবনের বিবরণ সংগ্রহ ক'রে আজীবন ঘু'রে ঘু'রে বেড়িয়েছেন। তাঁর লেখা কলাম্বাসের এক জীবনী রয়েছে। কলাম্বাস যে সব বহি, মানচিত্র, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন, তার অনেকগুলো সেভিল্‌ দেশের কলাম্বাস লাইব্রেরীতে, আর জেনোয়ার মিউনিসিপাল প্রাসাদে এখনো দেখা যায়।

কলাম্বাস দেহত্যাগ করেন স্পেনের ভ্যালাদোলিদ্‌ স্থানে; তাঁকে কবর দেওয়া হয় সেভিল্‌ নগরীর এক গির্জ্জাতে। তাঁর মৃত্যুর বিশ বৎসর পরে তাঁর ছেলে জেম্‌সের মৃত্যু হয়; তাঁকেও কলাম্বাসের কবরের কাছে গোর দেওয়া হয়েছিল। বিশ বছর পরে দুজনের মৃতদেহ সাঁ ডোমিঙ্গোতে নিয়ে কবর দেওয়া হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা হিস্পানিওলা অধিকার করে; তখন দু'জনের মৃতদেহ কিউবা দ্বীপের রাজধানী হ্যাভানা নগরে নেওয়া হয়। সেখানেও তাঁদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয় নি। ৩০ বৎসর আগে আবার মৃতদেহ দু'টি সেভিল্‌ নগরীতে ফি'রে আনা হয়েছে।

কলাম্বাস যখন বেঁচেছিলেন, ছোট বড় অনেক নাবিক



দেশ আবিষ্কারের জন্য জন ও সিবাস্টিয়ান ক্যাবেটের প্রথম সমুদ্রযাত্রা

From the painting by Ernest Board. By permission of the Bristol Corporation and the Artist.

কলাম্বাসের পথ ধ'রে পশ্চিমে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে জেনোয়াবাসী জন্ ক্যাবোট্ ও ব্যালবোয়া প্রধান।

ক্যাবোট্ কলাম্বাসের আবিষ্কারের কথা শু'নে স্পেনে যান। সেখানে পশ্চিম সমুদ্র-পথের অনেক বিষয় জেনে ইংলণ্ডে চ'লে আসেন একখানি জাহাজের যোগাড় করতে। তিনি ম্যাথুস্ নামে একখানি জাহাজে চ'ড়ে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ব্রিষ্টল নগরী হ'তে পশ্চিম মুখে যাত্রা করেন। তিনি কানাডার উপকূলে কে'প ব্রিটন দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন।

ব্যালবোয়ার বাড়ী ছিল স্পেনে। তিনি ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে একবার অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে হেইতী দ্বীপে গিয়ে ফি'রে আসেন। পরে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলাম্বাসের ছেলে জেম্স্ ওয়েষ্ট্ ইণ্ডিস্ দ্বীপের গভর্ণর হ'য়ে যান, তাঁর সঙ্গে ওদেশে গিয়ে তিনি ডেরিয়েন্ যোজকের গভর্ণর হন। তিনি ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর ঐ যোজকের মাঝখানে যে একটি পাহাড় আছে তাহার চূড়ায় উ'ঠে প্রশান্ত মহাসাগর প্রথম দেখতে পান। তাঁর পূর্ব্বে ইউরোপের কোন লোক ও মহাসাগরের কথা জানতো না।

ব্যালবোয়ার অদৃষ্ট কলাম্বাসের চেয়েও অধিক শোচনীয় হয়েছিল। তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনে। প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কারের চার বৎসর পরে স্পেন রাজার আদেশে তাঁকে কেটে ফেলা হয়।

যে দু'জন মহাপুরুষ যশে ও গৌরবে স্পেন জাতির নাম ইউরোপে অদ্বিতীয় ক'রে তুলেছিলেন, তাঁদের কপালে এত দুর্দ্দশা!

কিন্তু কলাম্বাসের মাতৃভূমি জেনোয়া—যাঁর কোলে কলাম্বাস মানুষ হয়েছিলেন, যাঁর বুকে থেকে বাল্যে ও যৌবনে তিনি সমুদ্রের উদার ডাকে আত্মসমর্পণ করেছিলেন,—সেই তাঁর জন্মভূমি জেনোয়া—তাঁর স্মৃতি রক্ষা করেছে! তোমরা জেনোয়াতে যখন যাবে, বন্দরের মুখেই তাঁর এক বিরাট প্রস্তর মূর্ত্তি দেখতে পাবে,—খুব উঁচু মর্ম্মর পাথরের বেদীর ওপরে একটি নোঙরে হেলান দিয়ে কলাম্বাস দাঁড়িয়ে,—মুখে তাঁর অসীম গাম্ভীর্য্য—দৃষ্টি তাঁর সাগরের পারে—দূর দিগন্তের দিকে—তাঁর পায়ের কাছে এক নবীনা নারীমূর্ত্তি বসে আছে—সে হচ্ছে—

“আমেরিকা”